THE PADAS OF CAṆḌĪDĀSA

BY

MANINDRAMOHAN BOSE, M.A.

Reprinted from the Journal of the Department of Letters, Vol. XVI

CALCUTTA UNIVERSITY PRESS
1927

THE PADAS OF CAṆḌĪDĀSA

BY

MANINDRAMOHAN BOSE, M.A.

The Padas of Caṇḍīdasa are the richest treasure of the Bengali literature. They are attractive for their excellence and simplicity, but the love-romance of the songs is more enjoyable. Many attempts have bee made to compile a complete collection of the Padas of Caṇḍīdāsa, and many renowned scholars set their hands to this matter, with the result that many editions of the Padāvalī of Caṇḍīdāsa have been published. Even now we hear of the discovery of new songs of Caṇḍīdāsa, so, the process of addition is still going on But the time has come to apply critical tests to the songs of this poet in order to see that a particular Pada attributed to him is really the composition of Caṇḍīdāsa, and not of some other poet. In fact, we find that some of the songs which are passing in the name of Caṇḍīdāsa are attributed to other poets in some of the manuscript works. The following two songs are typical examples of this nature :—

1. In the manuscript (No. 3436, C. U. L.) we have :—

পীরিতি বলিয়ে একটী কমল
রূপীছু হীয়ার মাঝে ।
প্রেম-পরিমল লোভিত ভ্রমর
ধায়ল আপন কাজে ॥
ভ্রমরা জানএ কমল মাধুরী
তেঁহি সে তাহার বশ ।
রসিক জানএ রসের চাতুরি
আনে কহে অপজস ॥
সুজন কুজন যে জন না জানে
তাহারে কহিব কি ।
পরাণে পরাণে যে জন মীলয়ে
তাহারে পরান দি ॥

ধরম করম লোক চরাচর
একথা বুঝিতে নারে ॥
যাহার হিদএ এ তিন আখর
সেই সে বুঝিতে পারে ॥
কহে নরহরি সুনগো সুন্দরী
পীরিতি রসের সার।
পীরিতি রসের রসিক নইলে
কি ছার জীবন তার ॥

In the Sāhitya Pariṣad Edition of Caṇḍīdāsa we have :—

পীরিতি বলিয়া একটী কমল
রসের সায়র মাঝে।
প্রেম-পরিমল লুবধ ভ্রমর
ধাওল আপন কাজে ॥
ভ্রমর জানয়ে কমল-মাধুরী
তেঁই সে তাহার বশ।
রসিক জানয়ে রসের চাতুরী
আনে করে অপযশ ॥

সই, একথা বুঝিবে কে।
যে জন জানয়ে সে যদি না কহে
কেমনে ধরিব সে ॥
ধরম করম লোক চরচাতে
এ কথা বুঝিতে নারে।
এ তিন আঁখর যাহার মরমে
সেই সে বুঝিতে পারে ॥
কহে চণ্ডীদাস শুন হে নাগরি
পীরিতি রসের সার।
পীরিতি রসের রসিক নহিলে
কি ছার জীবন তার ॥

p. 148.

These two Padas are almost similar, with the exception of a few lines in the middle part where we have in the manuscript :—

সুজন কুজন   জে জন না জানে
তাহারে কহিব কি।
পরাণে পরাণে   জে জন মীলয়ে
তাহারে পরাণ দি ॥

But in the Pariṣad Edition, we have :—

সই, এ কথা বুঝিবে কে।
যে জন জানয়ে   সে যদি না কহে
কেমনে ধরিব সে ॥

2. In the manuscript (No. 3436, C. U. L.) we have :—

সহজ বুঝিবে কে।
তিমির আধার   হইয়াছে পার
সহজে পসেচে সে ॥
চান্দের কাছেতে   অবলা জে আছে
সেই সে বসেরি সার।
বিসেতে অমৃতে   একর্ত্রে মিলন
কে বুঝে মরম তার ॥
বাহিরে তাহার   একটী দুয়ার
ভিতরে তিনটী আছে।
চোতুর হইয়ে   দুইটী ছাড়িয়ে
থাকিবে একেরি কাছে ॥
জেন আম্র ফল   ভিতর বাহির
কুসি ছাল তার কসা।
তার আস্বাদন   জানএ জে জন
করএ তাহার আসা ॥
সহজ জানিতে   সাদ করে চিতে
সহজে সহজ বড়।
আপনা বুঝিএ   সুজন দেখিয়ে
পীরিতি করিবে দড় ॥

কৃষ্ণদাস বলে লাখে এক মীলে
ঘুচায় মনেরি ধান্ধা ।
শ্রীরূপ কৃপাতে ইহা পাবে হাথে
সহজে মন রাখ বান্ধা ॥

We have also parts of the same Pada in the Svarūpa Kalpataru said to have been written by Narottama Dāsa (*vide* Calcutta University manuscript No. 2520).

তিমির আধারে আছে জেই জন
সহজে পেয়েচে সে ॥
চাঁদের কাছে অবলা আছে
সেই সে পিরিতি সার ।
বিসেতে অমৃতে একত্র মিলন
কে জানে মহিমা তার ॥
ভিতরে তাহার তিনটী দুয়ার
বাহিরে যে কাম হয় ।
চতুর হইয়া দুইকে ছাড়িয়া
একের কাছেতে রয় ॥
জেন আথ ফল ভিতর বাহির
কুসি ছাল তারা কসা ।
তার আস্বাদন জানে জেই জন
করহ তাহার আসা ॥
কৃষ্ণদাস বলে লাখে এক মিলে
ঘুচাই মোনের ধান্ধা ।

p. 17.

There is no difficulty to understand that these two padas are almost similar, but in the Sāhitya Pariṣad Edition of Caṇḍīdāsa we have :—

সহজ সহজ সহজ কহয়ে
সহজ জানিবে কে ।
তিমির অন্ধকার যে হইয়াছে পার
সহজ জেনেছে সে ॥

চাঁদের কাছে অবলা আছে
সেই সে পীরিতি সার।
বিষে অমৃততে মিলন একত্রে
কে বুঝিবে মরম তার॥
বাহিরে তাহার একটি দুয়ার
ভিতরে তিনটী আছে।
চতুর হইয়া দুইকে ছাড়িয়া
থাকিবে একের কাছে॥
যেন আম্রফল অতি সে রসাল
বাহিরে কুশী ছাল কষা।
ইহার আস্বাদন বুঝে যেই জন
করহ তাহার আশা॥
অভাগিয়া কাকে স্বাদু নাহি জানে
মজয়ে নিম্বের ফলে।
রসিক কোকিলা জ্ঞানের প্রভাবে
মজয়ে চূত-মুকুলে॥
নবীন মদন আছে একজন
গোকুলে তাহার থানা।
কামবীজ সহ ব্রজ-বধূগণ
করে তার উপাসনা॥
সহজ কথাটি মনে করি রাখ
শুনলো রজক-ঝি।
বাশুলী-আদেশে জানিবে বিশেষে
আমি আর বলিব কি॥
গুণ-করুণাতে পারিবে মিলিতে
ঘুচিবে মনের ধান্দা।
কহে চণ্ডীদাস পূরিবেক আশ
তবে ত খাইবে সুধা॥

p. 340.

It will thus be evident that there is some difficulty in the identification of the real author of some of the Padas. But there

is perhaps a critical test which can help us a great deal in this direction. It appears that the practice of putting oneself as the follower of some Manjarī (Sakhī of Rādhā) in the colophon is comparatively modern. Let us take up a few famous Vaiṣṇava writers :—

1. (*a*) Caṇḍīdāsa was the worshipper of Vāśulī, and hence he often puts himself in the colophon as the follower of that goddess, as :—

In the Padas :—

কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে
হেরিয়ে নখের কোণে ।
জনম সফলে বিহি আনি দিল
এমন কোন না জনে ॥

Pariṣad Edition, p. 15.

চণ্ডীদাসে কয় বাশুলী কৃপায়
আর নিবেদিব কায় ।

Ibid, p. 151.

চণ্ডীদাসের মন বাশুলী চরণ
উপদেশ রজকী নারী ।

Ibid, p. 152.

Or, (*b*) sometimes as Dvija Caṇḍīdāsa :—

দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে পীরিতি এমতি ।
যার যত জালা তার ততই পীরিতি ॥

Ibid, p. 97.

Or, (*c*) sometimes as Baḍu Caṇḍīdāsa (বড়ু চণ্ডীদাস) :—

ধৈরয নাহিক তায় ।
বড়ু চণ্ডীদাস গায় ॥

Ibid, p. 38.

Or, (*d*) sometimes he puts his name in the colophon with some characteristic remark peculiar to him about the subject treated in the Padas :—

চণ্ডীদাস কহে রাখি কুলশীল
পুরাহ মনের সাধা ॥

Ibid, p. 38.

কহে চণ্ডীদাস শুন রসময়
এত কি দানের লেখা ।
এ ঘাটে তরুণী গোপের রমণী
আর কি পাইবে দেখা ॥

Ibid, p. 66.

কহে চণ্ডীদাসে বড় অপরূপ বাণী ।
চূড়া বাঁধি মুরলী শিখয়ে বিনোদিনী ॥

Ibid, p. 208.

In the Srīkṛṣṇa Kīrtana, the author puts himself as Baḍu Caṇḍīdāsa, a follower of Vāsalī :—

বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ।

Pariṣad Edition, p. 264.

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ।

Ibid, p. 265.

বাসলী-চরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥

Ibid, p. 80.

2. Vidyāpati also has his own way of putting himself in the colophon. Sometimes he does this with some appropriate remarks about the subject treated in the Padas, or sometimes he praises Śiva Siṁha, Rūp Nārāyaṇa, and Lakhimā :—

ভনই বিদ্যাপতি গাবে ।
বড় পুনে গুনমতি পুনমত পাবে ।

Pariṣad Edition, p. 11.

ভনই বিদ্যাপতি ন বোল সন্দেহা।
সুপুরুস বচন পসানক রেহা॥

Ibid, p. 315.

ভনই বিদ্যাপতি　　　　শুন বর নাগর
সবহু হোয়ত পরকার।
রাজা শিবসিংহ　　　　রূপনারায়ণ
লখিমা-কন্ত উদার॥

Ibid, p. 75.

ভনই বিদ্যাপতি　　　　অরে বর জৌবতি
এহু পরতথ পঁচবানে।
রাজা শিব সিংহ　　　　রূপনারায়ণ
লখিমা দেবি রমানে॥

Ibid, p. 367.

3. Narottama generally puts himself as the disciple of Lokanātha Dāsa :—

লোকনাথ প্রভুর পদ হৃদয়ে বিলাস।
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস॥

Premabhakti Candrikā.

শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু　　　　অধম জনার বন্ধু
লোকনাথ লোকের জীবন।
হা হা! প্রভু! কর দয়া　　　　দেহ মোরে পদছায়া
নরোত্তম লইল শরণ॥

Prārthanā (4).

Or, sometimes he praises some other Vaiṣṇava worthies :—

রূপ রঘুনাথ পদে রহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস॥

Ibid (1).

দয়া কর আচার্য্য প্রভু শ্রীশ্রীনিবাস।
রামচন্দ্র সঙ্গ মাঁগে নরোত্তম দাস॥

Ibid (14).

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-প্রভু-দাস অনুদাস।
নরোত্তমদাস করে এই অভিলাষ॥

Ibid (27).

4. Vāsudeva Ghoṣa thus puts himself :—

বাসুদেব ঘোষ কহে মনে করি আশা।
গৌরপদ-দ্বন্দ্ব মনে করিয়া ভরসা॥

Padāvalī (1).

বাসুদেব ঘোষে বলে, ধর ধর কর কোলে,
গোরা মোর পরাণের পরাণি॥

Ibid (6).

কুঙ্কুম জিনিয়া অঙ্গ গন্ধ মনোহরা।
বাসু কহে কি দিয়া গড়িল বিধি গোরা॥

Ibid (7).

ধৈরয না বান্ধে মোর মনে।
বাসুদেব ঘোষ রস জানে॥

Ibid (20).

বাসুদেব ঘোষে কয় মনের হরিষে।
কত নিদ্রা যাও গোরা প্রেমের আলসে॥

Ibid (44).

গোরা বিনু প্রাণ রহে এই বড় লাজ।
বাসু কহে কেনে মুণ্ডে না পড়িল বাজ॥

Ibid (10).

5. Govinda Dāsa generally puts himself with some remark about the subject-matter of the Pada, peculiar to him :—

গোবিন্দ দাস কহে উঠি চলু সুন্দরী,
বিঘটন কানুক পীরিতি।

Ekānna Pada (3).

রজনী পোহায়ল গুরুজন জাগল
গোবিন্দদাস বলি যাই।

Ibid (5).

কত কত উপজল রস পরসঙ্গ।
গোবিন্দদাস তহি দেখত কত রঙ্গ ॥

Ibid (28).

গোবিন্দ দাসিয়া কয় চরণেতে ধরি।
এখনি আনিয়া দিব তোমার প্রাণহরি ॥

Padāvalī (323).

গোবিন্দদাস কহ এতহু না জানহ
কুবুজা অব নব রাণী।

Ibid (358).

6. Vṛndāvana Dāsa, the reputed author of the Caitanya Bhāgavat, scrupulously makes use of the following formula :—

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান ॥

This is invariably found at the end of every chapter of his book.

7. Locana Dāsa, in his Caitanya Mangala, generally speaks of his Guru Narahari :—

ঠাকুর শ্রীনরহরি দাস প্রাণ অধিকারী
যাঁর পদপ্রতি আশে আশ।
অধমেহ সাধ করে, গোরাগুণ গাহিবারে
সে ভরসা এ লোচন দাস।

p. 2.

আমার ঠাকুর প্রভু নরহরি দাস।
প্রণতি বিনতি করোঁ পুর' মোর আশ ॥

p. 3.

শ্রীনরহরি দাস পদ করি আশ

লোচনদাস গুণগায় ॥

p. 37.

8. **Jayānanda** thus puts himself :—

চিন্তিয়া চৈতন্য গদাধর-পদদ্বন্দ্ব ।
আদিখণ্ড জয়ানন্দ করিল প্রবন্ধ ॥

Caitanya Mangala, p. 5.

চিন্তিয়া চৈতন্য-গদাধর-পদদ্বন্দ্ব ।
বিশ্বরূপ-সন্ন্যাস গাইল জয়ানন্দ ॥

Ibid, p. 21.

চিন্তিয়া চৈতন্য গদাধর পদদ্বন্দ্ব ।
আনন্দে উত্তরখণ্ড গাএ জয়ানন্দ ॥

Ibid, p. 152.

9. Jadunandana Dāsa in his Karṇānanda speaks of Hemalatā, the daughter of Srīnivāsa Ācāryya :—

শ্রীআচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীল হেমলতা ।
প্রেমকল্পবল্লী কিবা নিরমল ধাতা ॥
সে দুই চরণ-পদ্ম হৃদয়ে বিলাস ।
কর্ণানন্দ-রস কহে যদুনন্দন দাস ॥

We have thus dealt with some of the principal Vaiṣṇava poets. By way of further verification let us now take up some other Vaiṣṇava poets, as also the other works of some of the poets we have treated above.

1. Kṛṣṇa Dāsa translated in Bengali the Camatkāra Candrikā, a Sanskrit work written by Viśvanāth Chakravarty, who was living about 1662 Saka. He thus puts himself in this book :—

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ পদে করি আশ ।
প্রথম কুতুহল লীলা কহে কৃষ্ণদাস ॥

Note. This Kṛṣṇa Dāsa is not the celebrated author of the Caritāmṛta, who flourished about a century before.

2. In the Rasakalpa Latikā, Locana Dāsa thus puts himself in the colophon :—

শ্রীনরহরি পাদ-পদ্ম করি মনে আশ ।
রসকল্প-লতিকা কহে লোচন দাস ॥ p. 4.

3. In the Upāsanā Paṭala by Narottama Dāsa, the author thus puts himself :—

বৈষ্ণব গোসাঞি কর কৃপা নিরক্ষণ ।
বিকাইনু তব পায় দেহ প্রেম ধন ॥
রামচন্দ্র কবিরাজ মোর মোক্ষর্দাস ।
উপাসনা তত্ত্ব কহে নরোত্তম দাস ॥

This we quote from the Calcutta University manuscript No. 557. written about the year 1069 B.S.

4. In the Upāsanā Tattva which is spoken of as the tenth chapter of Guru-Śiṣya Saṁvāda written by Narottama Dāsa, the author thus puts himself in the colophon :—

শ্রীলোকনাথ ঠাকুর চরণ স্মরণ অভিলাস ।
গুরুসিস্য সম্বাদ কহেন নরোত্তম দাস ॥

Note. This we quote from the Calcutta University manuscript No. 558 written on the 13th Vaiśākh of 1069 B.S.

5. In a work named Svarūpa Varṇana, we have the following :—

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে জার আস ।
স্বরূপবর্ণন কিছু কহে কৃষ্ণ দাস ॥

The mention of Rūpa and Raghunāth in the colophon seems to indicate that the writer may be the author of the celebrated Caitanya Caritāmṛta. But this is far from being the case. We have the following lines in the same work—

গোপালভট্টের শিষ্য আচার্য্য শ্রীনিবাস ।
তার সঙ্গে রহে সদা বৃন্দাবন দাস ॥

লোকনাথ গোস্বামির শিষ্য কহি তার নাম।
ঠাকুর শ্রীনরোত্তম অতি অনুপাম ॥ etc.

This shows that the book was written after Srīnivāsa and Narottama acquired fame in Bengal. The respectful manner in which these two Vaiṣṇava worthies are mentioned in the poem shows that this could not have been done by the author of the Caritāmṛta. We quote the above from the Calcutta University manuscript No. 559, dated 1071 B.S.

6. In another work Narottama thus puts himself :—

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত চরণ।
দন্তে তৃণ করি মাগোঁ দেহ দুচরণ ॥
তোমা সভার পদ রজ চিত্তে অভিলাস।
উপাসনা-পটল কহে শ্রীনরোত্তম দাস ॥

Note :—This work is dated 1087 B.S. We quote this from the Calcutta University manuscript No. 563.

7. In the Dipakojjvala Grantha by Baṁśī Dāsa, the author thus puts himself :—

শ্রীগুরু পাদ পদ্মে সদা যার আস।
পঞ্চম অধ্যায় কথা কহে বংশিদাস ॥

Note.—We quote this from the Calcutta University manuscript No. 564.

8. In the Rādhārasa Kārikā dated 1081 B.S., Narottama puts himself as :—

শ্রীলোকনাথ গোস্বামির পাদ পদ্ম করি আস।
রাধা-রস-কারিকা কহে শ্রীনরোত্তম দাস ॥

9. And in the Pada Kalpataru we have a host of other poets expressing themselves in similar manner :—

নিরমল গৌর প্রেমরস সিঞ্চনে
পূরল সব মন আশ।
সো চরণাম্বুজে রতি নাহি হোয়ল
রোয়ত বৈষ্ণব দাস ॥ p. 1. (Parişad Edition(

যো রসে ভাসি   অবশ মহিমণ্ডল
গোবিন্দ দাস তহিঁ পরশ না ভেলি ॥ p. 3.
কহে বৃন্দাবন   অদ্বৈত চরণ
হিয়ার মাঝারে ধরি ॥ p. 5.
জয় জয় গৌর অভিন্ন কলেবর।
কৃষ্ণরই কাতর দাস মনোহর ॥ p. 5.
আপন করম   দোষে ভেল বঞ্চিত
দুরমতি বৈষ্ণবদাস ॥ p. 6.
চণ্ডীদাস পদে   যার রতি সেই
পিরিতি মরম জানে।
পিরিতি বিহীন   জনে ধিক্ রহ
দাস নরহরি ভণে। p. 12.
জ্ঞান দাস কহে বুঝল অসঙ্গে। p. 61.
কহে রাধামোহন প্রেম-তরঙ্গ ॥ p. 63.

We have here given a sufficiently long list of the Vaiṣṇava authors, but with none of them we find it customary to express himself as the follower of a Manjarī or Sakhī of Rādhā in the colophon of a Pada. We have already observed that the earlier Vaiṣṇava poets usually made some characteristic remarks, peculiar to them, about the subjects treated in the Padas, or owned themselves as the disciples of their Gurus in the colophons. They had gone thus far, but no further, in this respect.

There is another important point to be noted here. There is a tendency among the Bengali Vaiṣṇavas to proclaim Caitanya as an incarnation of Kṛṣṇa. Rāma and his brothers are said to be Viṣṇu incarnated in four parts, and Lakṣmī born in the form of Sītā. In the Mahābhārata, Kṛṣṇa is Viṣṇu, Judhiṣṭhira is Dharma, Arjuna is Indra, Bhīma is Pavana and so on with other personages. It is also believed that when God incarnates Himself, His associates in heaven are also born as His associates on earth. Working on this principle the Bengali Vaiṣṇavas have identified Caitanya and his companions with Kṛṣṇa and his associates in the Dvāpara Age. Thus, Caitanya is Kṛṣṇa, and his wife is Lakṣmī, the consort of Viṣṇu in Heaven. Advaita is Mahādeva, who with Viṣṇu

and Brahmā form the Hindu Trinity. Nityānanda is Balarāma, the elder brother of Kṛṣṇa in the Dvāpara age. Other Vaiṣṇava worthies have also been identified in a similar manner. Thus—

Abhirāma Ṭhākur	is Śrīdāma
Sundarānanda	,, Sudāma
Dhananjaya Pandit	,, Vasudāma
Gourīdās Pandit	,, Subala
Kamalākara Pipalai	,, Mahābala
Uddhāran Datta	,, Subāhu
Moheśa Pandit	,, Mahābāhu
Puruṣottama Dāsa	,, Stoka Kṛṣṇa
Parameśvara Dāsa	,, Arjuna
Kālā Kṛṣṇa Dāsa	,, Labanga
Śrīdhara Pandit	,, Madhumangala
Halāudha Thākur	,, Bala Deva
etc. etc.	

(From Gauragaṇoddeṣadīpikā, Ślokas 126-135.)

And a host of other worthies have been similarly identified. The list is too numerous to be mentioned here. But it is to be noted that in this identification not a single Vaiṣṇava has been identified with a Sakhī or any female companion of Rādhā and Kṛṣṇa. There is also a tendency to identify some of the Vaiṣṇavas with the Sakhīs of Rādhā. Thus—

Gadādhara Pandit	is Rādhā
Rūpa Goswāmī	,, Lalitā
Rai Rāmānanda	,, Biśākhā
Śivānanda	,, Sucitrā
Rāmānanda	,, Campakalatā
Govinda Ghose	,, Ranga Devī
Vāsu Ghose	,, Sudevī
Mādhava Ghose	,, Tungā
Govindānanda	,, Indurekhā

(From Caitanya Saṁgītā, p. 25.)

Kṛṣṇa Dāsa Kavirāj	is Ratnarekhā
Ciranjīva Sen	,, Rupakaṇṭhī
Sadāśiva Kavirāj	,, Candrāvalī

(Father of
Puruṣottama
Thākur = Stoka Sakhā)
Kangsāri Sen is Ratṇāvalī
(Father of Sadāsiva)
(Taken from Gaurānga Sevaka Patrikā.)

Even the Manjarīs have been similarly identified—

সৌভাগ্য মঞ্জরি নাম দাস গদাধর ।
* * *
শ্রীরূপ মঞ্জরি হয় শ্রীরূপ গোসাঞি ।
And লবঙ্গ মঞ্জরি হয় গোসাঞি সনাতন ।
রতি মঞ্জরি হয় রঘুনাথ দাস ।
অনঙ্গ মঞ্জরি হয় গোপাল ভট্ট ।
রস মঞ্জরি হয় রঘুনাথ ভট্ট ।
আনন্দ মঞ্জরি হয় লোকনাথ ।
বিলাস মঞ্জরি হয় জীব গোস্বামী ।
কস্তুরি মঞ্জরি হয় কৃষ্ণদাস কবিরাজ ।
etc., etc.

(From Rāgamālā by Narottama Dāsa, Calcutta University manuscript No. 565, pp. 5-6.)

We here find three grades of identification. In the first grade the male mates of Kṛṣṇa are identified with the companions of Caitanya. In the second grade the Sakhīs or chief companions of Rādhā are identified with some of the Vaiṣṇavas. In the third grade, the Manjarīs or the companions of the chief Sakhīs are also identified with some of the notable Vaiṣṇavas. A further long list can also be supplemented.

Let us now see what lies at the root of bringing these Sakhīs and Manjarīs into such prominence.

In the Caitanya Caritāmṛta (2-8-110) we have—

প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি ।
সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী ।

And মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তাঁর কায় ব্যূহ রূপ॥

This shows that Rādhā is the personification of the purest divine emotion and her Sakhīs are the metaphorical representations of the finer elements of that emotion. This is a characteristic feature of the Vaiṣṇava theology which is too well-known to require any further elucidation. Even Kṛṣṇa is said to have incarnated himself as Caitanya Deva in order to taste this love of Rādhā. (Caitanya Caritāmṛta, 1-1-6). Now, this divine love is of two kinds—Mukhya and Gauṇa. The former is further subdivided into five finer emotions, called Śānta, Patrī, Preya, Vātsalya and Madhura ; and the latter into seven finer emotions, such as, Hāsya, Adbhuta, Vīra, Karuṇa, Raudra, Bhayānaka and Vibhatsa. Even these finer emotions are said to be tinged each with a particular colour of its own, such as, Śveta (white), Chitra, Aruṇa (orange), Śoṇa (Blood-red), Śyāma (green), Pāndura (straw-colour), Pingala (yellow), Gaura (indigo), Dhumra (ash-like), Rakta (red), Kāla (black) and Nīla (blue). (Bhaktirasāmṛta, South, 5164-7)

These twelve finer emotions at once remind us of the twelve Sakhīs of Rādhā. Many writers have even ascribed a particular colour to a Manjarī, such as—

শ্রীললিতাজিউ গোরচনা বর্ণ... ।
শ্রীবিশাখাজিউ বিদ্যুত বর্ণ...
শ্রীচিত্রাজিউ কুঙ্কুম বর্ণ... ।
শ্রীচম্পকলতা জিউ চম্পকবর্ণ... ।
শ্রীশ্রীতুঙ্গবিদ্যা জিউ চন্দনমিশ্রিত কুঙ্কুম বর্ণ... ।
শ্রীইন্দুরেখা জিউ হরিতালবর্ণ... ।
ইত্যাদি

(From Guṇātmikā, C. U. Manuscript No. 560.)

Then about the Manjaris. The conception is that each Sakhī has a number of female companions who are designated as Manjarīs. They have received due attention from the Vaiṣṇava poets. Not only the colour of the body and of the wearing cloth (Sārī) of each has been ascertained, but the age even in years, months and days has been fixed.

Let us now see how these Manjaris came to be associated with the names of the poets in the colophons.

From the fact that in the post-Caitanya Vaiṣṇava literature special importance is attached to Kṛṣṇa's adopting the emotions of Rādhā in the form of Caitanya Deva for tasting divine love, the idea that each devotee should similarly adopt a particular emotion for spiritual culture, captivated the imagination of the Bengali Vaiṣṇavas. Even Kṛṣṇa Dāsa Kavirāj in his Caitanya Caritamṛta writes as follows :—

এবে এক সখীগণের ইহা অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥
সখী বিনু এই লীলা পুষ্টি নাহি হয়।
And সখী বিনু এই লীলায় নাহি অন্যের গতি॥

2-81138-139.

Also সেই গোপী-ভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদ ধর্ম্ম সর্ব্ব তেজি সেই কৃষ্ণেরে ভজয়॥

2-8-149.

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রিদিনে চিন্ত রাধাকৃষ্ণের বিহার॥

2-8-155.

This idea has been variously elaborated by the Vaiṣṇava writers of later age, and the Manjarīs or Sakhīs of Rādhā have risen to paramount importance in the Vaiṣṇava theology. When the matter came to such a pass, it is no wonder that each Vaiṣṇava should declare himself a follower of a Sakhī, and the poets should associate themselves with the Manjarīs in the colophon.

From the manuscripts that we have been able to consult, we find that the book in which there is a colophon wherein the poet associates himself with a Manjarī, is comparatively modern.

In a manuscript named Dehanirṇaya, being the Calcutta University manuscript No. 613, we have the following in the colophon—

কোস্তরি মুঞ্জরি পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিল এই দেহের আখ্যান॥

The manuscript is dated 1259 B. S.

BCV
3720

In another manuscript we have—

শ্রীগুণ মঞ্জরি গুণের নিধারি স্মরণ ভূষণ কে ॥
অনুগত বিনে এ সকল কথা কারে না কহিবে ভাই।
নরোত্তম কহে পরম জানিলে তাহারে কহিতে চাই॥

This is from a manuscript named Deha Tattva dated 1217 B. S. In another manuscript we find—

রসবতি রাতুল চরণ করি আশ।
শ্রীরস উজ্জ্বল কহে জগন্নাথ দাস।

This is from the Calcutta University manuscript No. 598 dated 1219 B. S.

Again—

রসশূন্য মূর্খ রসিক দাস মূঢ়মতি।
শ্রীরূপানুগ্রহে কহে রতি-বিলাস-পদ্ধতি॥

From the Calcutta University manuscript No. 586 dated 1188 B. S.

Naturally it creates doubt in our mind that the books wherein we have Manjarīs in the colophons were most probably written at a time not very far off. This can help us to ascertain the real author of a Pada in case of difficulty or doubt. When we have a colophon like this—

অনঙ্গ মঞ্জরি পাদপদ্ম করি আশ।
স্মরণ-কল্পতরু কহে নরোত্তম দাস॥

(From the Calcutta University manuscript No. 2520),

we doubt, though the manuscript is not dated, that it is the work of the celebrated Narottama Dāsa. It is not improbable that some other Narottama might have written the book.

In another manuscript No. 3098 we have—

শ্রীরূপ মঞ্জরি পাদপদ্ম করি আশ।
চমৎকার চন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস॥

Now, in the three manuscripts (*i.e.*, Deha Tattva noted above, and Nos. 2520, 3098), we have three Manjarīs, *i.e.*, Guṇa Manjarī,

10

Ananga Manjarī and Rūpa Manjarī, mentioned as the spiritual guides of Narottama. It is generally seen that a poet strictly adheres to one Manjarī. When we find three of them revered by the same person we think that there is something unusual in it. It is therefore doubtful that these books were written by the same person.

Let us now turn to the Padas of Caṇḍīdāsa. In the second Pada (about তিমির আকার, etc.) that we have quoted towards the beginning of this discussion, we find that in two manuscripts the Pada is said to have been composed by one Kṛṣṇa Dāsa, but in the Sāhitya Pariṣad Edition of Caṇḍīdāsa, it is attributed to Caṇḍīdāsa. This naturally creates doubts in the mind as to the real authorship of the same. But the last line of the first version is this—

শ্রীরূপ কৃপাতে ইহা পাবে হাথে
সহজে মন প্রাণ বান্ধা ।

In the second version quoted from the manuscript, we have the last lines omitted. But by carefully observing the text, it is not difficult to conjecture that the last two lines, as quoted above, were also in that version, which were accidentally omitted, thus leaving the couplet incomplete. In the Sāhitya Pariṣad edition we have—

রূপ করুণাতে পারিবে মিলিতে
ঘুচিবে মনের ধান্ধা ।
কহে চণ্ডীদাস পূরিবেক আশ
তবে ত খাইবে সুধা ॥

Here also the reference to Rūpa is quite clear. Now, what is the significance of this Rūpa? If it refers to Rūpa Goswāmī, we must say that it is a forgery, for Caṇḍīdāsa lived a long time before that Vaiṣṇava saint. But if it refers to শ্রীরূপ মঞ্জরী, it is also to be admitted that Caṇḍīdāsa is not the real author of the song, for nowhere is he accustomed to associate himself with Rūpa Manjarī in the colophon, as we have pointed out before. We have shown that such practice is comparatively modern, and can, therefore, say that the song was composed by some poet of later time, be he Kṛṣṇa Dāsa or whoever he may be, and that the song was wrongly

attributed to Caṇḍīdāsa. The rhyming of the last four lines is very peculiar. There we find ধান্ধা rhyming with সুধা, which is unsatisfactory. There is a clear sign of manipulation in the last four lines, as the following comparison will also show—

কৃষ্ণদাস বলে   সাথে এক দীনে
ঘুচায় মনেরি ধান্ধা ।
শ্রীরূপ কৃপাতে   ইহা পাবে হাথে
সহজে মন রাখ বান্ধা ॥

Manuscript Version.

Versus

রূপ করুণাতে   পারিবে মিলিতে
ঘুচিবে মনের ধান্ধা ।
কহে চণ্ডীদাস   পুরিবেক আশ
তবে ত খাইবে সুধা ॥

Sāhitya Pariṣad Edition.

The first part of the second line from the end (of the manuscript version) has been grafted to the last part (সাথে এক মিলে) of the fourth line from the end, while the third line from the end has been kept practically unchanged, and thus the 4th and 3rd line from the end of the Pariṣad version have been composed. The defective rhyming is due to the incapability of the manipulator. We can thus apply a critical test to the Padas of Caṇḍīdāsa. The songs, wherein we find a reference to Rūpa, or any Manjarī in the colophon, were most probably not written by Caṇḍīdāsa, but were attributed to him in later time. One may conjecture that some original lines well-known to the public were preserved intact, but the interpolater introduced some propaganda by a few lines of his own, and made the whole pass in the name of Caṇḍīdāsa thereby adding weight to the song. Or, it may be that when the Manjarī-cult was firmly established among the Bengali Vaiṣṇavas, some overzealous persons took up a song of Caṇḍīdāsa, and introduced invocations to Rūpa and Manjarīs in the colophons

in order to satisfy their own fancy, as also to prove that even a celebrated poet like Caṇḍidāsa (Narottama and Kṛṣṇa Dāsa not excepted) had long before adopted this practice, thereby adding weight to their own procedure. But whatever that may be, there is no denying the fact that in these cases we mark signs of manipulation, and care should be taken to find out the real author.

We shall now quote a few of such doubtful Padas of Caṇḍidāsa.

1. শুন শুন দিদি প্রেম সুধানিধি
কেমন তাহার জল।
কেমন তাহার গভীর গভীর
উপরে শেহালা দল॥
কেমন ডুবারু ডুবেছে তাহাতে
না জানি কি লাগি ডুবে।
ডুবিয়া রতন চিনিতে নারিলাম
পড়িয়া রহিলাম ভবে॥
আমি মনে করি আছে কত ভারি
না জানি কি ধন আছে।
নন্দের নন্দন কিশোরা কিশোরী
চমকি চমকি হাসে॥
সখীগণ মেলি দেয় করতালি
স্বরূপে মিশায়ে রয়।
স্বরূপ জানিয়ে রূপে মিশাইয়ে
ভাবিয়ে দেখিলে হয়॥
ভাবের ভাবনা আশ্রয় যে জনা
ডুবিয়ে রহিল সে।
আপনি তরিয়ে জগত তরায়
তাহারে তরাবে কে॥
চণ্ডীদাস বলে লাখে এক মিলে
জীবের লাগয়ে ধাক্কা।
শ্রীরূপ-করুণা যাহারে হইয়াছে
সেই সে সহজ বাক্কা॥

Song No. 782 of the Sāhitya Pariṣad Edition of Caṇḍidāsa.

We shall not be surprised if any manuscript be found wherein this song is attributed to some other poet.

2. In Ratnasāra, Calcutta University manuscript No. 1111, we have the following—

ইহা জানি চণ্ডীদাস তরনি রমন ।
গিত ছন্দে গাইলেন পিরিতি সে ধন ॥
তথাহি পদং ।

পিরিতি বলিআ তিনটী আখর
বিদিত ভুবন মাঝে ।
জাহারে পসিল সেই সে মজিল
কি তার কলঙ্ক লাজে ॥
দুহার অধর সুধারস পানে
তাহে উপজিল পি ।
নআনে ২ বান বরিখানে
তাহে উপজিল রি ।
হিআয় ২ পরস করিতে
তাহে উপজিল তি ।
এ তিন আখর অতি মনহর
ইহার তুলনা কি ॥
তাহে দুখ সুখ হয় পরতেক
সদাই সুখের পারা ।
তরনি রমন করে নিবেদন
মরিলে না জায় ছাড়া ॥

Ratnasāra by Kṛṣṇadāsa, p. 187.

In the Sāhitya Pariṣad Edition of Caṇḍīdāsa, (song No. 385), we have—

পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর
বিদিত ভুবন মাঝে ।
তাহে যে পশিল সেই সে জানিল
কি তার কুল-ভয় লাজে ॥

বেদ-বিধি পর সব অগোচর
ইহা কি জানে আনে।
রসে গর গর রসের অন্তর
সেই সে মরম জানে॥
ছুহুঁক অধর সুধারস বাণী
তাহে উপজিল পী।
হিয়ায় হিয়ায় পরশ করিতে
তাহার তুলনা কি॥
কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনি
পীরিতি রসের ভোর।
পীরিতি করিয়া ছাড়িতে নারিবে
আপনি হইবে চোর॥

This short piece, when compared with the previous one quoted from the Calcutta University manuscript No. 1111, tells an interesting tale. The first four lines are almost similar. Then in the Parişad edition we have four lines, of which there is no counterpart in the other. Similarity then again begins from ছুহার অধর, etc. We have here two lines almost similar, but then the text of the Parişad edition has been abruptly contracted. When the topic came up to the finding of the significance of the three letters composing the word পীরিতি, we cannot understand why the text should be unnecessarily contracted after dealing with the letters পী only, as has been done in the Parişad Edition. This is clear sign of manipulation and this also undoubtedly shows that the original text was somewhat like that quoted from the Ratnasāra where we have the significance of the three letters clearly set forth. But let us take up the song No. 379 of the Parişad edition of Caṇḍidāsa—

পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর
এ তিন ভুবন-সার।
এই মোর মনে হয় রাতি দিনে
ইহা বই নাহি আর।

বিহি এক চিতে ভাবিতে ভাবিতে
নিরমাণ কৈল পী।
সুধার সায়রে মথন করিয়া
তাহে উপজিল রি॥
পীরিতি-রসের সায়র মথিয়া
তাহে উপজিল তি।
সকল সুখের এ তিন আঁখর
উপমা বলিব কি॥

* * *

পীরিতি বন্ধন না যায় খণ্ডন
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥

Here—

সকল সুখের এ তিন আঁখর
উপমা বলিব কি।

is also almost similar to

এ তিন আখর অতি মনহর
ইহার তুলনা কি।

of the song quoted from the Ratnasāra, and

পীরিতি বন্ধন না যায় খণ্ডন

echoes the sense of

মরিলে না যায় ছাড়া

of the song of Ratnasāra.

It is not improbable that a song of তরণী রমণ has been thus utilised in fragments to compose more than one song attributed to Caṇḍīdāsa. We could even conjecture that তরণী রমণ utilised the materials of more than one song of Caṇḍīdāsa to compose one in his name, had we found the significance of the three letters

পীরিতি all traced in the song No. 379 quoted above. Here the contraction undoubtedly creates doubt about the authorship of Caṇḍīdāsa.

THE PADAS OF CAṆḌĪDĀSA

BY

MANINDRAMOHAN BOSE, M.A.

Reprinted from the Journal of the Department of Letters, Vol. XVI

CALCUTTA UNIVERSITY PRESS
1927

THE PADAS OF CAṆḌĪDĀSA

BY

MANINDRAMOHAN BOSE, M.A.

The Padas of Caṇḍīdāsa are the richest treasure of the Bengali literature. They are attractive for their excellence and simplicity, but the love-romance of the songs is more enjoyable. Many attempts have bee made to compile a complete collection of the Padas of Caṇḍīdāsa, and many renowned scholars set their hands to this matter, with the result that many editions of the Padāvali of Caṇḍīdāsa have been published. Even now we hear of the discovery of new songs of Caṇḍīdāsa, so, the process of addition is still going on. But the time has come to apply critical tests to the songs of this poet in order to see that a particular Pada attributed to him is really the composition of Caṇḍīdāsa, and not of some other poet. In fact, we find that some of the songs which are passing in the name of Caṇḍīdāsa are attributed to other poets in some of the manuscript works. The following two songs are typical examples of this nature :—

1. In the manuscript (No. 3436, C. U. L.) we have :—

পীরিতি বলিয়ে একটী কমল
রুপীনু হীয়ার মাঝে ।
প্রেম-পরিমল লোভিত ভ্রমর
ধায়ল আপন কাজে ॥
ভ্রমরা জানএ কমল মাধুরী
তেঁহি সে তাহার বশ ।
রসিক জানএ রসের চাতুরি
আনে কহে অপজস ॥
সুজন কুজন জে জন না জানে
তাহারে কহিব কি ।
পরাণে পরাণে জে জন মীলয়ে
তাহারে পরান দি ॥

ধরম করম লোক চরাচর
একথা বুঝিতে নারে ॥
তাহার ত্রিদএ এ তিন আখর
সেই সে বুঝিতে পারে ॥
কহে নরহরি শুনগো সুন্দরী
পীরিতি রসের সার।
পীরিতি রসের রসিক নইলে
কি ছার জীবন তার ॥

In the Sāhitya Pariṣad Edition of Caṇḍīdāsa we have :—

পীরিতি বলিয়া একটী কমল
রসের সায়র মাঝে।
প্রেম-পরিমল লুবধ ভ্রমর
ধাওল আপন কাজে ॥
ভ্রমর জানয়ে কমল-মাধুরী
তেঁই সে তাহার বশ।
রসিক জানয়ে রসের চাতুরী
আনে করে অপযশ ॥

সই, একথা বুঝিবে কে।
যে জন জানয়ে সে যদি না কহে
কেমনে ধরিব দে ॥
ধরম করম লোক চরচাতে
এ কথা বুঝিতে নারে।
এ তিন আঁখর যাহার মরমে
সেই সে বুঝিতে পারে ॥
কহে চণ্ডীদাস শুন হে নাগরি
পীরিতি রসের সার।
পীরিতি রসের রসিক নহিলে
কি ছার জীবন তার ॥

p. 148.

These two Padas are almost similar, with the exception of a few lines in the middle part where we have in the manuscript :—

সুজন কুজন — যে জন না জানে
তাহারে কহিব কি।
পরাণে পরাণে — যে জন মীলয়ে
তাহারে পরাণ দি॥

But in the Pariṣad Edition, we have :—

সই, এ কথা বুঝিবে কে।
যে জন জানয়ে — সে যদি না কহে
কেমনে ধরিব সে॥

2. In the manuscript (No. 3436, C. U. L.) we have :—

সহজ বুঝিবে কে।
তিমির আঁধার — হইয়াছে পার
সহজে পসেচে সে॥
চান্দের কাছেতে — অবলা যে আছে
সেই সে রসেরি সার।
বিসেতে অমৃতে — একত্রে মিলন
কে বুঝে মরম তার॥
বাহিরে তাহার — একটী দুয়ার
ভিতরে তিনটী আছে।
চোতুর হইয়ে — দুইটী ছাড়িয়ে
থাকিবে একেরি কাছে॥
যেন আম্র ফল — ভিতর বাহির
কুসি ছাল তার কসা।
তার আস্বাদন — জানএ যে জন
করএ তাহার আসা॥
সহজ জানিতে — সাদ করে চিতে
সহজে সহজ বস্তু।
আপনা বুঝিএ — সুজন দেখিয়ে
পীরিতি করিবে দড়॥

কৃষ্ণদাস বলে লাখে এক মীলে
ঘুচায় মনেরি ধান্ধা ।
শ্রীরূপ কৃপাতে ইহা পাবে হাথে
সহজে মন রাখ বান্ধা ॥

We have also parts of the same Pada in the Svarūpa Kalpataru said to have been written by Narottama Dāsa (*vide* Calcutta University manuscript No. 2520).

তিমির আধারে আছে জেই জন
সহজে পেয়েচে সে ॥
চাদের কাছে অবলা আছে
সেই সে পিরিতি সার ।
বিসেতে অমৃতে একত্র মিলন
কে জানে মহিমা তার ॥
ভিতরে তাহার তিনটী দুয়ার
বাহিরে সে কাম হয় ।
চতুর হইয়া দুইকে ছাড়িয়া
একের কাছেতে রয় ॥
জেন আম্র ফল ভিতর বাহির
কুসি ছাল তায়।কসা ।
তার আস্বাদন জানে জেই জন
করহ তাহার আসা ॥
কৃষ্ণদাস বলে লাখে এক মিলে
ঘুচাই মোনের ধান্ধা ।

p. 17.

There is no difficulty to understand that these two padas are almost similar, but in the Sāhitya Pariṣad Edition of Caṇḍīdāsa we have :—

সহজ সহজ সহজ কহয়ে
সহজ জানিবে কে ।
তিমির অন্ধকার যে হইয়াছে পার
সহজ জেনেছে সে ॥

চাঁদের কাছে   অবলা আছে
    সেই সে পীরিতি সার।
বিষে অমৃততে   মিলন একত্রে
    কে বুঝিবে মরম তার॥
বাহিরে তাহার   একটি দুয়ার
    ভিতরে তিনটী আছে।
চতুর হইয়া   দুইকে ছাড়িয়া
    থাকিবে একের কাছে॥
যেন আম্রফল   অতি সে রসাল
    বাহিরে কুশী ছাল কষা।
ইহার আস্বাদন   বুঝে যেই জন
    করহ তাহার আশা॥
অভাগিয়া কাকে   স্বাদু নাহি জানে
    মজয়ে নিম্বের ফলে।
রসিক কোকিলা   জ্ঞানের প্রভাবে
    মজয়ে চূত-মুকুলে॥
নবীন মদন   আছে একজন
    গোকুলে তাহার থানা।
কামবীজ সহ   ব্রজ-বধূগণ
    করে তার উপাসনা॥
সহজ কথাটি   মনে করি রাখ
    শুনলো রজক-ঝি।
বাশুলী-আদেশে   জানিবে বিশেষে
    আমি আর বলিব কি॥
রূপ-করুণাতে   পারিবে মিলিতে
    ঘুচিবে মনের ধান্দা।
কহে চণ্ডীদাস   পুরিবেক আশ
    তবে ত খাইবে সুধা॥

p. 340.

It will thus be evident that there is some difficulty in the identification of the real author of some of the Padas. But there

is perhaps a critical test which can help us a great deal in this direction. It appears that the practice of putting oneself as the follower of some Manjarī (Sakhī of Rādhā) in the colophon is comparatively modern. Let us take up a few famous Vaiṣṇava writers :—

1. (*a*) Caṇḍīdāsa was the worshipper of Vāśulī, and hence he often puts himself in the colophon as the follower of that goddess, as :—

In the Padas :—

কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে
হেরিয়ে নখের কোণে ।
জনম সফলে বিহি আনি দিল
এমন কোন না জনে ॥

Pariṣad Edition, p. 15.

চণ্ডীদাসে কয় বাশুলী কৃপায়
আর নিবেদিব কায় ।

Ibid, p. 151.

চণ্ডীদাসের মন বাশুলী চরণ
উপদেশ রজকী নারী ।

Ibid, p. 152.

Or, (*b*) sometimes as Dvija Caṇḍīdāsa :—

দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে পীরিতি এমতি ।
যার যত আশা তার ততই পীরিতি ॥

Ibid, p. 97.

Or, (*c*) sometimes as Baḍu Caṇḍīdāsa (বড়ু চণ্ডীদাস) :—

ধৈরয নাহিক তায় ।
বড়ু চণ্ডীদাস গায় ॥

Ibid, p. 38.

Or, (*d*) sometimes he puts his name in the colophon with some characteristic remark peculiar to him about the subject treated in the Padas :—

চণ্ডীদাস কহে　　　রাখি কুলশীল
পূরাহ মনের সাধা ॥

Ibid, p. 38.

কহে চণ্ডীদাস　　　শুন রসময়
এত কি দানের লেখা ।
এ ঘাটে তরুণী　　　গোপের রমণী
আর কি পাইবে দেখা ॥

Ibid, p. 66.

কহে চণ্ডীদাসে বড় অপরূপ বাণী ।
চূড়া বাঁধি মুরলী শিখয়ে বিনোদিনী ॥

Ibid, p. 208.

In the Srīkṛṣṇa Kīrtana, the author puts himself as Baḍu Caṇḍīdāsa, a follower of Vāsalī :—

বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ।

Pariṣad Edition, p. 264.

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ।

Ibid, p. 265.

বাসলী-চরণ　　　শিরে বন্দিঞা
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥

Ibid, p. 80.

2. Vidyāpati also has his own way of putting himself in the colophon. Sometimes he does this with some appropriate remarks about the subject treated in the Padas, or sometimes he praises Śiva Siṁha, Rūp Nārāyaṇa, and Lakhimā :—

ভনই বিদ্যাপতি গাবে ।
বড় পুনে গুনমতি পুনমত পাবে ।

Pariṣad Edition, p. 11.

ভনই বিদ্যাপতি ন বোল সন্দেহা।
সুপুরুস বচন পসানক রেহা॥

Ibid, p. 315.

ভনই বিদ্যাপতি শুন বর নাগর
সবহু হোয়ত পরকার।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
লখিমা-কন্ত উদার॥

Ibid, p. 75.

ভনই বিদ্যাপতি অরে বর যৌবতি
এহু পরতথ পঁচবানে।
রাজা শিব সিংহ রূপনারায়ণ
লখিমা দেবি রমানে॥

Ibid, p. 367.

3. Narottama generally puts himself as the disciple of Lokanātha Dāsa :—

লোকনাথ প্রভুর পদ হৃদয়ে বিলাস।
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস॥

Premabhakti Candrikā.

শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু অধম জনার বন্ধু
লোকনাথ লোকের জীবন।
হা হা! প্রভু! কর দয়া দেহ মোরে পদছায়া
নরোত্তম লইল শরণ॥

Prārthanā (4).

Or, sometimes he praises some other Vaiṣṇava worthies :—

রূপ রঘুনাথ পদে রহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস॥

Ibid (1).

দয়া কর আচার্য্য প্রভু শ্রীশ্রীনিবাস।
রামচন্দ্র সঙ্গ মাঁগে নরোত্তম দাস॥

Ibid (14).

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-প্রভু-দাস অনুদাস।
নরোত্তমদাস করে এই অভিলাষ॥

Ibid (27).

4. Vāsudeva Ghoṣa thus puts himself :—

বাসুদেব ঘোষ কহে মনে করি আশা।
গৌরপদ-দ্বন্দ্ব মনে করিয়া ভরসা॥

Padāvalī (1).

বাসুদেব ঘোষে বলে, ধর ধর কর কোলে,
গোরা মোর পরাণের পরাণী॥

Ibid (6).

কুসুম জিনিয়া অঙ্গ গন্ধ মনোহরা।
বাসু কহে কি দিয়া গড়িল বিধি গোরা॥

Ibid (7).

ধৈরয না থাকে মোর মনে।
বাসুদেব ঘোষ রস জানে॥

Ibid (20).

বাসুদেব ঘোষে কয় মনের হরিষে।
কত নিদ্রা যাও গোরা প্রেমের আলসে॥

Ibid (44).

গোরা বিনু প্রাণ রহে এই বড় লাজ।
বাসু কহে কেনে মুণ্ডে না পড়িল বাজ॥

Ibid (10).

5. Govinda Dāsa generally puts himself with some remark about the subject-matter of the Pada, peculiar to him :—

গোবিন্দ দাস কহে উঠি চলু সুন্দরী,
বিঘটন কানুক পীরিতি।

Ekānna Pada (3).

রজনী গোহায়ল গুরুজন জাগল
গোবিন্দদাস বলি যাই।

Ibid (5).

কত কত উপজল রস পরসঙ্গ।
গোবিন্দদাস তহি দেখত কত রঙ্গ ॥

Ibid (28).

গোবিন্দ দাসিয়া কয় চরণেতে ধরি।
এখনি আনিয়া দিব তোমার প্রাণহরি ॥

Padāvalī (323).

গোবিন্দদাস কহ এতহু না জানহ
কুবুজা অব নব রাণী। "

Ibid (358).

6. Vṛndāvana Dāsa, the reputed author of the Caitanya Bhāgavat, scrupulously makes use of the following formula :—

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান ॥

This is invariably found at the end of every chapter of his book.

7. Locana Dāsa, in his Caitanya Mangala, generally speaks of his Guru Narahari :—

ঠাকুর শ্রীনরহরি দাস প্রাণ অধিকারী
যাঁর পদপ্রতি আশে আশ।
অধমেহ সাধ করে, গোরাগুণ গাহিবারে
সে ভরসা এ লোচন দাস।

p. 2.

আমার ঠাকুর প্রভু নরহরি দাস।
প্রণতি বিনতি করোঁ পুর' মোর আশ ॥

p. 3.

শ্রীনরহরি দাস পদ করি আশ
লোচনদাস গুণগায় ॥

p. 37.

8. Jayānanda thus puts himself :—

চিন্তিয়া চৈতন্য গদাধর-পদদ্বন্দ্ব ।
আদিখণ্ড জয়ানন্দ করিল প্রবন্ধ ॥

Caitanya Mangala, p. 5.

চিন্তিয়া চৈতন্য-গদাধর-পদদ্বন্দ্ব ।
বিশ্বরূপ-সন্ন্যাস গাইল জয়ানন্দ ॥

Ibid, p. 21.

চিন্তিয়া চৈতন্য গদাধর পদদ্বন্দ্ব ।
আনন্দে উত্তরখণ্ড গাএ জয়ানন্দ ॥

Ibid, p. 152.

9. Jadunandana Dāsa in his Karṇānanda speaks of Hemalatā, the daughter of Śrīnivāsa Ācāryya :—

শ্রীআচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীল হেমলতা ।
প্রেমকল্পবল্লী কিবা নিরমল ধাতা ॥
সে দুই চরণ-পদ্ম হৃদয়ে বিলাস ।
কর্ণানন্দ-রস কহে যদুনন্দন দাস ॥

We have thus dealt with some of the principal Vaiṣṇava poets. By way of further verification let us now take up some other Vaiṣṇava poets, as also the other works of some of the poets we have treated above.

1. Kṛṣṇa Dāsa translated in Bengali the Camatkāra Candrikā, a Sanskrit work written by Viśvanāth Chakravarty, who was living about 1662 Saka. He thus puts himself in this book :—

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ পদে করি আশ ।
প্রথম কুতূহল লীলা কহে কৃষ্ণদাস ॥

Note. This Kṛṣṇa Dāsa is not the celebrated author of the Caritāmṛta, who flourished about a century before.

2. In the Rasakalpa Latikā, Locana Dāsa thus puts himself in the colophon :—

শ্রীনরহরি পাদ-পদ্ম করি মনে আশ ।
রসকল্প-লতিকা কহে লোচন দাস ॥ p. 4.

3. In the Upāsanā Paṭala by Narottama Dāsa, the author thus puts himself :—

বৈষ্ণব গোসাঞি কর ক্রিপা নিরক্ষণ ।
বিকাইনু তব পায় দেহ প্রেম ধন ॥
রামচন্দ্র কবিরাজ মোর মোক্ষর্গাস ।
উপাসনা তত্ত্ব কহে নরোত্তম দাস ॥

This we quote from the Calcutta University manuscript No. 557. written about the year 1069 B.S.

4. In the Upāsanā Tattva which is spoken of as the tenth chapter of Guru-Śiṣya Saṁvāda written by Narottama Dāsa, the author thus puts himself in the colophon :—

শ্রীলোকনাথ ঠাকুর চরণ স্মরণ অভিলাষ ।
গুরুশিষ্য সম্বাদ কহেন নরোত্তম দাস ॥

Note. This we quote from the Calcutta University manuscript No. 558 written on the 13th Vaiśākh of 1069 B.S.

5. In a work named Svarūpa Varṇana, we have the following :—

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে তার আশ ।
স্বরূপবর্ণন কিছু কহে কৃষ্ণ দাস ॥

The mention of Rūpa and Raghunāth in the colophon seems to indicate that the writer may be the author of the celebrated Caitanya Caritāmṛta. But this is far from being the case. We have the following lines in the same work—

গোপালভট্টের শিষ্য আচার্য্য শ্রীনিবাস ।
তার সঙ্গে রহে সদা বৃন্দাবন দাস ॥

লোকনাথ গোস্বামির শিষ্য কহি তার নাম।
ঠাকুর শ্রীনরোত্তম অতি অনুপাম ॥ etc.

This shows that the book was written after Śrīnivāsa and Narottama acquired fame in Bengal. The respectful manner in which these two Vaiṣṇava worthies are mentioned in the poem shows that this could not have been done by the author of the Caritāmṛta. We quote the above from the Calcutta University manuscript No. 559, dated 1071 B.S.

6. In another work Narottama thus puts himself :—

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত চরণ।
দন্তে তৃণ করি মাগোঁ সেহ সুচরণ ॥
তোমা সভার পদ রজ চিতে অভিলাষ।
উপাসনা-পটল কহে শ্রীনরোত্তম দাস ॥

Note :—This work is dated 1087 B.S. We quote this from the Calcutta University manuscript No. 563.

7. In the Dipakojjvala Grantha by Baṁśī Dāsa, the author thus puts himself :—

শ্রীগুরু পাদ পদ্মে সদা যার আশ।
পঞ্চম অধ্যায় কথা কহে বংশিদাস ॥

Note.—We quote this from the Calcutta University manuscript No. 564.

8. In the Rādhārasa Kārikā dated 1081 B.S., Narottama puts himself as :—

শ্রীলোকনাথ গোস্বামির পাদ পদ্ম করি আশ।
রাধা-রস-কারিকা কহে শ্রীনরোত্তম দাস ॥

9. And in the Pada Kalpataru we have a host of other poets expressing themselves in similar manner :—

নিরমল গৌর প্রেমরস সিঞ্চনে
পূরল সব মন আশ।
সো চরণাম্বুজে রতি নাহি হোয়ল
রোয়ত বৈষ্ণব দাস ॥ p. 1. (Pariṣad Edition(

যো রসে ভাসি অবশ মহিমণ্ডল
গোবিন্দ দাস তহিঁ পরশ না ভেলি ॥ p. 3.
কহে বৃন্দাবন অদ্বৈত চরণ
হিয়ার মাঝারে ধরি ॥ p. 5.
জয় জয় গৌর অভিন্ন কলেবর।
ফুকরই কাতর দাস মনোহর ॥ p. 5.
আপন করম দোষে ভেল বঞ্চিত
ছুরমতি বৈষ্ণবদাস ॥ p. 6.
চণ্ডীদাস পদে যার রতি নেই
পিরিতি মরম জানে।
পিরিতি বিহীন জনে ধিক্ রহ
দাস নরহরি ভণে। p. 12.
জ্ঞান দাস কহে বুঝল অসঙ্কে। p. 61.
কহে রাধামোহন প্রেম-তরঙ্গ ॥ p. 63.

We have here given a sufficiently long list of the Vaiṣṇava authors, but with none of them we find it customary to express himself as the follower of a Manjarī or Sakhī of Rādhā in the colophon of a Pada. We have already observed that the earlier Vaiṣṇava poets usually made some characteristic remarks, peculiar to them, about the subjects treated in the Padas, or owned themselves as the disciples of their Gurus in the colophons. They had gone thus far, but no further, in this respect.

There is another important point to be noted here. There is a tendency among the Bengali Vaiṣṇavas to proclaim Caitanya as an incarnation of Kṛṣṇa. Rāma and his brothers are said to be Viṣṇu incarnated in four parts, and Lakṣmī born in the form of Sītā. In the Mahābhārata, Kṛṣṇa is Viṣṇu, Judhiṣṭhira is Dharma, Arjuna is Indra, Bhīma is Pavana and so on with other personages. It is also believed that when God incarnates Himself, His associates in heaven are also born as His associates on earth. Working on this principle the Bengali Vaiṣṇavas have identified Caitanya and his companions with Kṛṣṇa and his associates in the Dvāpara Age. Thus, Caitanya is Kṛṣṇa, and his wife is Lakṣmī, the consort of Viṣṇu in Heaven. Advaita is Mahādeva, who with Viṣṇu

and Brahmā form the Hindu Trinity. Nityānanda is Balarāma, the elder brother of Kṛṣṇa in the Dvāpara age. Other Vaiṣṇava worthies have also been identified in a similar manner. Thus—

Abhirāma Ṭhākur	is	Śrīdāma
Sundarānanda	,,	Sudāma
Dhananjaya Pandit	,,	Vasudāma
Gourīdās Pandit	,,	Subala
Kamalākara Pipalai	,,	Mahābala
Uddhāran Datta	,,	Subāhu
Moheśa Pandit	,,	Mahābāhu
Puruṣottama Dāsa	,,	Stoka Kṛṣṇa
Parameśvara Dāsa	,,	Arjuna
Kālā Kṛṣṇa Dāsa	,,	Labanga
Śrīdhara Pandit	,,	Madhumangala
Halāudha Thākur	,,	Bala Deva
etc. etc.		

(From Gauragaṇoddeśadīpikā, Ślokas 126-135.)

And a host of other worthies have been similarly identified. The list is too numerous to be mentioned here. But it is to be noted that in this identification not a single Vaiṣṇava has been identified with a Sakhī or any female companion of Rādhā and Kṛṣṇa. There is also a tendency to identify some of the Vaiṣṇavas with the Sakhīs of Rādhā. Thus—

Gadādhara Pandit	is	Rādhā
Rūpa Goswāmī	,,	Lalitā
Rai Rāmānanda	,,	Bisākhā
Śivānanda	,,	Sucitrā
Rāmānanda	,,	Campakalatā
Govinda Ghose	,,	Ranga Devī
Vāsu Ghose	,,	Sudevī
Mādhava Ghose	,,	Tungā
Govindānanda	,,	Indurekhā

(From Caitanya Saṁgītā, p. 25.)

Kṛṣṇa Dāsa Kavirāj	is	Ratnarekhā
Ciranjīva Sen	,,	Rupakanṭhī
Sadāśiva Kavirāj	,,	Candrāvalī

(Father of
Purusottama
Thākur = Stoka Sakhā)
Kangsāri Sen is Ratṇāvali
(Father of Sadāsiva)
(Taken from Gaurānga Sevaka Patrikā.)

Even the Manjarīs have been similarly identified—

সৌভাগ্য মঞ্জরি নাম দাস গদাধর।
* * *
শ্রীরূপ মঞ্জরি হয় শ্রীরূপ গোসাঞি।
And লবঙ্গ মঞ্জরি হয় গোসাঞি সনাতন।
রতি মঞ্জরি হয় রঘুনাথ দাস।
অনঙ্গ মঞ্জরি হয় গোপাল ভট্ট।
রস মঞ্জরি হয় রঘুনাথ ভট্ট।
আনন্দ মঞ্জরি হয় লোকনাথ।
বিলাস মঞ্জরি হয় জীব গোস্বামী।
কস্তুরি মঞ্জরি হয় কৃষ্ণদাস কবিরাজ।
etc., etc.

(From Rāgamālā by Narottama
Dāsa, Calcutta University
manuscript No. 565, pp. 5-6.)

We here find three grades of identification. In the first grade the male mates of Kṛṣṇa are identified with the companions of Caitanya. In the second grade the Sakhīs or chief companions of Rādhā are identified with some of the Vaiṣṇavas. In the third grade, the Manjarīs or the companions of the chief Sakhīs are also identified with some of the notable Vaiṣṇavas. A further long list can also be supplemented.

Let us now see what lies at the root of bringing these Sakhīs and Manjarīs into such prominence.

In the Caitanya Caritāmṛta (2-8-110) we have—

প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী॥

And মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহ রূপ॥

This shows that Rādhā is the personification of the purest divine emotion and her Sakhīs are the metaphorical representations of the finer elements of that emotion. This is a characteristic feature of the Vaiṣṇava theology which is too well-known to require any further elucidation. Even Kṛṣṇa is said to have incarnated himself as Caitanya Deva in order to taste this love of Rādhā. (Caitanya Caritāmṛta, 1-1-6). Now, this divine love is of two kinds—Mukhya and Gauṇa. The former is further subdivided into five finer emotions, called Śānta, Patrī, Preya, Vātsalya and Madhura; and the latter into seven finer emotions, such as, Hāsya, Adbhuta, Vīra, Karuṇa, Raudra, Bhayānaka and Vibhatsa. Even these finer emotions are said to be tinged each with a particular colour of its own, such as, Śveta (white), Chitra, Aruṇa (orange), Śoṇa (Blood-red), Śyāma (green), Pāndura (straw-colour), Pingala (yellow), Gaura (indigo), Dhumra (ash-like), Rakta (red), Kāla (black) and Nīla (blue). (Bhaktirasāmṛta, South, 5164-7)

These twelve finer emotions at once remind us of the twelve Sakhīs of Rādhā. Many writers have even ascribed a particular colour to a Manjarī, such as—

শ্রীললিতাজিউ গোরচনা বর্ণ…।
শ্রীবিশাখাজিউ বিদ্যুত বর্ণ…
শ্রীচিত্রাজিউ কুঙ্কুম বর্ণ…।
শ্রীচম্পকলতা জিউ চম্পকবর্ণ…।
শ্রীশ্রীতুঙ্গবিদ্যা জিউ চন্দনমিশ্রিত কুঙ্কুম বর্ণ…।
শ্রীইন্দুরেখা জিউ হরিতালবর্ণ…।
ইত্যাদি

(From Guṇātmikā, C. U. Manuscript No. 560.)

Then about the Manjaris. The conception is that each Sakhī has a number of female companions who are designated as Manjarīs. They have received due attention from the Vaiṣṇava poets. Not only the colour of the body and of the wearing cloth (Sārī) of each has been ascertained, but the age even in years, months and days has been fixed.

Let us now see how these Manjarīs came to be associated with the names of the poets in the colophons.

From the fact that in the post-Caitanya Vaiṣṇava literature special importance is attached to Kṛṣṇa's adopting the emotions of Rādhā in the form of Caitanya Deva for tasting divine love, the idea that each devotee should similarly adopt a particular emotion for spiritual culture, captivated the imagination of the Bengali Vaiṣṇavas. Even Kṛṣṇa Dāsa Kavirāj in his Caitanya Caritamṛta writes as follows :—

এবে এক সখীগণের ইহা অধিকার ।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥
সখী বিনু এই লীলা পুষ্টি নাহি হয় ।
And সখী বিনু এই লীলায় নাহি অন্যের গতি ॥

2-81138-139.

Also সেই গোপী-ভাবামৃতে যার লোভ হয় ।
বেদ ধর্ম্ম সর্ব্ব তেজি সেই কৃষ্ণেরে ভজয় ॥

2-8-149.

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার ।
রাত্রিদিনে চিন্ত রাধাকৃষ্ণের বিহার ॥

2-8-155.

This idea has been variously elaborated by the Vaiṣṇava writers of later age, and the Manjarīs or Sakhīs of Rādhā have risen to paramount importance in the Vaiṣṇava theology. When the matter came to such a pass, it is no wonder that each Vaiṣṇava should declare himself a follower of a Sakhī, and the poets should associate themselves with the Manjarīs in the colophon.

From the manuscripts that we have been able to consult, we find that the book in which there is a colophon wherein the poet associates himself with a Manjarī, is comparatively modern.

In a manuscript named Dehanirṇaya, being the Calcutta University manuscript No. 613, we have the following in the colophon—

কোস্তরি মুঞ্জরি পাদপদ্ম করি ধ্যান ।
সংক্ষেপে কহিল এই দেহের আক্ষান ॥

The manuscript is dated 1259 B. S.

In another manuscript we have—

শ্রীগুণ মঞ্জরি গুণের নিছারি স্মরণ ভূষণ যে ॥
অনুগত বিনে এ সকল কথা কারে না কহিবে ভাই ।
নরোত্তম কহে পরম জানিলে তাহারে কহিতে চাই ॥

This is from a manuscript named Deha Tattva dated 1217 B. S.

In another manuscript we find—

রসবতি রাতুল চরণ করি আশ ।
শ্রীরস উজ্জ্বল কহে জগন্নাথ দাস ।

This is from the Calcutta University manuscript No. 598 dated 1219 B. S.

Again—

রসশূন্য মূর্খ রসিক দাস মূঢ়মতি ।
শ্রীরূপানুগ্রহে কহে রতি-বিলাস-পদ্ধতি ॥

From the Calcutta University manuscript No. 586 dated 1188 B. S.

Naturally it creates doubt in our mind that the books wherein we have Manjarīs in the colophons were most probably written at a time not very far off. This can help us to ascertain the real author of a Pada in case of difficulty or doubt. When we have a colophon like this—

অনঙ্গ মঞ্জরি পাদপদ্ম করি আশ ।
স্বরূপ-কল্পতরু কহে নরোত্তম দাস ॥

(From the Calcutta University manuscript No. 2520),

we doubt, though the manuscript is not dated, that it is the work of the celebrated Narottama Dāsa. It is not improbable that some other Narottama might have written the book.

In another manuscript No. 3098 we have—

শ্রীরূপ মঞ্জরি পাদপদ্ম করি আশ ।
চমৎকার চন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস ॥

Now, in the three manuscripts (*i.e.*, Deha Tattva noted above, and Nos. 2520, 3098), we have three Manjarīs, *i.e.*, Guṇa Manjarī,

10

Anaṅga Manjarī and Rūpa Manjarī, mentioned as the spiritual guides of Narottama. It is generally seen that a poet strictly adheres to one Manjarī. When we find three of them revered by the same person we think that there is something unusual in it. It is therefore doubtful that these books were written by the same person.

Let us now turn to the Padas of Caṇḍīdāsa. In the second Pada (about তিমির আকার, etc.) that we have quoted towards the beginning of this discussion, we find that in two manuscripts the Pada is said to have been composed by one Kṛṣṇa Dāsa, but in the Sāhitya Pariṣad Edition of Caṇḍīdāsa, it is attributed to Caṇḍīdāsa. This naturally creates doubts in the mind as to the real authorship of the same. But the last line of the first version is this—

শ্রীরূপ কৃপাতে ইহা পাবে হাথে
সহজে মন রাখ বাঙ্কা।

In the second version quoted from the manuscript, we have the last lines omitted. But by carefully observing the text, it is not difficult to conjecture that the last two lines, as quoted above, were also in that version, which were accidentally omitted, thus leaving the couplet incomplete. In the Sāhitya Pariṣad edition we have—

রূপ করুণাতে পারিবে মিলিতে
ঘুচিবে মনের ধাঙ্কা।
কহে চণ্ডীদাস পুরিবেক আশ
তবে ত খাইবে সুধা॥

Here also the reference to Rūpa is quite clear. Now, what is the significance of this Rūpa? If it refers to Rūpa Goswāmī, we must say that it is a forgery, for Caṇḍīdāsa lived a long time before that Vaiṣṇava saint. But if it refers to শ্রীরূপ মঞ্জরী, it is also to be admitted that Caṇḍīdāsa is not the real author of the song, for nowhere is he accustomed to associate himself with Rūpa Manjarī in the colophon, as we have pointed out before. We have shown that such practice is comparatively modern, and can, therefore, say that the song was composed by some poet of later time, be he Kṛṣṇa Dāsa or whoever he may be, and that the song was wrongly

attributed to Caṇḍīdāsa. The rhyming of the last four lines is very peculiar. There we find ধান্ধা rhyming with সুধা, which is unsatisfactory. There is a clear sign of manipulation in the last four lines, as the following comparison will also show—

কৃষ্ণদাস বলে　　　সাথে এক মীলে
ঘুচায় মনেরি ধান্ধা ।
শ্রীরূপ কৃপাতে　　　ইহা পাবে সাথে
সহজে মন রাখ বান্ধা ॥

Manuscript Version.

Versus

রূপ করুণাতে　　　পারিবে মিলিতে
ঘুচিবে মনের ধান্ধা ।
কহে চণ্ডীদাস　　　পুরিবেক আশ
তবে ত খাইবে সুধা ॥

Sāhitya Pariṣad Edition.

The first part of the second line from the end (of the manuscript version) has been grafted to the last part (সাথে এক মিলে) of the fourth line from the end, while the third line from the end has been kept practically unchanged, and thus the 4th and 3rd line from the end of the Pariṣad version have been composed. The defective rhyming is due to the incapability of the manipulator. We can thus apply a critical test to the Padas of Caṇḍīdāsa. The songs, wherein we find a reference to Rūpa, or any Manjarī in the colophon, were most probably not written by Caṇḍīdāsa, but were attributed to him in later time. One may conjecture that some original lines well-known to the public were preserved intact, but the interpolater introduced some propaganda by a few lines of his own, and made the whole pass in the name of Caṇḍīdāsa thereby adding weight to the song. Or, it may be that when the Manjarī-cult was firmly established among the Bengali Vaiṣṇavas, some overzealous persons took up a song of Caṇḍīdāsa, and introduced invocations to Rūpa and Manjarīs in the colophons

in order to satisfy their own fancy, as also to prove that even a celebrated poet like Caṇḍīdāsa (Narottama and Kṛṣṇa Dāsa not excepted) had long before adopted this practice, thereby adding weight to their own procedure. But whatever that may be, there is no denying the fact that in these cases we mark signs of manipulation, and care should be taken to find out the real author.

We shall now quote a few of such doubtful Padas of Caṇḍīdāsa.

1. শুন শুন দিদি প্রেম সুধানিধি
কেমন তাহার জল।
কেমন তাহার গম্ভীর গম্ভীর
উপরে শেহালা দল॥
কেমন ডুবারু ডুবেছে তাহাতে
না জানি কি লাগি ডুবে।
ডুবিয়া রতন চিনিতে নারিলাম
পড়িয়া রহিলাম ভবে॥
আমি মনে করি আছে কত ভারি
না জানি কি ধন আছে।
নন্দের নন্দন কিশোরা কিশোরী
চমকি চমকি হাসে॥
সখীগণ মেলি দেয় করতালি
স্বরূপে মিশায়ে রয়।
স্বরূপ জানিয়ে রূপে মিশাইয়ে
ভাবিয়ে দেখিলে হয়॥
ভাবের ভাবনা আশ্রয় যে জনা
ডুবিয়ে রহিল সে।
আপনি তরিয়ে জগত তরায়
তাহারে তরাবে কে॥
চণ্ডীদাস বলে লাখে এক মিলে
জীবের লাগয়ে ধান্ধা।
শ্রীরূপ-করুণা যাহারে হইয়াছে
সেই সে সহজ বান্ধা॥

Song No. 782 of the Sāhitya Pariṣad Edition of Caṇḍīdāsa.

We shall not be surprised if any manuscript be found wherein this song is attributed to some other poet.

2. In Ratnasāra, Calcutta University manuscript No. 1111, we have the following—

ইহা জানি চণ্ডীদাস তরনি রমন।
গিত ছন্দে গাইলেন পিরিতি সে ধন॥
তথাহি পদং।

পিরিতি বলিআ তিনটী আখর
বিদিত ভুবন মাঝে।
জাহারে পসিল সেই সে মজিল
কি তার কলঙ্ক লাজে॥
দুহার অধর সুধারস পানে
তাহে উপজিল পি।
নআনে ২ বান বরিখানে
তাহে উপজিল রি।
হিআয় ২ পরস করিতে
তাহে উপজিল তি।
এ তিন আখর অতি মনহর
ইহার তুলনা কি॥
তাহে দুখ সুখ হয় পরতেক
সদাই সুখের পারা।
তরনি রমন করে নিবেদন
মরিলে না জায় ছাড়া॥

Ratnasāra by Kṛṣṇadāsa, p. 187.

In the Sāhitya Pariṣad Edition of Caṇḍīdāsa, (song No. 385), we have—

পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর
বিদিত ভুবন মাঝে।
তাহে যে পশিল সেই সে জানিল
কি তার কুল-ভয় লাজে॥

বেদ-বিধি পর সব অগোচর
ইহা কি জানে আনে।
রসে পর পর রসের অন্তর
সেই সে মরম জানে॥
দুহুঁক অধর সুধারস বাণী
তাকে উপজিল পী।
হিয়ায় হিয়ায় পরশ করিতে
তাহার তুলনা কি॥
কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনি
পীরিতি রসের ভোর।
পীরিতি করিয়া ছাড়িতে নারিবে
আপনি হইবে চোর॥

This short piece, when compared with the previous one quoted from the Calcutta University manuscript No. 1111, tells an interesting tale. The first four lines are almost similar. Then in the Pariṣad edition we have four lines, of which there is no counterpart in the other. Similarity then again begins from দুহুঁর অধর, etc. We have here two lines almost similar, but then the text of the Pariṣad edition has been abruptly contracted. When the topic came up to the finding of the significance of the three letters composing the word পীরিতি, we cannot understand why the text should be unnecessarily contracted after dealing with the letters পী only, as has been done in the Pariṣad Edition. This is clear sign of manipulation and this also undoubtedly shows that the original text was somewhat like that quoted from the Ratnasāra where we have the significance of the three letters clearly set forth. But let us take up the song No. 379 of the Pariṣad edition of Caṇḍīdāsa—

পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর
এ তিন ভুবন-সার।
এই মোর মনে হয় রাতি দিনে
ইহা বই নাহি আর।

বিহি এক চিতে ভাবিতে ভাবিতে
নিরমাণ কৈল পী।
সুধার সায়রে মথন করিয়া
তাহে উপজিল রি॥
পীরিতি-রসের সায়র মথিয়া
তাহে উপজিল তি।
সকল সুখের এ তিন আঁখর
উপমা বলিব কি॥

* * *

পীরিতি বন্ধন না যায় খণ্ডন
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥

Here—

সকল সুখের এ তিন আঁখর
উপমা বলিব কি।

is also almost similar to

এ তিন আখর অতি মনহর
ইহার তুলনা কি।

of the song quoted from the Ratnasāra, and

পীরিতি বন্ধন না যায় খণ্ডন

echoes the sense of

মরিলে না যায় ছাড়া

of the song of Ratnasāra.

It is not improbable that a song of তরণী রমণ has been thus utilised in fragments to compose more than one song attributed to Caṇḍidāsa. We could even conjecture that তরণী রমণ utilised the materials of more than one song of Caṇḍidāsa to compose one in his name, had we found the significance of the three letters

পীরিতি all traced in the song No. 379 quoted above. Here the contraction undoubtedly creates doubt about the authorship of Caṇḍīdāsa.

THE PADAS OF CAṆḌĪDĀSA

BY

MANINDRAMOHAN BOSE, M.A.

Reprinted from the Journal of the Department of Letters,
Vol. XVI

CALCUTTA UNIVERSITY PRESS
1927

THE PADAS OF CAṆḌĪDĀSA

BY

MANINDRAMOHAN BOSE, M.A.

The Padas of Caṇḍīdasa are the richest treasure of the Bengali literature. They are attractive for their excellence and simplicity, but the love-romance of the songs is more enjoyable. Many attempts have bee made to compile a complete collection of the Padas of Caṇḍīdāsa, and many renowned scholars set their hands to this matter, with the result that many editions of the Padāvalī of Caṇḍīdāsa have been published. Even now we hear of the discovery of new songs of Caṇḍīdāsa, so, the process of addition is still going on But the time has come to apply critical tests to the songs of this poet in order to see that a particular Pada attributed to him is really the composition of Caṇḍīdāsa, and not of some other poet. In fact, we find that some of the songs which are passing in the name of Caṇḍīdāsa are attributed to other poets in some of the manuscript works. The following two songs are typical examples of this nature :—

1. In the manuscript (No. 3436, C. U. L.) we have :—

পীরিতি বলিয়ে একটী কমল
রূপীয় হীরার মাঝে ।
প্রেম-পরিমল লোভিত ভ্রমর
ধায়ল আপন কাজে ॥
ভ্রমরা জানএ কমল মাধুরী
তেহি সে তাহার বশ ।
রসিক জানএ রসের চাতুরি
আনে কহে অপজস ॥
সুজন কুজন যে জন না জানে
তাহারে কহিব কি ।
পরাণে পরাণে যে জন মীলয়ে
তাহারে পরান দি ॥

ধরম করম লোক চরাচর
একথা বুঝিতে নারে ॥
জাহার রিদএ এ তিন আখর
সেই সে বুঝিতে পারে ॥
কহে নরহরি শুনগো সুন্দরী
পীরিতি রসের সার ।
পীরিতি রসের রসিক নইলে
কি ছার জীবন তার ॥

In the Sāhitya Pariṣad Edition of Caṇḍīdāsa we have :—

পীরিতি বলিয়া একটী কমল
রসের সায়র মাঝে ।
প্রেম-পরিমল লুবধ ভ্রমর
ধাওল আপন কাজে ॥
ভ্রমর জানয়ে কমল-মাধুরী
তেঁই সে তাহার বশ ।
রসিক জানয়ে রসের চাতুরী
আনে করে অপযশ ॥

সই, একথা বুঝিবে কে ।
যে জন জানয়ে সে যদি না কহে
কেমনে ধরিব দে ॥
ধরম করম লোক চরচাতে
এ কথা বুঝিতে নারে ।
এ তিন আঁখর যাহার মরমে
সেই সে বুঝিতে পারে ॥
কহে চণ্ডীদাস শুন হে নাগরি
পীরিতি রসের সার ।
পীরিতি রসের রসিক নহিলে
কি ছার জীবন তার ॥

p. 148.

These two Padas are almost similar, with the exception of a few lines in the middle part where we have in the manuscript :—

সুজন কুজন যে জন না জানে
তাহারে কহিব কি।
পরাণে পরাণে যে জন মীলয়ে
তাহারে পরাণ দি ॥

But in the Pariṣad Edition, we have :—

সই, এ কথা বুঝিবে কে।
যে জন জানয়ে সে যদি না কহে
কেমনে ধরিব সে ॥

2. In the manuscript (No. 3436, C. U. L.) we have :—

সহজ বুঝিবে কে।
তিমির আধার হইয়াছে পার
সহজে পসেচে সে ॥
চান্দের কাছেতে অবলা যে আছে
সেই সে রসেরি সার।
বিসেতে অমৃতে একত্রে মিলন
কে বুঝে মরম তার ॥
বাহিরে তাহার একটী দুয়ার
ভিতরে তিনটী আছে।
চোতুর হইয়ে দুইটী ছাড়িয়ে
থাকিবে একেরি কাছে ॥
যেন আম্র ফল ভিতর বাহির
কুশি ছাল তার কসা।
তার আস্বাদন জানএ যে জন
করএ তাহার আসা ॥
সহজ জানিতে সাধ করে চিতে
সহজে সহজ বড়।
আপনা বুঝিএ সুজন দেখিয়ে
পীরিতি করিবে দড় ॥

কৃষ্ণদাস বলে নাশে এক মীনে
পুচায় মনেরি ধাকা।
শ্রীরূপ কৃপাতে ইহা পাবে হাথে
সহজে মন রাখ বান্ধা॥

We have also parts of the same Pada in the Svarūpa Kalpataru said to have been written by Narottama Dāsa (*vide* Calcutta University manuscript No. 2520).

তিমির আধারে আছে জেই জন
সহজে পেয়েছে সে॥
চাঁদের কাছে অবলা আছে
সেই সে পিরিতি সার।
বিদেতে অমৃতে একত্র মিলন
কে জানে মহিমা তার॥
ভিতরে তাহার তিনটী দুয়ার
বাহিরে সে কাম হয়।
চতুর হইয়া দুইকে ছাড়িয়া
একের কাছেতে রয়॥
জেন আব রুল ভিতর বাহির
কুসি ছাল তার্‌কসা।
তার আস্বাদন জানে জেই জন
করহ তাহার আসা॥
কৃষ্ণদাস বলে নাশে এক মিনে
ঘুচাই মোনের ধান্ধা।

p. 17.

There is no difficulty to understand that these two padas are almost similar, but in the Sāhitya Pariṣad Edition of Caṇḍīdāsa we have :—

সহজ সহজ সহজ কহয়ে
সহজ জানিবে কে।
তিমির অন্ধকার যে হইয়াছে পার
সহজ জেনেছে সে॥

চাঁদের কাছে অবলা আছে
সেই সে পীরিতি সার ।
বিষে অমৃততে মিলন একত্রে
কে বুঝিবে মরম তার ॥
বাহিরে তাহার একটি দুয়ার
ভিতরে তিনটী আছে ।
চতুর হইয়া দুইকে ছাড়িয়া
থাকিবে একের কাছে ॥
যেন আম্রফল অতি সে রসাল
বাহিরে কুশী ছাল কষা ।
ইহার আস্বাদন বুঝে যেই জন
করহ তাহার আশা ॥
অভাগিয়া কাকে স্বাদু নাহি জানে
মজয়ে নিম্বের ফলে ।
রসিক কোকিলা জ্ঞানের প্রভাবে
মজয়ে চূত-মুকুলে ॥
নবীন মদন আছে একজন
গোকুলে তাহার থানা ।
কামবীজ সহ ব্রজ-বধূগণ
করে তার উপাসনা ॥
সহজ কথাটি মনে করি রাখ
শুনলো রজক-ঝি ।
বাশুলী-আদেশে জানিবে বিশেষে
আমি আর বলিব কি ॥
রূপ-করুণাতে পারিবে মিলিতে
ঘুচিবে মনের ধান্দা ।
কহে চণ্ডীদাস পুরিবেক আশ
তবে ত খাইবে সুধা ॥

p. 340.

It will thus be evident that there is some difficulty in the identification of the real author of some of the Padas. But there

is perhaps a critical test which can help us a great deal in this direction. It appears that the practice of putting oneself as the follower of some Manjarī (Sakhī of Rādhā) in the colophon is comparatively modern. Let us take up a few famous Vaiṣṇava writers :—

1. (*a*) Caṇḍīdāsa was the worshipper of Vāśulī, and hence he often puts himself in the colophon as the follower of that goddess, as :—

In the Padas :—

কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে
হেরিয়ে নখের কোণে।
জনম সফলে বিহি আনি দিল
এমন কোন না জনে॥

Pariṣad Edition, p. 15.

চণ্ডীদাসে কয় বাশুলী কৃপায়
আর নিবেদিব কায়।

Ibid, p. 151.

চণ্ডীদাসের মন বাশুলী চরণ
উপদেশ রজকী নারী।

Ibid, p. 152.

Or, (*b*) sometimes as Dvija Caṇḍīdāsa :—

দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে পীরিতি এমতি।
যার যত আশা তার ততই পীরিতি॥

Ibid, p. 97.

Or, (*c*) sometimes as Baḍu Caṇḍīdāsa (বড়ু চণ্ডীদাস) :—

ধৈরয নাহিক তায়।
বড়ু চণ্ডীদাস গায়॥

Ibid, p. 38.

Or, (*d*) sometimes he puts his name in the colophon with some characteristic remark peculiar to him about the subject treated in the Padas :—

চণ্ডীদাস কহে রাখি কুলশীল
পূরাহ মনের সাধা ॥

Ibid, p. 38.

কহে চণ্ডীদাস শুন রসময়
এত কি দানের লেখা।
এ ঘাটে তরুণী গোপের রমণী
আর কি পাইবে দেখা ॥

Ibid, p. 66.

কহে চণ্ডীদাসে বড় অপরূপ বাণী।
চূড়া বাঁধি মুরলী শিখয়ে বিনোদিনী ॥

Ibid, p. 208.

In the Śrīkṛṣṇa Kīrtana, the author puts himself as Baḍu Caṇḍīdāsa, a follower of Vāsalī :—

বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ।

Pariṣad Edition, p. 264.

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে।

Ibid, p. 265.

বাসলী-চরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥

Ibid, p. 80.

2. Vidyāpati also has his own way of putting himself in the colophon. Sometimes he does this with some appropriate remarks about the subject treated in the Padas, or sometimes he praises Śiva Siṁha, Rūp Nārāyaṇa, and Lakhimā :—

ভনই বিদ্যাপতি গাবে।
বড় পুনে গুনমতি পুনমত পাবে।

Pariṣad Edition, p. 11.

ভনই বিদ্যাপতি ন বোল সন্দেহা।
স্বপুরুস বচন পসানক রেহা॥

Ibid, p. 315.

ভনই বিদ্যাপতি   শুন বর নাগর
সবহু হোয়ত পরকার।
রাজা শিবসিংহ   রূপনারায়ণ
লখিমা-কন্ত উদার॥

Ibid, p. 75.

ভনই বিদ্যাপতি   অরে বর জৌবতি
এহু পরতথ পঁচবানে।
রাজা শিব সিংহ   রূপনারায়ণ
লখিমা দেবি রমানে॥

Ibid, p. 367.

3. Narottama generally puts himself as the disciple of Lokanātha Dāsa :—

লোকনাথ প্রভুর পদ হৃদয়ে বিলাস।
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস॥

Premabhakti Candrikā.

শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু   অধম জনার বন্ধু
লোকনাথ লোকের জীবন।
হা হা! প্রভু! কর দয়া   দেহ মোরে পদছায়া
নরোত্তম লইল শরণ॥

Prārthanā (4).

Or, sometimes he praises some other Vaiṣṇava worthies :—

রূপ রঘুনাথ পদে রহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস॥

Ibid (1).

দয়া কর আচার্য্য প্রভু শ্রীশ্রীনিবাস।
রামচন্দ্র সঙ্গ মাঁগে নরোত্তম দাস॥

Ibid (14).

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-প্রভু-দাস অনুদাস।
নরোত্তমদাস করে এই অভিলাষ॥

Ibid (27).

4. Vāsudeva Ghoṣa thus puts himself :—

বাসুদেব ঘোষ কহে মনে করি আশা।
গৌরপদ-দ্বন্দ্ব মনে করিয়া ভরসা॥

Padāvalī (1).

বাসুদেব ঘোষে বলে, ধর ধর কর কোলে,
গোরা মোর পরাণের পরাণী॥

Ibid (6).

কুঙ্কুম জিনিয়া অঙ্গ গন্ধ মনোহরা।
বাসু কহে কি দিয়া গড়িল বিধি গোরা॥

Ibid (7).

ধৈরয না বান্ধে মোর মনে।
বাসুদেব ঘোষ গুণ গানে॥

Ibid (20).

বাসুদেব ঘোষে কয় মনের হরিষে।
কত নিদ্রা যাও গোরা প্রেমের আলসে॥

Ibid (44).

গোরা বিনু প্রাণ রবে এই বড় লাজ।
বাসু কহে কেনে মুণ্ডে না পড়িল বাজ॥

Ibid (10).

5. Govinda Dāsa generally puts himself with some remark about the subject-matter of the Pada, peculiar to him :—

গোবিন্দ দাস কহে উঠি চলু সুন্দরী,
বিঘটন কানুক পীরিতি।

Ekānna Pada (3).

রজনী গোহায়ল   গুরুজন জাগল
গোবিন্দদাস বলি যাই।

Ibid (5).

কত কত উপজল রস পরসঙ্গ।
গোবিন্দদাস তহি দেখত কত রঙ্গ॥

Ibid (28).

গোবিন্দ দাসিয়া কয় চরণেতে ধরি।
এখনি আনিয়া দিব তোমার প্রাণহরি॥

Padāvalī (323).

গোবিন্দদাস কহ   এতহু না জানহ
কুবুজা অব নব রাণী।

Ibid (358).

6. Vṛndāvana Dāsa, the reputed author of the Caitanya Bhāgavat, scrupulously makes use of the following formula :—

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান॥

This is invariably found at the end of every chapter of his book.

7. Locana Dāsa, in his Caitanya Mangala, generally speaks of his Guru Narahari :—

ঠাকুর শ্রীনরহরি   দাস প্রাণ অধিকারী
যাঁর পদপ্রতি আশে আশ।
অধমের সাধ করে,   গোরাগুণ গাহিবারে
সে ভরসা এ লোচন দাস।

p. 2.

আমার ঠাকুর প্রভু নরহরি দাস।
প্রণতি বিনতি করোঁ পূর' মোর আশ॥

p. 3.

শ্রীনরহরি দাস পদ করি আশ

লোচনদাস গুণগায় ॥

p. 37.

8. Jayānanda thus puts himself :—

চিন্তিয়া চৈতন্য গদাধর-পদদ্বন্দ্ব ।

আদিখণ্ড জয়ানন্দ করিল প্রবন্ধ ॥

Caitanya Mangala, p. 5.

চিন্তিয়া চৈতন্য-গদাধর-পদদ্বন্দ্ব ।

বিশ্বরূপ-সন্ন্যাস গাইল জয়ানন্দ ॥

Ibid, p. 21.

চিন্তিয়া চৈতন্য গদাধর পদদ্বন্দ্ব ।

আনন্দে উত্তরখণ্ড গাএ জয়ানন্দ ॥

Ibid, p. 152.

9. Jadunandana Dāsa in his Karṇānanda speaks of Hemalatā, the daughter of Srīnivāsa Ācāryya :—

শ্রীআচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীল হেমলতা ।

প্রেমকল্পবল্লী কিবা নিরমল ধাতা ॥

সে দুই চরণ-পদ্ম হৃদয়ে বিলাস ।

কর্ণানন্দ-রস কহে যদুনন্দন দাস ॥

We have thus dealt with some of the principal Vaiṣṇava poets. By way of further verification let us now take up some other Vaiṣṇava poets, as also the other works of some of the poets we have treated above.

1. Kraṇa Dāsa translated in Bengali the Camatkāra Candrikā, a Sanskrit work written by Viśvanāth Chakravarty, who was living about 1662 Saka. He thus puts himself in this book :—

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ পদে করি আশ ।

প্রথম কুতূহল লীলা কহে কৃষ্ণদাস ॥

Note. This Kṛṣṇa Dāsa is not the celebrated author of the Caritāmṛta, who flourished about a century before.

2. In the Rasakalpa Latikā, Locana Dāsa thus puts himself in the colophon :—

শ্রীনরহরি পাদ-পদ্ম করি মনে আশ ।
রসকল্প-লতিকা কহে লোচন দাস ॥ p. 4.

3. In the Upāsanā Paṭala by Narottama Dāsa, the author thus puts himself :—

বৈষ্ণব গোসাঞি কর ক্রিপা নিরক্ষণ ।
বিকাইনু তব পায় দেহ প্রেম ধন ॥
রামচন্দ্র কবিরাজ মোর মোক্ষর্দাস ।
উপাসনা তত্ত কহে নরোত্তম দাস ॥

This we quote from the Calcutta University manuscript No. 557. written about the year 1069 B.S.

4. In the Upāsanā Tattva which is spoken of as the tenth chapter of Guru-Śiṣya Saṁvāda written by Narottama Dāsa, the author thus puts himself in the colophon :—

শ্রীলোকনাথ ঠাকুর চরণ স্মরণ অভিলাষ ।
গুরুসিষ্য সম্বাদ কহেন নরোত্তম দাস ॥

Note. This we quote from the Calcutta University manuscript No. 558 written on the 13th Vaiśākh of 1069 B.S.

5. In a work named Svarūpa Varṇana, we have the following :—

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে জার আস ।
স্বরূপবর্ণন কিছু কহে কৃষ্ণ দাস ॥

The mention of Rūpa and Raghunāth in the colophon seems to indicate that the writer may be the author of the celebrated Caitanya Caritāmṛta. But this is far from being the case. We have the following lines in the same work—

গোপালভট্টের শিষ্য আচার্য্য শ্রীনিবাস ।
তার সঙ্গে রহে সদা বৃন্দাবন দাস ॥

লোকনাথ গোস্বামির শিষ্য কহি তার নাম।
ঠাকুর শ্রীনরোত্তম অতি অনুপাম ॥ etc.

This shows that the book was written after Srinivāsa and Narottama acquired fame in Bengal. The respectful manner in which these two Vaiṣṇava worthies are mentioned in the poem shows that this could not have been done by the author of the Caritāmṛta. We quote the above from the Calcutta University manuscript No. 559, dated 1071 B.S.

6. In another work Narottama thus puts himself :—

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত চরণ।
দন্তে তৃণ করি মাগোঁ দেহ দুচরণ ॥
তোমা সভার পদ রজ চিত্তে অভিলাস।
উপাসনা-পটল কহে শ্রীনরোত্তম দাস ॥

Note :—This work is dated 1087 B.S. We quote this from the Calcutta University manuscript No. 563.

7. In the Dipakojjvala Grantha by Baṁśī Dāsa, the author thus puts himself :—

শ্রীগুরু পাদ পদ্মে সদা জার আস।
পঞ্চম অধ্যায় কথা কহে বংশিদাস ॥

Note.—We quote this from the Calcutta University manuscript No. 564.

8. In the Rādhārasa Kārikā dated 1081 B.S., Narottama puts himself as :—

শ্রীলোকনাথ গোস্বামির পাদ পদ্ম করি আস।
রাধা-রস-কারিকা কহে শ্রীনরোত্তম দাস ॥

9. And in the Pada Kalpataru we have a host of other poets expressing themselves in similar manner :—

নিরমল গৌর প্রেমরস সিঞ্চনে
পূরল সব মন আশ।
সো চরণাম্বুজে রতি নাহি হোয়ল
রোয়ত বৈষ্ণব দাস ॥ p. 1. (Pariṣad Edition(

যো রসে ভাসি অবশ মহিমণ্ডল
গোবিন্দ দাস তহিঁ পরশ না ভেলি ॥ p. 3.
কহে বৃন্দাবন অদ্বৈত চরণ
হিয়ার মাঝারে ধরি ॥ p. 5.
জয় জয় গৌর অভিন্ন কলেবর।
ফুকরই কাতর দাস মনোহর ॥ p. 5.
আপন করম দোষে ভেল বঞ্চিত
ছরমতি বৈষ্ণবদাস ॥ p. 6.
চণ্ডীদাস পদে যার রতি সেই
পিরিতি মরম জানে।
পিরিতি বিহীন জনে ধিক্ রহু
দাস নরহরি ভণে। p. 12.
জ্ঞান দাস কহে মুরল অসঙ্কে। p. 61.
কহে রাধামোহন প্রেম-তরঙ্গ ॥ p. 63.

We have here given a sufficiently long list of the Vaiṣṇava authors, but with none of them we find it customary to express himself as the follower of a Manjarī or Sakhī of Rādhā in the colophon of a Pada. We have already observed that the earlier Vaiṣṇava poets usually made some characteristic remarks, peculiar to them, about the subjects treated in the Padas, or owned themselves as the disciples of their Gurus in the colophons. They had gone thus far, but no further, in this respect.

There is another important point to be noted here. There is a tendency among the Bengali Vaiṣṇavas to proclaim Caitanya as an incarnation of Kṛṣṇa. Rāma and his brothers are said to be Viṣṇu incarnated in four parts, and Lakṣmī born in the form of Sītā. In the Mahābhārata, Kṛṣṇa is Viṣṇu, Judhiṣṭhira is Dharma, Arjuna is Indra, Bhīma is Pavana and so on with other personages. It is also believed that when God incarnates Himself, His associates in heaven are also born as His associates on earth. Working on this principle the Bengali Vaiṣṇavas have identified Caitanya and his companions with Kṛṣṇa and his associates in the Dvāpara Age. Thus, Caitanya is Kṛṣṇa, and his wife is Lakṣmī, the consort of Viṣṇu in Heaven. Advaita is Mahādeva, who with Viṣṇu

and Brahmā form the Hindu Trinity. Nityānanda is Balarāma, the elder brother of Kṛṣṇa in the Dvāpara age. Other Vaiṣṇava worthies have also been identified in a similar manner. Thus—

Abhirāma Ṭhākur	is	Śrīdāma
Sundarānanda	,,	Sudāma
Dhananjaya Pandit	,,	Vasudāma
Gourīdās Pandit	,,	Subala
Kamalākara Pipalai	,,	Mahābala
Uddhāran Datta	,,	Subāhu
Mohesa Pandit	,,	Mahābāhu
Puruṣottama Dāsa	,,	Stoka Kṛṣṇa
Parameśvara Dāsa	,,	Arjuna
Kālā Kṛṣṇa Dāsa	,,	Labanga
Śrīdhara Pandit	,,	Madhumangala
Halāudha Thākur	,,	Bala Deva
etc. etc.		

(From Gauragaṇoddeṣadīpikā, Ślokas 126-135.)

And a host of other worthies have been similarly identified. The list is too numerous to be mentioned here. But it is to be noted that in this identification not a single Vaiṣṇava has been identified with a Sakhī or any female companion of Rādhā and Kṛṣṇa. There is also a tendency to identify some of the Vaiṣṇavas with the Sakhīs of Rādhā. Thus—

Gadādhara Pandit	is	Rādhā
Rūpa Goswāmī	,,	Lalitā
Rai Rāmānanda	,,	Biśākhā
Śivānanda	,,	Sucitrā
Rāmānanda	,,	Campakalatā
Govinda Ghose	,,	Ranga Devī
Vāsu Ghose	,,	Sudevī
Mādhava Ghose	,,	Tungā
Govindānanda	,,	Indurekhā

(From Caitanya Saṁgītā, p. 25.)

Kṛṣṇa Dāsa Kavirāj	is	Ratnarekhā
Ciranjīva Sen	,,	Rupakaṇṭhī
Sadāśiva Kavirāj	,,	Candrāvalī

(Father of
Puruṣottama
Thākur = Stoka Sakhā)
Kangsāri Sen is Ratnāvalī
(Father of Sadāsiva)
(Taken from Gaurānga Sevaka Patrikā.)

Even the Manjaris have been similarly identified—

সৌভাগ্য মঞ্জরি নাম দাস গদাধর।
* * *
শ্রীরূপ মঞ্জরি হয় শ্রীরূপ গোসাঞি।
And লবঙ্গ মঞ্জরি হয় গোসাঞি সনাতন।
রতি মঞ্জরি হয় রঘুনাথ দাস।
অনঙ্গ মঞ্জরি হয় গোপাল ভট্ট।
রস মঞ্জরি হয় রঘুনাথ ভট্ট।
আনন্দ মঞ্জরি হয় লোকনাথ।
বিলাস মঞ্জরি হয় জীব গোস্বামী।
কস্তুরি মঞ্জরি হয় কৃষ্ণদাস কবিরাজ।
etc., etc.

(From Rāgamālā by Narottama Dāsa, Calcutta University manuscript No. 565, pp. 5-6.)

We here find three grades of identification. In the first grade the male mates of Kṛṣṇa are identified with the companions of Caitanya. In the second grade the Sakhīs or chief companions of Rādhā are identified with some of the Vaiṣṇavas. In the third grade, the Manjarīs or the companions of the chief Sakhīs are also identified with some of the notable Vaiṣṇavas. A further long list can also be supplemented.

Let us now see what lies at the root of bringing these Sakhis and Manjarīs into such prominence.

In the Caitanya Caritāmṛta (2-8-110) we have—

প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী॥

And মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তাঁর কায় ব্যূহ রূপ ॥

This shows that Rādhā is the personification of the purest divine emotion and her Sakhīs are the metaphorical representations of the finer elements of that emotion. This is a characteristic feature of the Vaiṣṇava theology which is too well-known to require any further elucidation. Even Kṛṣṇa is said to have incarnated himself as Caitanya Deva in order to taste this love of Rādhā. (Caitanya Caritāmṛta, 1-1-6). Now, this divine love is of two kinds—Mukhya and Gauṇa. The former is further subdivided into five finer emotions, called Śānta, Patrī, Preya, Vātsalya and Madhura; and the latter into seven finer emotions, such as, Hāsya, Adbhuta, Vīra, Karuṇa, Raudra, Bhayānaka and Vibhatsa. Even these finer emotions are said to be tinged each with a particular colour of its own, such as, Śveta (white), Chitra, Aruṇa (orange), Śoṇa (Blood-red), Śyāma (green), Pāndura (straw-colour), Pingala (yellow), Gaura (indigo), Dhumra (ash-like), Rakta (red), Kāla (black) and Nīla (blue). (Bhaktirasāmṛta, South, 5164-7)

These twelve finer emotions at once remind us of the twelve Sakhīs of Rādhā. Many writers have even ascribed a particular colour to a Manjarī, such as—

শ্রীললিতাজিউ গোরচনা বর্ণ...।
শ্রীবিশাখাজিউ বিদ্যুত বর্ণ...
শ্রীচিত্রাজিউ কুঙ্কুম বর্ণ...।
শ্রীচম্পকলতা জিউ চম্পকবর্ণ...।
শ্রীশ্রীতুঙ্গবিদ্যা জিউ চন্দনমিশ্রিত কুঙ্কুম বর্ণ...।
শ্রীইন্দুরেখা জিউ হরিতালবর্ণ...।

ইত্যাদি

(From Guṇātmikā, C. U. Manuscript No. 560.)

Then about the Manjaris. The conception is that each Sakhī has a number of female companions who are designated as Manjarīs. They have received due attention from the Vaiṣṇava poets. Not only the colour of the body and of the wearing cloth (Sārī) of each has been ascertained, but the age even in years, months and days has been fixed.

Let us now see how these Manjarīs came to be associated with the names of the poets in the colophons.

From the fact that in the post-Caitanya Vaiṣṇava literature special importance is attached to Kṛṣṇa's adopting the emotions of Rādhā in the form of Caitanya Deva for tasting divine love, the idea that each devotee should similarly adopt a particular emotion for spiritual culture, captivated the imagination of the Bengali Vaiṣṇavas. Even Kṛṣṇa Dāsa Kavirāj in his Caitanya Caritamṛta writes as follows :—

এবে এক সখীগণের ইহা অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥
সখী বিনু এই লীলা পুষ্টি নাহি হয়।
And সখী বিনু এই লীলায় নাহি অন্যের গতি॥

2-81138-139.

Also সেই গোপী-ভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদ ধর্ম্ম সর্ব্ব তেজি সেই কৃষ্ণেরে ভজয়॥

2-8-149.

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রিদিনে চিন্ত রাধাকৃষ্ণের বিহার॥

2-8-155.

This idea has been variously elaborated by the Vaiṣṇava writers of later age, and the Manjarīs or Sakhīs of Rādhā have risen to paramount importance in the Vaiṣṇava theology. When the matter came to such a pass, it is no wonder that each Vaiṣṇava should declare himself a follower of a Sakhī, and the poets should associate themselves with the Manjarīs in the colophon.

From the manuscripts that we have been able to consult, we find that the book in which there is a colophon wherein the poet associates himself with a Manjarī, is comparatively modern.

In a manuscript named Dehanirṇaya, being the Calcutta University manuscript No. 613, we have the following in the colophon—

কোস্তরি মুঞ্জরি পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিল এই দেহের আক্ষান॥

The manuscript is dated 1259 B. S.

In another manuscript we have—

শ্রীগুণ মঞ্জরি গুণের নিছারি স্মরণ স্ফুরণ যে ॥
অনুগত বিনে এ সকল কথা কারে না কহিবে ভাই ।
নরোত্তম কহে পরম জানিলে তাহারে কহিতে চাই ॥

This is from a manuscript named Deha Tattva dated 1217 B. S. In another manuscript we find—

রসবতি রাতুল চরণ করি আশ ।
শ্রীরস উজ্জ্বল কহে জগন্নাথ দাস ।

This is from the Calcutta University manuscript No. 598 dated 1219 B. S.

Again—

রসশূন্য মূর্খ রসিক দাস মূঢ়মতি ।
শ্রীরূপানুগ্রহে কহে রতি-বিলাস-পদ্ধতি ॥

From the Calcutta University manuscript No. 586 dated 1188 B. S.

Naturally it creates doubt in our mind that the books wherein we have Manjarīs in the colophons were most probably written at a time not very far off. This can help us to ascertain the real author of a Pada in case of difficulty or doubt. When we have a colophon like this—

অনঙ্গ মঞ্জরি পাদপদ্ম করি আশ ।
স্বরূপ-কল্পতরু কহে নরোত্তম দাস ॥

(From the Calcutta University manuscript No. 2520),

we doubt, though the manuscript is not dated, that it is the work of the celebrated Narottama Dāsa. It is not improbable that some other Narottama might have written the book.

In another manuscript No. 3098 we have—

শ্রীরূপ মঞ্জরি পাদপদ্ম করি আশ ।
চমৎকার চন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস ॥

Now, in the three manuscripts (*i.e.*, Deha Tattva noted above, and Nos. 2520, 3098), we have three Manjarīs, *i.e.*, Guṇa Manjarī,

Ananga Manjarī and Rūpa Manjarī, mentioned as the spiritual guides of Narottama. It is generally seen that a poet strictly adheres to one Manjarī. When we find three of them revered by the same person we think that there is something unusual in it. It is therefore doubtful that these books were written by the same person.

Let us now turn to the Padas of Caṇḍīdāsa. In the second Pada (about তিমির আহার, etc.) that we have quoted towards the beginning of this discussion, we find that in two manuscripts the Pada is said to have been composed by one Kṛṣṇa Dāsa, but in the Sāhitya Pariṣad Edition of Caṇḍīdāsa, it is attributed to Caṇḍīdāsa. This naturally creates doubts in the mind as to the real authorship of the same. But the last line of the first version is this—

শ্রীরূপ কৃপাতে ইহা পাবে হাথে
সহজে মন রাখ বান্ধা।

In the second version quoted from the manuscript, we have the last lines omitted. But by carefully observing the text, it is not difficult to conjecture that the last two lines, as quoted above, were also in that version, which were accidentally omitted, thus leaving the couplet incomplete. In the Sāhitya Pariṣad edition we have—

রূপ করুণাতে পারিবে মিশিতে
ঘুচিবে মনের ধান্ধা।
কহে চণ্ডীদাস পুরিবেক আশ
তবে ত পাইবে সুধা॥

Here also the reference to Rūpa is quite clear. Now, what is the significance of this Rūpa ? If it refers to Rūpa Goswāmī, we must say that it is a forgery, for Caṇḍīdāsa lived a long time before that Vaiṣṇava saint. But if it refers to শ্রীরূপ মঞ্জরী, it is also to be admitted that Caṇḍīdāsa is not the real author of the song, for nowhere is he accustomed to associate himself with Rūpa Manjarī in the colophon, as we have pointed out before. We have shown that such practice is comparatively modern, and can, therefore, say that the song was composed by some poet of later time, be he Kṛṣṇa Dāsa or whoever he may be, and that the song was wrongly

attributed to Caṇḍīdāsa. The rhyming of the last four lines is very peculiar. There we find ধান্ধা rhyming with সুধা, which is unsatisfactory. There is a clear sign of manipulation in the last four lines, as the following comparison will also show—

কৃষ্ণদাস বলে   শাখে এক মীনে
ঘুচায় মনেরি ধান্ধা।
শ্রীরূপ কৃপাতে   ইহা পাবে হাথে
সহজে মন রাখ বান্ধা॥

Manuscript Version.

Versus

রূপ করুণাতে   পারিবে মিলিতে
ঘুচিবে মনের ধান্ধা।
কহে চণ্ডীদাস   পুরিবেক আশ
তবে ত খাইবে সুধা॥

Sāhitya Pariṣad Edition.

The first part of the second line from the end (of the manuscript version) has been grafted to the last part (শাখে এক মিলে) of the fourth line from the end, while the third line from the end has been kept practically unchanged, and thus the 4th and 3rd line from the end of the Pariṣad version have been composed. The defective rhyming is due to the incapability of the manipulator. We can thus apply a critical test to the Padas of Caṇḍīdāsa. The songs, wherein we find a reference to Rūpa, or any Manjarī in the colophon, were most probably not written by Caṇḍīdāsa, but were attributed to him in later time. One may conjecture that some original lines well-known to the public were preserved intact, but the interpolater introduced some propaganda by a few lines of his own, and made the whole pass in the name of Caṇḍīdāsa thereby adding weight to the song. Or, it may be that when the Manjarī-cult was firmly established among the Bengali Vaiṣṇavas, some overzealous persons took up a song of Caṇḍīdāsa, and introduced invocations to Rūpa and Manjarīs in the colophons

in order to satisfy their own fancy, as also to prove that even a celebrated poet like Caṇḍīdāsa (Narottama and Kṛṣṇa Dāsa not excepted) had long before adopted this practice, thereby adding weight to their own procedure. But whatever that may be, there is no denying the fact that in these cases we mark signs of manipulation, and care should be taken to find out the real author.

We shall now quote a few of such doubtful Padas of Caṇḍīdāsa.

1. শুন শুন দিদি প্রেম সুধানিধি
কেমন তাহার জল ।
কেমন তাহার গম্ভীর গম্ভীর
উপরে শেহালা দল ॥
কেমন ডুবারু ডুবেছে তাহাতে
না জানি কি লাগি ডুবে ।
ডুবিয়া রতন চিনিতে নারিলাম
পড়িয়া রহিলাম ভবে ॥
আমি মনে করি আছে কত ভারি
না জানি কি ধন আছে ।
নন্দের নন্দন কিশোরা কিশোরী
চমকি চমকি হাসে ॥
সখীগণ মেলি দেয় করতালি
স্বরূপে মিশায়ে রয় ।
স্বরূপ জানিয়ে রূপে মিশাইয়ে
ভাবিয়ে দেখিলে হয় ॥
ভাবের ভাবনা আশ্রয় যে জনা
ডুবিয়ে রহিল সে ।
আপনি তরিয়ে জগত তরায়
তাহারে তরাবে কে ॥
চণ্ডীদাস বলে লাখে এক মিলে
জীবের লাগয়ে ধান্ধা ।
শ্রীরূপ-করুণা যাহারে হইয়াছে
সেই সে সহজ বান্ধা ॥

Song No. 782 of the Sāhitya Pariṣad Edition of Caṇḍīdāsa.

We shall not be surprised if any manuscript be found wherein this song is attributed to some other poet.

2. In Ratnasāra, Calcutta University manuscript No. 1111, we have the following—

ইহা জানি চণ্ডীদাস তরনি রমন।
গিত ছন্দে গাইলেন পিরিতি সে ধন॥
তথাহি পদং।

পিরিতি বলিআ তিনটী আখর
বিদিত ভুবন মাঝে।
জাহারে পসিল সেই সে মজিল
কি তার কলঙ্ক লাজে॥
দুহার অধর সুধারস পানে
তাহে উপজিল পি।
নআনে ২ বান বরিখানে
তাহে উপজিল রি।
হিআয় ২ পরস করিতে
তাহে উপজিল তি।
এ তিন আখর অতি মনহর
ইহার তুলনা কি॥
তাহে দুখ সুখ হয় পরতেক
সদাই সুখের পারা।
তরনি রমন করে নিবেদন
মরিলে না জায় ছাড়া॥

Ratnasāra by Kṛṣṇadāsa, p. 187.

In the Sāhitya Pariṣad Edition of Caṇḍidāsa, (song No. 385), we have—

পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর
বিদিত ভুবন মাঝে।
তাহে যে পশিল সেই সে জানিল
কি তার কুল-ভয় লাজে॥

বেদ-বিধি পর সব অগোচর
ইহা কি জানে আনে।
রসে ধর পর রসের অন্তর
সেই সে মরম জানে॥
চুম্বক অধর সুধারস বাণী
তাজে উপজিল পী।
হিয়ায় হিয়ায় পরশ করিতে
তাহার তুলনা কি॥
কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনি
পীরিতি রসের ভোর।
পীরিতি করিয়া ছাড়িতে নারিবে
আপনি হইবে চোর॥

This short piece, when compared with the previous one quoted from the Calcutta University manuscript No. 1111, tells an interesting tale. The first four lines are almost similar. Then in the Pariṣad edition we have four lines, of which there is no counterpart in the other. Similarity then again begins from চুহার অধর, etc. We have here two lines almost similar, but then the text of the Pariṣad edition has been abruptly contracted. When the topic came up to the finding of the significance of the three letters composing the word পীরিতি, we cannot understand why the text should be unnecessarily contracted after dealing with the letters পী only, as has been done in the Pariṣad Edition. This is clear sign of manipulation and this also undoubtedly shows that the original text was somewhat like that quoted from the Ratnasāra where we have the significance of the three letters clearly set forth. But let us take up the song No. 379 of the Pariṣad edition of Caṇḍīdāsa—

পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর
এ তিন ভুবন-সার।
এই মোর মনে হয় রাতি দিনে
ইহা বই নাহি আর।

বিহি এক চিতে ভাবিতে ভাবিতে
নিরমাণ কৈল পী।
সুধার সায়রে মথন করিয়া
তাহে উপজিল রি॥
পীরিতি-রসের সাগর মথিয়া
তাহে উপজিল তি।
সকল সুখের এ তিন আঁখর
উপমা বলিব কি॥

* * *

পীরিতি বন্ধন না যায় খণ্ডন
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥

Here—

সকল সুখের এ তিন আঁখর
উপমা বলিব কি।

is also almost similar to

এ তিন আখর অতি মনহর
ইহার তুলনা কি।

of the song quoted from the Ratnasāra, and

পীরিতি বন্ধন না যায় খণ্ডন

echoes the sense of

মরিলে না যায় ছাড়া

of the song of Ratnasāra.

It is not improbable that a song of তরুণী রমণ has been thus utilised in fragments to compose more than one song attributed to Caṇḍidāsa. We could even conjecture that তরুণী রমণ utilised the materials of more than one song of Caṇḍidāsa to compose one in his name, had we found the significance of the three letters

পীরিতি all traced in the song No. 379 quoted above. Here the contraction undoubtedly creates doubt about the authorship of Caṇḍidāsa.

THE PADAS OF CAṆḌĪDĀSA

BY

MANINDRAMOHAN BOSE, M.A.

Reprinted from the Journal of the Department of Letters,
Vol. XVI

CALCUTTA UNIVERSITY PRESS
1927

THE PADAS OF CAṆḌĪDĀSA

BY

MANINDRAMOHAN BOSE, M.A.

The Padas of Caṇḍīdasa are the richest treasure of the Bengali literature. They are attractive for their excellence and simplicity, but the love-romance of the songs is more enjoyable. Many attempts have bee made to compile a complete collection of the Padas of Caṇḍīdāsa, and many renowned scholars set their hands to this matter, with the result that many editions of the Padāvalī of Caṇḍīdāsa have been published. Even now we hear of the discovery of new songs of Caṇḍīdāsa, so, the process of addition is still going on But the time has come to apply critical tests to the songs of this poet in order to see that a particular Pada attributed to him is really the composition of Caṇḍīdāsa, and not of some other poet. In fact, we find that some of the songs which are passing in the name of Caṇḍīdāsa are attributed to other poets in some of the manuscript works. The following two songs are typical examples of this nature :—

1. In the manuscript (No. 3436, C. U. L.) we have :—

পীরিতি বলিয়ে   একটী কমল
রূপীর হীয়ার মাঝে ।
প্রেম-পরিমল   লোভিত ভ্রমর
ধায়ল আপন কাজে ॥
ভ্রমরা জানএ   কমল মাধুরী
তেঁহি সে তাহার বস ।
রসিক জানএ   রসের চাতুরি
আনে কহে অপজস ॥
সুজন কুজন   যে জন না জানে
তাহারে কহিব কি ।
পরাণে পরাণে   যে জন মীলয়ে
তাহারে পরান দি ॥

ধরম করম লোক চরাচর
একথা বুঝিতে নারে ॥
জাহার বিদএ এ তিন আখর
সেই সে বুঝিতে পারে ॥
কহে নরহরি সুনগো সুন্দরী
পীরিতি রসের সার ।
পীরিতি রসের রসিক নইলে
কি ছার জীবন তার ॥

In the Sāhitya Pariṣad Edition of Caṇḍīdāsa we have :—

পীরিতি বলিয়া একটী কমল
রসের সায়র মাঝে ।
প্রেম-পরিমল লুবধ ভ্রমর
ধাওল আপন কাজে ॥
ভ্রমর জানয়ে কমল-মাধুরী
তেঁই সে তাহার বশ ।
রসিক জানয়ে রসের চাতুরী
আনে করে অপযশ ॥

সই, একথা বুঝিবে কে ।
যে জন জানয়ে সে যদি না কহে
কেমনে ধরিব দে ॥
ধরম করম লোক চরচাতে
এ কথা বুঝিতে নারে ।
এ তিন আঁখর যাহার মরমে
সেই সে বুঝিতে পারে ॥
কহে চণ্ডীদাস শুন হে নাগরি
পীরিতি রসের সার ।
পীরিতি রসের রসিক নহিলে
কি ছার জীবন তার ॥

p. 148.

These two Padas are almost similar, with the exception of a few lines in the middle part where we have in the manuscript :—

সুজন কুজন যে জন না জানে
তাহারে কহিব কি।
পরাণে পরাণে যে জন মীলয়ে
তাহারে পরাণ দি॥

But in the Pariṣad Edition, we have :—

সই, এ কথা বুঝিবে কে।
যে জন জানয়ে সে যদি না কহে
কেমনে ধরিব সে॥

2. In the manuscript (No. 3436, C. U. L.) we have :—

সহজ বুঝিবে কে।
তিমির আঁধার হইয়াছে পার
সহজে পসেচে সে॥
চান্দের কাছেতে অবলা যে আছে
সেই সে রসেরি সার।
বিসেতে অমৃতে একত্রে মিলন
কে বুঝে মরম তার॥
বাহিরে তাহার একটী দুয়ার
ভিতরে তিনটী আছে।
চোতুর হইয়ে দুইটী ছাড়িয়ে
থাকিবে একেরি কাছে॥
যেন আম্র ফল ভিতর বাহির
কুসি ছাল তার কসা।
তার আস্বাদন জানএ যে জন
করএ তাহার আসা॥
সহজ জানিতে সাদ করে চিতে
সহজে সহজ বড়।
আপনা বুঝিএ সুজন দেখিয়ে
পীরিতি করিবে দড়॥

কৃষ্ণদাস বলে   লাখে এক মীলে
ঘুচায় মনেরি ধান্ধা।
শ্রীরূপ কৃপাতে   ইহা পাবে হাথে
সহজে মন রাখ বান্ধা॥

We have also parts of the same Pada in the Svarūpa Kalpataru said to have been written by Narottama Dāsa (*vide* Calcutta University manuscript No. 2520).

তিমির আধারে   আছে জেই জন
সহজে পেয়েচে সে॥
চাঁদের কাছে   অবলা আছে
সেই সে পিরিতি সার।
বিসেতে অমৃতে   একত্র মিলন
কে জানে মহিমা তার॥
ভিতরে তাহার   তিনটী দুয়ার
বাহিরে যে কাম হয়।
চতুর হইয়া   দুইকে ছাড়িয়া
একের কাছেতে রয়॥
জেন আম্র ফল   ভিতর বাহির
কুসি ছাল তার্‌কসা।
তার আস্বাদন   জানে জেই জন
করহ তাহার আসা॥
কৃষ্ণদাস বলে   লাখে এক মিলে
ঘুচাই মোনের ধান্ধা।

p. 17.

There is no difficulty to understand that these two padas are almost similar, but in the Sāhitya Pariṣad Edition of Caṇḍīdāsa we have :—

সহজ সহজ   সহজ কহয়ে
সহজ জানিবে কে।
তিমির অন্ধকার   যে হইয়াছে পার
সহজ জেনেছে সে॥

চাঁদের কাছে অবলা আছে
সেই সে পীরিতি সার।
বিসে অমৃততে মিলন একত্রে
কে বুঝিবে মরম তার॥
বাহিরে তাহার একটি দুয়ার
ভিতরে তিনটী আছে।
চতুর হইয়া দুইকে ছাড়িয়া
থাকিবে একের কাছে॥
যেন আম্রফল অতি সে রসাল
বাহিরে কুশী ছাল কষা।
ইহার আস্বাদন বুঝে যেই জন
করহ তাহার আশা॥
অভাগিয়া কাকে স্বাদু নাহি জানে
মজয়ে নিম্বের ফলে।
রসিক কোকিলা জ্ঞানের প্রভাবে
মজয়ে চূত-মুকুলে॥
নবীন মদন আছে একজন
গোকুলে তাহার থানা।
কামবীজ সহ ব্রজ-বধূগণ
করে তার উপাসনা॥
সহজ কথাটি মনে করি রাখ
শুনলো রজক-ঝি।
বাশুলী-আদেশে জানিবে বিশেষে
আমি আর বলিব কি॥
রূপ-করুণাতে পারিবে মিলিতে
ঘুচিবে মনের ধান্দা।
কহে চণ্ডীদাস পুরিবেক আশ
তবে ত খাইবে সুধা॥

p. 340.

It will thus be evident that there is some difficulty in the identification of the real author of some of the Padas. But there

is perhaps a critical test which can help us a great deal in this direction. It appears that the practice of putting oneself as the follower of some Manjarī (Sakhī of Rādhā) in the colophon is comparatively modern. Let us take up a few famous Vaiṣṇava writers :—

1. (*a*) Caṇḍīdāsa was the worshipper of Vāśulī, and hence he often puts himself in the colophon as the follower of that goddess, as :—

In the Padas :—

কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে
হেরিয়ে নগের কোণে।
জনম সফলে বিহি আনি দিল
এমন কোন না জনে॥

Pariṣad Edition, p. 15.

চণ্ডীদাসে কয় বাশুলী কৃপায়
আর নিবেদিব কায়।

Ibid, p. 151.

চণ্ডীদাসের মন বাশুলী চরণ
উপদেশ রজকী নারী।

Ibid, p. 152.

Or, (*b*) sometimes as Dvija Caṇḍīdāsa :—

দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে পীরিতি এমতি।
যার যত জালা তার ততই পীরিতি॥

Ibid, p. 97.

Or, (*c*) sometimes as Baḍu Caṇḍīdāsa (বড়ু চণ্ডীদাস) :—

ধৈরয নাহিক তায়।
বড়ু চণ্ডীদাস গায়॥

Ibid, p. 38.

Or, (*d*) sometimes he puts his name in the colophon with some characteristic remark peculiar to him about the subject treated in the Padas :—

চণ্ডীদাস কহে রাখি কুলশীল
পুরাহ মনের সাধা ॥

Ibid, p. 38.

কহে চণ্ডীদাস শুন রসময়
এত কি দানের লেখা ।
এ ঘাটে তরুণী গোপের রমণী
আর কি পাইবে দেখা ॥

Ibid, p. 66.

কহে চণ্ডীদাসে বড় অপরূপ বাণী ।
চূড়া বাঁধি মুরলী শিখয়ে বিনোদিনী ॥

Ibid, p. 208.

In the Srīkṛṣṇa Kīrtana, the author puts himself as Baḍu Caṇḍīdāsa, a follower of Vāsalī :—

বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ।

Pariṣad Edition, p. 264.

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ।

Ibid, p. 265.

বাসলী-চরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥

Ibid, p. 80.

2. Vidyāpati also has his own way of putting himself in the colophon. Sometimes he does this with some appropriate remarks about the subject treated in the Padas, or sometimes he praises Śiva Siṁha, Rūp Nārāyaṇa, and Lakhimā :—

ভনই বিদ্যাপতি গাবে ।
বড় পুনে গুনমতি পুনমত পাবে ।

Pariṣad Edition, p. 11.

ভনই বিদ্যাপতি ন বোল সন্দেহা।
সুপুরুস বচন পসানক রেহা ॥

Ibid, p. 315.

ভনই বিদ্যাপতি শুন বর নাগর
সবহু হোয়ত পরকার।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
লখিমা-কন্ত উদার ॥

Ibid, p. 75.

ভনই বিদ্যাপতি অরে বর জোবতি
এহু পরতখ পঁচবানে।
রাজা শিব সিংহ রূপনারায়ণ
লখিমা দেবি রমানে ॥

Ibid, p. 367.

3. Narottama generally puts himself as the disciple of Lokanātha Dāsa :—

লোকনাথ প্রভুর পদ হৃদয়ে বিলাস।
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস ॥

Premabhakti Candrikā.

শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু অধম জনার বন্ধু
লোকনাথ লোকের জীবন।
হা হা ! প্রভু ! কর দয়া দেহ মোরে পদছায়া
নরোত্তম লইল শরণ ॥

Prārthanā (4).

Or, sometimes he praises some other Vaiṣṇava worthies :—

রূপ রঘুনাথ পদে রহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস ॥

Ibid (1).

দয়া কর আচার্য্য প্রভু শ্রীশ্রীনিবাস।
রামচন্দ্র সঙ্গ মাঁগে নরোত্তম দাস ॥

Ibid (14).

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-প্রভু-দাস অনুদাস।
নরোত্তমদাস করে এই অভিলাষ॥

Ibid (27).

4. Vāsudeva Ghoṣa thus puts himself :—

বাসুদেব ঘোষ কহে মনে করি আশা।
গৌরপদ-দ্বন্দ্ব মনে করিয়া ভরসা॥

Padāvalī (1).

বাসুদেব ঘোষে বলে, ধর ধর কর কোলে,
গোরা মোর পরাণের পরাণী॥

Ibid (6).

কুঙ্কুম জিনিয়া অঙ্গ গন্ধ মনোহরা।
বাসু কহে কি দিয়া গড়িল বিধি গোরা॥

Ibid (7).

ধৈরয না বান্ধে মোর মনে।
বাসুদেব ঘোষ রস জানে॥

Ibid (20).

বাসুদেব ঘোষে কয় মনের হরিষে।
কত নিদ্রা যাও গোরা প্রেমের আলসে॥

Ibid (44).

গোরা বিনু প্রাণ রহে এই বড় লাজ।
বাসু কহে কেনে মুণ্ডে না পড়িল বাজ॥

Ibid (10).

5. Govinda Dāsa generally puts himself with some remark about the subject-matter of the Pada, peculiar to him :—

গোবিন্দ দাস কহে উঠি চলু সুন্দরী,
বিঘটন কানুক পীরিতি।

Ekānna Pada (3).

রজনী পোহায়ল গুরুজন জাগল
গোবিন্দদাস বলি যাই।

Ibid (5).

কত কত উপজল রস পরসঙ্গ।
গোবিন্দদাস তহি দেখত কত রঙ্গ॥

Ibid (28).

গোবিন্দ দাসিয়া কয় চরণেতে ধরি।
এখনি আনিয়া দিব তোমার প্রাণহরি॥

Padāvalī (323).

গোবিন্দদাস কহ এতহু না জানহ
কুবুজা অব নব রাণী।

Ibid (358).

6. Vṛndāvana Dāsa, the reputed author of the Caitanya Bhāgavat, scrupulously makes use of the following formula :—

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান॥

This is invariably found at the end of every chapter of his book.

7. Locana Dāsa, in his Caitanya Mangala, generally speaks of his Guru Narahari :—

ঠাকুর শ্রীনরহরি দাস প্রাণ অধিকারী
যাঁর পদপ্রতি আশে আশ।
অধমেহ সাধ করে, গোরাগুণ গাহিবারে
সে ভরসা এ লোচন দাস।

p. 2.

আমার ঠাকুর প্রভু নরহরি দাস।
প্রণতি বিনতি করোঁ পূর' মোর আশ॥

p. 3.

শ্রীনরহরি দাস পদ করি আশ

লোচনদাস গুণগায় ॥

p. 37.

8. Jayānanda thus puts himself :—

চিন্তিয়া চৈতন্য গদাধর-পদদ্বন্দ্ব ।
আদিখণ্ড জয়ানন্দ করিল প্রবন্ধ ॥

Caitanya Mangala, p. 5.

চিন্তিয়া চৈতন্য-গদাধর-পদদ্বন্দ্ব ।
বিশ্বরূপ-সন্ন্যাস গাইল জয়ানন্দ ॥

Ibid, p. 21.

চিন্তিয়া চৈতন্য গদাধর পদদ্বন্দ্ব ।
আনন্দে উত্তরখণ্ড গাএ জয়ানন্দ ॥

Ibid, p. 152.

9. Jadunandana Dāsa in his Karṇānanda speaks of Hemalatā, the daughter of Srīnivāsa Ācāryya :—

শ্রীআচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীল হেমলতা ।
প্রেমকল্পবল্লী কিবা নিরমল ধাতা ॥
সে দুই চরণ-পদ্ম হৃদয়ে বিলাস ।
কর্ণানন্দ-রস কহে যদুনন্দন দাস ॥

We have thus dealt with some of the principal Vaiṣṇava poets. By way of further verification let us now take up some other Vaiṣṇava poets, as also the other works of some of the poets we have treated above.

1. Kṛṣṇa Dāsa translated in Bengali the Camatkāra Candrikā, a Sanskrit work written by Viśvanāth Chakravarty, who was living about 1662 Saka. He thus puts himself in this book :—

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ পদে করি আশ ।
প্রথম কুতুহল লীলা কহে কৃষ্ণদাস ॥

Note. This Kṛṣṇa Dāsa is not the celebrated author of the Caritāmṛta, who flourished about a century before.

2. In the Rasakalpa Latikā, Locana Dāsa thus puts himself in the colophon :—

শ্রীনরহরি পাদ-পদ্ম করি মনে আশ ।
রসকল্প-লতিকা কহে লোচন দাস ॥ p. 4.

3. In the Upāsanā Paṭala by Narottama Dāsa, the author thus puts himself :—

বৈষ্ণব গোসাঞি কর কৃপা নিরক্ষণ ।
বিকাইনু তব পায় দেহ প্রেম ধন ॥
রামচন্দ্র কবিরাজ মোর মোক্ষদাস ।
উপাসনা তত্ত্ব কহে নরোত্তম দাস ॥

This we quote from the Calcutta University manuscript No. 557. written about the year 1069 B.S.

4. In the Upāsanā Tattva which is spoken of as the tenth chapter of Guru-Śiṣya Saṁvāda written by Narottama Dāsa, the author thus puts himself in the colophon :—

শ্রীলোকনাথ ঠাকুর চরণ স্মরণ অভিলাস ।
গুরুশিষ্য সম্বাদ কহেন নরোত্তম দাস ॥

Note. This we quote from the Calcutta University manuscript No. 558 written on the 13th Vaiśākh of 1069 B.S.

5. In a work named Svarūpa Varṇana, we have the following :—

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে জার আস ।
স্বরূপবর্ণন কিছু কহে কৃষ্ণ দাস ॥

The mention of Rūpa and Raghunāth in the colophon seems to indicate that the writer may be the author of the celebrated Caitanya Caritāmṛta. But this is far from being the case. We have the following lines in the same work—

গোপালভট্টের শিষ্য আচার্য্য শ্রীনিবাস ।
তার সঙ্গে রহে সদা বৃন্দাবন দাস ॥

লোকনাথ গোস্বামির শিষ্য কহি তার নাম।
ঠাকুর শ্রীনরোত্তম খ্যাতি অনুপাম ॥ etc.

This shows that the book was written after Śrīnivāsa and Narottama acquired fame in Bengal. The respectful manner in which these two Vaiṣṇava worthies are mentioned in the poem shows that this could not have been done by the author of the Caritāmṛta. We quote the above from the Calcutta University manuscript No. 559, dated 1071 B.S.

6. In another work Narottama thus puts himself :—

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত চরণ।
দন্তে তৃণ করি মাগোঁ দেহ দুচরণ ॥
তোমা সভার পদ রজ চিত্তে অভিলাষ।
উপাসনা-পটল কহে শ্রীনরোত্তম দাস ॥

Note :—This work is dated 1087 B.S. We quote this from the Calcutta University manuscript No. 563.

7. In the Dipakojjvala Grantha by Baṁśī Dāsa, the author thus puts himself :—

শ্রীগুরু পাদ পদ্মে সদা জার আস।
পঞ্চম অধ্যায় কথা কহে বংসিদাস ॥

Note.—We quote this from the Calcutta University manuscript No. 564.

8. In the Rādhārasa Kārikā dated 1081 B.S., Narottama puts himself as :—

শ্রীলোকনাথ গোস্বামির পাদ পদ্ম করি আস।
রাধা-রস-কারিকা কহে শ্রীনরোত্তম দাস ॥

9. And in the Pada Kalpataru we have a host of other poets expressing themselves in similar manner :—

নিরমল গৌর প্রেমরস সিঞ্চনে
পূরল সব মন আশ।
সো চরণাম্বুজে রতি নাহি হোয়ল
রোয়ত বৈষ্ণব দাস ॥ p. 1. (Pariṣad Edition(

যো রসে ভাসি অবশ মহিমণ্ডল
গোবিন্দ দাস তহি পরশ না ভেলি ॥ p. 3.

কহে বৃন্দাবন অদ্বৈত চরন
হিয়ার মাঝারে ধরি ॥ p. 5.

জয় জয় গৌর অভিন্ন কলেবর।
কৃকয়ই কাতর দাস মনোহর ॥ p. 5.

আপন করম দোষে ভেল বঞ্চিত
ছারমতি বৈষ্ণবদাস ॥ p. 6.

চণ্ডীদাস পদে যার রতি সেই
পিরিতি মরম জানে।
পিরিতি বিহীন জনে ধিক্ রহ
দাস নরহরি ভণে। p. 12.

জ্ঞান দাস কহে বুঝল অসঙ্গে। p. 61.

কহে রাধামোহন প্রেম-তরঙ্গ ॥ p. 63.

We have here given a sufficiently long list of the Vaiṣṇava authors, but with none of them we find it customary to express himself as the follower of a Manjarī or Sakhī of Rādhā in the colophon of a Pada. We have already observed that the earlier Vaiṣṇava poets usually made some characteristic remarks, peculiar to them, about the subjects treated in the Padas, or owned themselves as the disciples of their Gurus in the colophons. They had gone thus far, but no further, in this respect.

There is another important point to be noted here. There is a tendency among the Bengali Vaiṣṇavas to proclaim Caitanya as an incarnation of Kṛṣṇa. Rāma and his brothers are said to be Viṣṇu incarnated in four parts, and Lakṣmī born in the form of Sītā. In the Mahābhārata, Kṛṣṇa is Viṣṇu, Judhiṣṭhira is Dharma, Arjuna is Indra, Bhīma is Pavana and so on with other personages. It is also believed that when God incarnates Himself, His associates in heaven are also born as His associates on earth. Working on this principle the Bengali Vaiṣṇavas have identified Caitanya and his companions with Kṛṣṇa and his associates in the Dvāpara Age. Thus, Caitanya is Kṛṣṇa, and his wife is Lakṣmī, the consort of Viṣṇu in Heaven. Advaita is Mahādeva, who with Viṣṇu

and Brahmā form the Hindu Trinity. Nityānanda is Balarāma, the elder brother of Kṛṣṇa in the Dvāpara age. Other Vaiṣṇava worthies have also been identified in a similar manner. Thus—

Abhirāma Ṭhākur	is Śrīdāma
Sundarānanda	,, Sudāma
Dhananjaya Pandit	,, Vasudāma
Gourīdās Pandit	,, Subala
Kamalākara Pipalai	,, Mahābala
Uddhāran Datta	,, Subāhu
Moheśa Pandit	,, Mahābāhu
Puruṣottama Dāsa	,, Stoka Kṛṣṇa
Parameśvara Dāsa	,, Arjuna
Kālā Kṛṣṇa Dāsa	,, Labanga
Śrīdhara Pandit	,, Madhumangala
Halāudha Thākur	,, Bala Deva
etc. etc.	

(From Gauragaṇoddeśadīpikā, Ślokas 126-135.)

And a host of other worthies have been similarly identified. The list is too numerous to be mentioned here. But it is to be noted that in this identification not a single Vaiṣṇava has been identified with a Sakhī or any female companion of Rādhā and Kṛṣṇa. There is also a tendency to identify some of the Vaiṣṇavas with the Sakhīs of Rādhā. Thus—

Gadādhara Pandit	is Rādhā
Rūpa Goswāmī	,, Lalitā
Rai Rāmānanda	,, Biśākhā
Śivānanda	,, Sucitrā
Rāmānanda	,, Campakalatā
Govinda Ghose	,, Ranga Devī
Vāsu Ghose	,, Sudevī
Mādhava Ghose	,, Tungā
Govindānanda	,, Indurekhā

(From Caitanya Saṁgītā, p. 25.)

Kṛṣṇa Dāsa Kavirāj	is Ratnarekhā
Ciranjīva Sen	,, Rupakaṇṭhī
Sadāśiva Kavirāj	,, Candrāvalī

(Father of
Puruṣottama
Thākur = Stoka Sakhā)
Kangsāri Sen is Ratṇāvalī
(Father of Sadāsiva)
(Taken from Gaurānga Sevaka Patrikā.)

Even the Manjarīs have been similarly identified—

সৌভাগ্য মঞ্জরি নাম দাস গদাধর।
* * *
শ্রীরূপ মঞ্জরি হয় শ্রীরূপ গোসাঞি।
And লবঙ্গ মঞ্জরি হয় গোসাঞি সনাতন।
রতি মঞ্জরি হয় রঘুনাথ দাস।
অনঙ্গ মঞ্জরি হয় গোপাল ভট্ট।
রস মঞ্জরি হয় রঘুনাথ ভট্ট।
আনন্দ মঞ্জরি হয় লোকনাথ।
বিলাস মঞ্জরি হয় জীব গোস্বামী।
কস্তুরি মঞ্জরি হয় কৃষ্ণদাস কবিরাজ।
etc., etc.

(From Rāgamālā by Narottama
Dāsa, Calcutta University
manuscript No. 565, pp. 5-6.)

We here find three grades of identification. In the first grade the male mates of Kṛṣṇa are identified with the companions of Caitanya. In the second grade the Sakhīs or chief companions of Rādhā are identified with some of the Vaiṣṇavas. In the third grade, the Manjarīs or the companions of the chief Sakhīs are also identified with some of the notable Vaiṣṇavas. A further long list can also be supplemented.

Let us now see what lies at the root of bringing these Sakhīs and Manjarīs into such prominence.

In the Caitanya Caritāmṛta (2-8-110) we have—

প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী॥

And মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তাঁর কায় ব্যূহ রূপ॥

This shows that Rādhā is the personification of the purest divine emotion and her Sakhīs are the metaphorical representations of the finer elements of that emotion. This is a characteristic feature of the Vaiṣṇava theology which is too well-known to require any further elucidation. Even Kṛṣṇa is said to have incarnated himself as Caitanya Deva in order to taste this love of Rādhā. (Caitanya Caritāmṛta, 1-1-6). Now, this divine love is of two kinds—Mukhya and Gauṇa. The former is further subdivided into five finer emotions, called Śānta, Patrī, Preya, Vātsalya and Madhura; and the latter into seven finer emotions, such as, Hāsya, Adbhuta, Vīra, Karuṇa, Raudra, Bhayānaka and Vibhatsa. Even these finer emotions are said to be tinged each with a particular colour of its own, such as, Śveta (white), Chitra, Aruṇa (orange), Śoṇa (Blood-red), Śyāma (green), Pāndura (straw-colour), Pingala (yellow), Gaura (indigo), Dhumra (ash-like), Rakta (red), Kāla (black) and Nīla (blue). (Bhaktirasāmṛta, South, 5164-7)

These twelve finer emotions at once remind us of the twelve Sakhīs of Rādhā. Many writers have even ascribed a particular colour to a Manjarī, such as—

শ্রীললিতাজিউ গোরচনা বর্ণ…।
শ্রীবিশাখাজিউ বিদ্যুত বর্ণ…
শ্রীচিত্রাজিউ কুঙ্কুম বর্ণ…।
শ্রীচম্পকলতা জিউ চম্পকবর্ণ…।
শ্রীশ্রীতুঙ্গবিদ্যা জিউ চন্দনমিশ্রিত কুঙ্কুম বর্ণ…।
শ্রীইন্দুরেখা জিউ হরিতালবর্ণ…।
ইত্যাদি

(From Guṇātmikā, C. U. Manuscript No. 560.)

Then about the Manjaris. The conception is that each Sakhī has a number of female companions who are designated as Manjarīs. They have received due attention from the Vaiṣṇava poets. Not only the colour of the body and of the wearing cloth (Sārī) of each has been ascertained, but the age even in years, months and days has been fixed.

Let us now see how these Manjaris came to be associated with the names of the poets in the colophons.

From the fact that in the post-Caitanya Vaiṣṇava literature special importance is attached to Kṛṣṇa's adopting the emotions of Rādhā in the form of Caitanya Deva for tasting divine love, the idea that each devotee should similarly adopt a particular emotion for spiritual culture, captivated the imagination of the Bengali Vaiṣṇavas. Even Kṛṣṇa Dāsa Kavirāj in his Caitanya Caritamṛta writes as follows :—

এবে এক সখীগণের ইহা অধিকার ।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥
সখী বিনু এই লীলা পুষ্টি নাহি হয় ।
And সখী বিনু এই লীলায় নাহি অন্যের গতি ॥

2-81138-139.

Also সেই গোপী-ভাবামৃতে যার লোভ হয় ।
বেদ ধর্ম্ম সর্ব্ব তেজি সেই কৃষ্ণেরে ভজয় ॥

2-8-149.

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার ।
রাত্রিদিনে চিন্ত রাধাকৃষ্ণের বিহার ॥

2-8-155.

This idea has been variously elaborated by the Vaiṣṇava writers of later age, and the Manjarīs or Sakhīs of Rādhā have risen to paramount importance in the Vaiṣṇava theology. When the matter came to such a pass, it is no wonder that each Vaiṣṇava should declare himself a follower of a Sakhī, and the poets should associate themselves with the Manjarīs in the colophon.

From the manuscripts that we have been able to consult, we find that the book in which there is a colophon wherein the poet associates himself with a Manjarī, is comparatively modern.

In a manuscript named Dehanirṇaya, being the Calcutta University manuscript No. 613, we have the following in the colophon—

কোস্তুরি মঞ্জরি পাদপদ্ম করি ধ্যান ।
সংক্ষেপে কহিল এই দেহের আখ্যান ॥

The manuscript is dated 1259 B. S.

In another manuscript we have—

শ্রীগুণ মঞ্জরি গুণের নিধারি স্মরণ ভূষণ যে ॥
অনুগত বিনে এ সকল কথা কারে না কহিবে ভাই ।
নরোত্তম কহে পরম জানিলে তাহারে কহিতে চাই ॥

This is from a manuscript named Deha Tattva dated 1217 B. S.

In another manuscript we find—

রসবতি রাতুল চরণ করি আশ ।
শ্রীরস উজ্জ্বল কহে জগন্নাথ দাস ।

This is from the Calcutta University manuscript No. 598 dated 1219 B. S.

Again—

রসশূন্য মূর্খ রসিক দাস মূঢ়মতি ।
শ্রীরূপাহুগ্রহে কহে রতি-বিলাস-পদ্ধতি ॥

From the Calcutta University manuscript No. 586 dated 1188 B. S.

Naturally it creates doubt in our mind that the books wherein we have Manjarts in the colophons were most probably written at a time not very far off. This can help us to ascertain the real author of a Pada in case of difficulty or doubt. When we have a colophon like this—

অনঙ্গ মুঞ্জরি পাদপদ্ম করি আশ ।
স্বরূপ-কল্পতরু কহে নরোত্তম দাস ॥

(From the Calcutta University manuscript No. 2520),

we doubt, though the manuscript is not dated, that it is the work of the celebrated Narottama Dāsa. It is not improbable that some other Narottama might have written the book.

In another manuscript No. 3098 we have—

শ্রীরূপ মঞ্জরি পাদপদ্ম করি আশ ।
চোমৎকার চন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস ॥

Now, in the three manuscripts (*i.e.*, Deha Tattva noted above, and Nos. 2520, 3098), we have three Manjarts, *i.e.*, Guṇa Manjarī,

Ananga Manjarī and Rūpa Manjarī, mentioned as the spiritual guides of Narottama. It is generally seen that a poet strictly adheres to one Manjarī. When we find three of them revered by the same person we think that there is something unusual in it. It is therefore doubtful that these books were written by the same person.

Let us now turn to the Padas of Caṇḍīdāsa. In the second Pada (about তিমির আকার, etc.) that we have quoted towards the beginning of this discussion, we find that in two manuscripts the Pada is said to have been composed by one Kṛṣṇa Dāsa, but in the Sāhitya Pariṣad Edition of Caṇḍīdāsa, it is attributed to Caṇḍīdāsa. This naturally creates doubts in the mind as to the real authorship of the same. But the last line of the first version is this—

শ্রীরূপ কৃপাতে ইহা পাবে হাথে
সহজে মন রাখ বান্ধা।

In the second version quoted from the manuscript, we have the last lines omitted. But by carefully observing the text, it is not difficult to conjecture that the last two lines, as quoted above, were also in that version, which were accidentally omitted, thus leaving the couplet incomplete. In the Sāhitya Pariṣad edition we have—

রূপ করুণাতে পারিবে মিলিতে
ঘুচিবে মনের ধান্ধা।
কহে চণ্ডীদাস পূরিবেক আশ
তবে ত খাইবে সুধা॥

Here also the reference to Rūpa is quite clear. Now, what is the significance of this Rūpa? If it refers to Rūpa Goswāmī, we must say that it is a forgery, for Caṇḍīdāsa lived a long time before that Vaiṣṇava saint. But if it refers to শ্রীরূপ মঞ্জরী, it is also to be admitted that Caṇḍīdāsa is not the real author of the song, for nowhere is he accustomed to associate himself with Rūpa Manjarī in the colophon, as we have pointed out before. We have shown that such practice is comparatively modern, and can, therefore, say that the song was composed by some poet of later time, be he Kṛṣṇa Dāsa or whoever he may be, and that the song was wrongly

attributed to Caṇḍīdāsa. The rhyming of the last four lines is very peculiar. There we find ধান্ধা rhyming with সুধা, which is unsatisfactory. There is a clear sign of manipulation in the last four lines, as the following comparison will also show—

কৃষ্ণদাস বলে লাখে এক মীলে
ঘুচায় মনেরি ধান্ধা।
শ্রীরূপ কৃপাতে ইহা পাবে হাথে
সহজে মন রাখ বান্ধা ॥

Manuscript Version.

Versus

রূপ করুণাতে পারিবে মিলিতে
ঘুচিবে মনের ধান্ধা।
কহে চণ্ডীদাস পুরিবেক আশ
তবে ত খাইবে সুধা ॥

Sāhitya Pariṣad Edition.

The first part of the second line from the end (of the manuscript version) has been grafted to the last part (লাখে এক মিলে) of the fourth line from the end, while the third line from the end has been kept practically unchanged, and thus the 4th and 3rd line from the end of the Pariṣad version have been composed. The defective rhyming is due to the incapability of the manipulator. We can thus apply a critical test to the Padas of Caṇḍīdāsa. The songs, wherein we find a reference to Rūpa, or any Manjarī in the colophon, were most probably not written by Caṇḍīdāsa, but were attributed to him in later time. One may conjecture that some original lines well-known to the public were preserved intact, but the interpolater introduced some propaganda by a few lines of his own, and made the whole pass in the name of Caṇḍīdāsa thereby adding weight to the song. Or, it may be that when the Manjarī-cult was firmly established among the Bengali Vaiṣṇavas, some overzealous persons took up a song of Caṇḍīdāsa, and introduced invocations to Rūpa and Manjarīs in the colophons

in order to satisfy their own fancy, as also to prove that even a celebrated poet like Caṇḍīdāsa (Narottama and Kṛṣṇa Dāsa not excepted) had long before adopted this practice, thereby adding weight to their own procedure. But whatever that may be, there is no denying the fact that in these cases we mark signs of manipulation, and care should be taken to find out the real author.

We shall now quote a few of such doubtful Padas of Caṇḍīdāsa.

1. শুন শুন দিদি প্রেম সুধানিধি
কেমন তাহার জল।
কেমন তাহার গম্ভীর গম্ভীর
উপরে শেহালা দল॥
কেমন ডুবারু ডুবেছে তাহাতে
না জানি কি লাগি ডুবে।
ডুবিয়া রতন চিনিতে নারিলাম
পড়িয়া রহিলাম ভবে॥
আমি মনে করি আছে কত ভারি
না জানি কি ধন আছে।
নন্দের নন্দন কিশোরা কিশোরী
চমকি চমকি হাসে॥
সখীগণ মেলি দেয় করতালি
স্বরূপে মিশায়ে রয়।
স্বরূপ জানিয়ে রূপে মিশাইয়ে
ভাবিয়ে দেখিলে হয়॥
ভাবের ভাবনা আশ্রয় যে জনা
ডুবিয়ে রহিল সে।
আপনি তরিয়ে জগত তরায়
তাহারে তরাবে কে॥
চণ্ডীদাস বলে লাখে এক মিলে
জীবের লাগয়ে ধান্ধা।
শ্রীরূপ-করুণা যাহারে হইয়াছে
সেই সে সহজ বান্ধা॥

Song No. 782 of the Sāhitya Pariṣad Edition of Caṇḍīdāsa.

We shall not be surprised if any manuscript be found wherein this song is attributed to some other poet.

2. In Ratnasāra, Calcutta University manuscript No. 1111, we have the following—

ইহা জানি চণ্ডীদাস তরনি রমন।
গিত ছন্দে গাইলেন পিরিতি সে ধন॥
তথাহি পদং।
পিরিতি বলিআ তিনটী আখর
বিদিত ভুবন মাঝে।
জাহারে পসিল সেই সে মজিল
কি তার কলঙ্ক লাজে॥
দুহার অধর সুধারস পানে
তাহে উপজিল পি।
নয়ানে ২ বান বরিখানে
তাহে উপজিল রি।
হিআয় ২ পরস করিতে
তাহে উপজিল তি।
এ তিন আখর অতি মনহর
ইহার তুলনা কি॥
তাহে দুখ সুখ হয় পরতেক
সদাই সুখের পারা।
তরনি রমন করে নিবেদন
মরিলে না জায় ছাড়া॥

Ratnasāra by Kṛṣṇadāsa, p. 187.

In the Sāhitya Pariṣad Edition of Caṇḍīdāsa, (song No. 385), we have—

পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর
বিদিত ভুবন মাঝে।
তাহে যে পশিল সেই সে জানিল
কি তার কুল-ভয় লাজে॥

বেদ-বিধি পর সব অগোচর
ইহা কি জানে আনে।
রসে পর পর রসের অন্তর
সেই সে মরম জানে॥
দুহক অধর সুধারস বাণী
তাকে উপজিল পী।
হিয়ার হিয়ায় পরশ করিতে
তাহার তুলনা কি॥
কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনি
পীরিতি রসের চোর।
পীরিতি করিয়া ছাড়িতে নারিবে
আপনি হইবে চোর॥

This short piece, when compared with the previous one quoted from the Calcutta University manuscript No. 1111, tells an interesting tale. The first four lines are almost similar. Then in the Pariṣad edition we have four lines, of which there is no counterpart in the other. Similarity then again begins from দুহার অধর, etc. We have here two lines almost similar, but then the text of the Pariṣad edition has been abruptly contracted. When the topic came up to the finding of the significance of the three letters composing the word পীরিতি, we cannot understand why the text should be unnecessarily contracted after dealing with the letters পী only, as has been done in the Pariṣad Edition. This is clear sign of manipulation and this also undoubtedly shows that the original text was somewhat like that quoted from the Ratnasāra where we have the significance of the three letters clearly set forth. But let us take up the song No. 379 of the Pariṣad edition of Caṇḍīdāsa—

পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর
এ তিন ভুবন-সার।
এই মোর মনে হয় রাতি দিনে
ইহা বই নাহি আর।

বিহি এক চিতে ভাবিতে ভাবিতে
নিরমাণ কৈল পী।
সুধার সায়রে মথন করিয়া
তাহে উপজিল রি॥
পীরিতি-রসের সায়র মথিয়া
তাহে উপজিল তি।
সকল সুখের এ তিন আঁখর
উপমা বলিব কি॥

* * *

পীরিতি বন্ধন না যায় খণ্ডন
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥

Here—

সকল সুখের এ তিন আঁখর
উপমা বলিব কি।

is also almost similar to

এ তিন আখর অতি মনহর
ইহার তুলনা কি।

of the song quoted from the Ratnasāra, and

পীরিতি বন্ধন না যায় খণ্ডন

echoes the sense of

মরিলে না যায় ছাড়া

of the song of Ratnasāra.

It is not improbable that a song of তরণী রমণ has been thus utilised in fragments to compose more than one song attributed to Caṇḍīdāsa. We could even conjecture that তরণী রমণ utilised the materials of more than one song of Caṇḍīdāsa to compose one in his name, had we found the significance of the three letters

পীরিতি all traced in the song No. 379 quoted above. Here the contraction undoubtedly creates doubt about the authorship of Caṇḍīdāsa.

THE PADAS OF CAṆḌĪDĀSA

BY

MANINDRAMOHAN BOSE, M.A.

Reprinted from the Journal of the Department of Letters, Vol. XVI

CALCUTTA UNIVERSITY PRESS
1927

THE PADAS OF CAṆḌĪDĀSA

BY

MANINDRAMOHAN BOSE, M.A.

The Padas of Caṇḍīdasa are the richest treasure of the Bengali literature. They are attractive for their excellence and simplicity, but the love-romance of the songs is more enjoyable. Many attempts have bee made to compile a complete collection of the Padas of Caṇḍīdāsa, and many renowned scholars set their hands to this matter, with the result that many editions of the Padāvalī of Caṇḍīdāsa have been published. Even now we hear of the discovery of new songs of Caṇḍīdāsa, so, the process of addition is still going on But the time has come to apply critical tests to the songs of this poet in order to see that a particular Pada attributed to him is really the composition of Caṇḍīdāsa, and not of some other poet. In fact, we find that some of the songs which are passing in the name of Caṇḍīdāsa are attributed to other poets in some of the manuscript works. The following two songs are typical examples of this nature :—

1. In the manuscript (No. 3436, C. U. L.) we have :—

পীরিতি বলিয়ে একটী কমল
রুপীছু হীয়ার মাঝে।
প্রেম-পরিমল লোভিত ভমর
ধায়ল আপন কাজে॥
ভমরা জানএ কমল মাধুরী
তেঞি সে তাহার বশ।
রসিক জানএ রসের চাতুরি
আনে কহে অপজস॥
সুজন কুজন যে জন না জানে
তাহারে কহিব কি।
পরাণে পরাণে যে জন মীলয়ে
তাহারে পরান দি॥

ধরম করম লোক চরাচর
একথা বুঝিতে নারে ॥
জাহার হিদএ এ তিন আখর
সেই সে বুঝিতে পারে ॥
কহে নরহরি শুনগো সুন্দরী
পীরিতি রসের সার।
পীরিতি রসের রসিক নইলে
কি ছার জীবন তার ॥

In the Sāhitya Pariṣad Edition of Caṇḍīdāsa we have :—

পীরিতি বলিয়া একটী কমল
রসের সায়র মাঝে।
প্রেম-পরিমল লুবধ ভ্রমর
ধাওল আপন কাজে ॥
ভ্রমর জানয়ে কমল-মাধুরী
তেঁই সে তাহার বশ।
রসিক জানয়ে রসের চাতুরী
আনে করে অপযশ ॥

সই, একথা বুঝিবে কে।
যে জন জানয়ে সে যদি না কহে
কেমনে ধরিব সে ॥
ধরম করম লোক চরচাতে
এ কথা বুঝিতে নারে।
এ তিন আঁখর যাহার মরমে
সেই সে বুঝিতে পারে ॥
কহে চণ্ডীদাস শুন হে নাগরি
পীরিতি রসের সার।
পীরিতি রসের রসিক নহিলে
কি ছার জীবন তার ॥

p. 148.

These two Padas are almost similar, with the exception of a few lines in the middle part where we have in the manuscript :—

সুজন কুজন যে জন না জানে
তাহারে কহিব কি।
পরাণে পরাণে যে জন মীলয়ে
তাহারে পরাণ দি ॥

But in the Pariṣad Edition, we have :—

সই, এ কথা বুঝিবে কে।
যে জন জানয়ে সে যদি না কহে
কেমনে ধরিব সে ॥

2. In the manuscript (No. 3436, C. U. L.) we have :—

সহজ বুঝিবে কে।
তিমির আঁধার হইয়াছে পার
সহজে পসেচে সে ॥
চান্দের কাছেতে অবলা জে আছে
সেই সে রসেরি সার।
বিসেতে অমৃতে একত্রে মিলন
কে বুঝে মরম তার ॥
বাহিরে তাহার একটী দুয়ার
ভিতরে তিনটী আছে।
চোতুর হইয়ে দুইটী ছাড়িয়ে
থাকিবে একেরি কাছে ॥
যেন আম্র ফল ভিতর বাহির
কুসি ছাল তার কসা।
তার আস্বাদন জানিএ জে জন
করএ তাহার আসা ॥
সহজ জানিতে সাদ করে চিতে
সহজে সহজ বড়।
আপনা বুঝিএ সুজন দেখিয়ে
পীরিতি করিবে দড় ॥

কৃষ্ণদাস বলে   নাথে এক মীলে
ঘুচায় মনেরি ধান্ধা ।
শ্রীরূপ কৃপাতে   ইহা পাবে হাথে
সহজে মন বাধ বান্ধা ॥

We have also parts of the same Pada in the Svarūpa Kalpataru said to have been written by Narottama Dāsa (*vide* Calcutta University manuscript No. 2520).

তিমির আধারে   আছে জেই জন
সহজে পেয়েচে সে ॥
চাঁদের কাছে   অবলা আছে
সেই সে পিরিতি সার ।
বিসেতে অমৃতে   একত্র মিলন
কে জানে মহিমা তার ॥
ভিতরে তাহার   তিনটী দুয়ার
বাহিরে যে কাম হয় ।
চতুর হইয়া   দুইকে ছাড়িয়া
একের কাছেতে রয় ॥
জেন আম ফল   ভিতর বাহির
কুসি ছাল তার৷কসা ।
তার আস্বাদন   জানে জেই জন
করহ তাহার আসা ॥
কৃষ্ণদাস বলে   নাথে এক মিলে
ঘুচাই মোনের ধান্ধা ।

p. 17.

There is no difficulty to understand that these two padas are almost similar, but in the Sāhitya Pariṣad Edition of Caṇḍīdāsa we have :—

সহজ সহজ   সহজ কহয়ে
সহজ জানিবে কে ।
তিমির অন্ধকার   যে হইয়াছে পার
সহজ জেনেছে সে ॥

চাঁদের কাছে অবলা আছে
সেই সে পীরিতি সার।
বিষে অমৃততে মিলন একত্রে
কে বুঝিবে মরম তার॥
বাহিরে তাহার একটি দুয়ার
ভিতরে তিনটী আছে।
চতুর হইয়া দুইকে ছাড়িয়া
থাকিবে একের কাছে॥
যেন আম্রফল অতি সে রসাল
বাহিরে কুশী ছাল কষা।
ইহার আস্বাদন বুঝে যেই জন
করহ তাহার আশা॥
অভাগিয়া কাকে স্বাদু নাহি জানে
মজয়ে নিম্বের ফলে।
রসিক কোকিলা জ্ঞানের প্রভাবে
মজয়ে চূত-মুকুলে॥
নবীন মদন আছে একজন
গোকুলে তাহার থানা।
কামবীজ সহ ব্রজ-বধূগণ
করে তার উপাসনা॥
সহজ কথাটি মনে করি রাখ
শুনলো রজক-ঝি।
বাশুলী-আদেশে জানিবে বিশেষে
আমি আর বলিব কি॥
রূপ-করুণাতে পারিবে মিলিতে
ঘুচিবে মনের ধান্দা।
কহে চণ্ডীদাস পূরিবেক আশ
তবে ত খাইবে সুধা॥

p. 340.

It will thus be evident that there is some difficulty in the identification of the real author of some of the Padas. But there

is perhaps a critical test which can help us a great deal in this direction. It appears that the practice of putting oneself as the follower of some Manjarī (Sakhī of Rādhā) in the colophon is comparatively modern. Let us take up a few famous Vaiṣṇava writers :—

1. (*a*) Caṇḍīdāsa was the worshipper of Vāśulī, and hence he often puts himself in the colophon as the follower of that goddess, as :—

In the Padas :—

কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে
হেরিয়ে নখের কোণে।
জনম সফলে বিহি আনি দিল
এমন কোন না জনে॥

Pariṣad Edition, p. 15.

চণ্ডীদাসে কয় বাশুলী কৃপায়
আর নিবেদিব কায়।

Ibid, p. 151.

চণ্ডীদাসের মন বাশুলী চরণ
উপদেশ রজকী নারী।

Ibid, p. 152.

Or, (*b*) sometimes as Dvija Caṇḍīdāsa :—

দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে পীরিতি এমতি।
যার যত জ্বালা তার ততই পীরিতি॥

Ibid, p. 97.

Or, (*c*) sometimes as Baḍu Caṇḍīdāsa (বড়ু চণ্ডীদাস) :—

ধৈরয নাহিক তার।
বড়ু চণ্ডীদাস গায়॥

Ibid, p. 38.

Or, (*d*) sometimes he puts his name in the colophon with some characteristic remark peculiar to him about the subject treated in the Padas :—

চণ্ডীদাস কহে   রাখি কুলশীল
পুরাহ মনের সাধা ॥

Ibid, p. 38.

কহে চণ্ডীদাস   শুন রসময়
এত কি দানের লেখা ।
এ ঘাটে তরুণী   যোগের রমণী
আর কি পাইবে দেখা ॥

Ibid, p. 66.

কহে চণ্ডীদাসে বড় অপরূপ বাণী ।
চূড়া বাঁধি মুরলী শিখয়ে বিনোদিনী ॥

Ibid, p. 208.

In the Srīkṛṣṇa Kīrtana, the author puts himself as Baḍu Caṇḍīdāsa, a follower of Vāsalī :—

বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ।

Pariṣad Edition, p. 264.

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ।

Ibid, p. 265.

বাসলী-চরণ   শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥

Ibid, p. 80.

2. Vidyāpati also has his own way of putting himself in the colophon. Sometimes he does this with some appropriate remarks about the subject treated in the Padas, or sometimes he praises Śiva Siṁha, Rūp Nārāyaṇa, and Lakhimā :—

ভনই বিদ্যাপতি গাবে ।
বড় পুনে গুনমতি পুনমত পাবে ।

Pariṣad Edition, p. 11.

ভনই বিস্তাপতি ন বোল সন্দেহা।
সুপুরুস বচন পসানক রেহা॥

Ibid, p. 315.

ভনই বিদ্যাপতি   সুন বর নাগর
সবহু হোয়ত পরকার।
রাজা শিবসিংহ   রূপনারায়ণ
লখিমা-কন্ত উদার॥

Ibid, p. 75.

ভনই বিদ্যাপতি   অরে বর জৌবতি
এহু পরতখ পঁচবানে।
রাজা শিব সিংহ   রূপনারায়ণ
লখিমা দেবি রমানে॥

Ibid, p. 367.

3. Narottama generally puts himself as the disciple of Lokanātha Dāsa :—

লোকনাথ প্রভুর পদ হৃদয়ে বিলাস।
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস॥

Premabhakti Candrikā.

শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু   অধম জনার বন্ধু
লোকনাথ লোকের জীবন।
হা হা! প্রভু! কর দয়া   দেহ মোরে পদছায়া
নরোত্তম লইল শরণ॥

Prārthanā (4).

Or, sometimes he praises some other Vaiṣṇava worthies :—

রূপ রঘুনাথ পদে রহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস॥

Ibid (1).

দয়া কর আচার্য্য প্রভু শ্রীশ্রীনিবাস।
রামচন্দ্র সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস॥

Ibid (14).

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-প্রভু-দাস অনুদাস।
নরোত্তমদাস করে এই অভিলাষ॥

Ibid (27).

4. Vāsudeva Ghoṣa thus puts himself :—

বাসুদেব ঘোষ কহে মনে করি আশা।
গৌরপদ-দ্বন্দ্ব মনে করিয়া ভরসা॥

Padāvalī (1).

বাসুদেব ঘোষে বলে, ধর ধর কর কোলে,
গোরা মোর পরাণের পরাণি॥

Ibid (6).

কুঙ্কুম জিনিয়া অঙ্গ গন্ধ মনোহরা।
বাসু কহে কি দিয়া গড়িল বিধি গোরা॥

Ibid (7).

ধৈরয না বান্ধে মোর মনে।
বাসুদেব ঘোষ রস জানে॥

Ibid (20).

বাসুদেব ঘোষে কয় মনের হরিষে।
কত নিদ্রা যাও গোরা প্রেমের আলসে॥

Ibid (44).

গোরা বিনু প্রাণ রহে এই বড় লাজ।
বাসু কহে কেনে মুণ্ডে না পড়িল বাজ॥

Ibid (10).

5. Govinda Dāsa generally puts himself with some remark about the subject-matter of the Pada, peculiar to him :—

গোবিন্দ দাস কহে উঠি চলু সুন্দরী,
বিঘটন কানুক পীরিতি।

Ekānna Pada (3).

রজনী পোহায়ল গুরুজন জাগল
গোবিন্দদাস বলি যাই।

Ibid (5).

কত কত উপজল রস পরসঙ্গ।
গোবিন্দদাস তহি দেখত কত রঙ্গ॥

Ibid (28).

গোবিন্দ দাসিয়া কয় চরণেতে ধরি।
এখনি আনিয়া দিব তোমার প্রাণহরি॥

Padāvalī (323).

গোবিন্দদাস কহ এতহু না জানহ
কুবুজা অব নব রাণী।

Ibid (358).

6. Vṛndāvana Dāsa, the reputed author of the Caitanya Bhāgavat, scrupulously makes use of the following formula :—

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান॥

This is invariably found at the end of every chapter of his book.

7. Locana Dāsa, in his Caitanya Mangala, generally speaks of his Guru Narahari :—

ঠাকুর শ্রীনরহরি দাস প্রাণ অধিকারী
যাঁর পদপ্রতি আশে আশ।
অধমেহ সাধ করে, গোরাগুণ গাহিবারে
সে ভরসা এ লোচন দাস।

p. 2.

আমার ঠাকুর প্রভু নরহরি দাস।
প্রণতি বিনতি করোঁ পুর' মোর আশ॥

p. 3.

শ্রীনরহরি দাস পদ করি আশ
লোচনদাস গুণগায় ॥

p. 37.

8. Jayānanda thus puts himself :—

চিন্তিয়া চৈতন্য গদাধর-পদদ্বন্দ্ব ।
আদিখণ্ড জয়ানন্দ করিল প্রবন্ধ ॥

Caitanya Mangala, p. 5.

চিন্তিয়া চৈতন্য-গদাধর-পদদ্বন্দ্ব ।
বিশ্বরূপ-সন্ন্যাস গাইল জয়ানন্দ ॥

Ibid, p. 21.

চিন্তিয়া চৈতন্য গদাধর পদদ্বন্দ্ব ।
আনন্দে উত্তরখণ্ড গাএ জয়ানন্দ ॥

Ibid, p. 152.

9. Jadunandana Dāsa in his Karṇānanda speaks of Hemalatā, the daughter of Srīnivāsa Ācāryya :—

শ্রীআচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীল হেমলতা ।
প্রেমকল্পবল্লী কিবা নিরমল ধাতা ॥
সে দুই চরণ-পদ্ম হৃদয়ে বিলাস ।
কর্ণানন্দ-রস কহে যদুনন্দন দাস ॥

We have thus dealt with some of the principal Vaiṣṇava poets. By way of further verification let us now take up some other Vaiṣṇava poets, as also the other works of some of the poets we have treated above.

1. Kṛṣṇa Dāsa translated in Bengali the Camatkāra Candrikā, a Sanskrit work written by Viśvanāth Chakravarty, who was living about 1662 Saka. He thus puts himself in this book :—

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ পদে করি আশ ।
প্রথম কুতূহল লীলা কহে কৃষ্ণদাস ॥

Note. This Kṛṣṇa Dāsa is not the celebrated author of the Caritāmṛta, who flourished about a century before.

2. In the Rasakalpa Latikā, Locana Dāsa thus puts himself in the colophon :—

শ্রীনরহরি পাদ-পদ্ম করি মনে আশ ।
রসকল্প-লতিকা কহে লোচন দাস ॥ p. 4.

3. In the Upāsanā Paṭala by Narottama Dāsa, the author thus puts himself :—

বৈষ্ণব গোসাঞি কর কৃপা নিরক্ষণ ।
বিকাইনু তব পায় দেহ প্রেম ধন ॥
রামচন্দ্র কবিরাজ মোর মোক্ষদাস ।
উপাসনা তত্ত কহে নরোত্তম দাস ॥

This we quote from the Calcutta University manuscript No. 557. written about the year 1069 B.S.

4. In the Upāsanā Tattva which is spoken of as the tenth chapter of Guru-Śiṣya Saṁvāda written by Narottama Dāsa, the author thus puts himself in the colophon :—

শ্রীলোকনাথ ঠাকুর চরণ স্মরণ অভিলাস ।
গুরুসিষ্য সম্বাদ কহেন নরোত্তম দাস ॥

Note. This we quote from the Calcutta University manuscript No. 558 written on the 13th Vaiśākh of 1069 B.S.

5. In a work named Svarūpa Varṇana, we have the following :—

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আস ।
স্বরূপবর্ণন কিছু কহে কৃষ্ণ দাস ॥

The mention of Rūpa and Raghunāth in the colophon seems to indicate that the writer may be the author of the celebrated Caitanya Caritāmṛta. But this is far from being the case. We have the following lines in the same work—

গোপালভট্টের শিষ্য আচার্য্য শ্রীনিবাস ।
তার সঙ্গে রহে সদা বৃন্দাবন দাস ॥

লোকনাথ গোস্বামির শিষ্য কহি তার নাম ।
ঠাকুর শ্রীনরোত্তম অতি অনুপাম ॥ etc.

This shows that the book was written after Śrīnivāsa and Narottama acquired fame in Bengal. The respectful manner in which these two Vaiṣṇava worthies are mentioned in the poem shows that this could not have been done by the author of the Caritāmṛta. We quote the above from the Calcutta University manuscript No. 559, dated 1071 B.S.

6. In another work Narottama thus puts himself :—

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত চরণ ।
দন্তে তৃণ করি মাগোঁ সেহ শ্রীচরণ ॥
তোমা সভার পদ রজ চিতে অভিলাষ ।
উপাসনা-পটল কহে শ্রীনরোত্তম দাস ॥

Note :—This work is dated 1087 B.S. We quote this from the Calcutta University manuscript No. 563.

7. In the Dipakojjvala Grantha by Baṁśī Dāsa, the author thus puts himself :—

শ্রীগুরু পাদ পদ্মে সদা যার আশ ।
পঞ্চম অধ্যায় কথা কহে বংশিদাস ॥

Note.—We quote this from the Calcutta University manuscript No. 564.

8. In the Rādhārasa Kārikā dated 1081 B.S., Narottama puts himself as :—

শ্রীলোকনাথ গোস্বামির পাদ পদ্ম করি আশ ।
রাধা-রস-কারিকা কহে শ্রীনরোত্তম দাস ॥

9. And in the Pada Kalpataru we have a host of other poets expressing themselves in similar manner :—

নিরমল গৌর প্রেমরস সিঞ্চনে
পূরল সব মন আশ ।
সো চরণাম্বুজে রতি নাহি হোয়ল
রোয়ত বৈষ্ণব দাস ॥ p. 1. (Pariṣad Edition(

যো রসে ভাসি অবশ মহিমণ্ডল
গোবিন্দ দাস তহিঁ পরশ না ভেলি ॥ p. 3.
কহে বৃন্দাবন অদ্বৈত চরণ
হিয়ার মাঝারে ধরি ॥ p. 5.
জয় জয় গৌর অভিন্ন কলেবর।
কুকরই কাতর দাস মনোহর ॥ p. 5.
আপন করম দোষে ভেল বঞ্চিত
দুরমতি বৈষ্ণবদাস ॥ p. 6.
চণ্ডীদাস পদে যার রতি সেই
পিরিতি মরম জানে।
পিরিতি বিহীন জনে ধিক্ রহ
দাস নরহরি ভণে। p. 12.
জ্ঞান দাস কহে যুগল অপরূপ। p. 61.
কহে রাধামোহন প্রেম-তরঙ্গ ॥ p. 63.

We have here given a sufficiently long list of the Vaiṣṇava authors, but with none of them we find it customary to express himself as the follower of a Manjarī or Sakhī of Rādhā in the colophon of a Pada. We have already observed that the earlier Vaiṣṇava poets usually made some characteristic remarks, peculiar to them, about the subjects treated in the Padas, or owned themselves as the disciples of their Gurus in the colophons. They had gone thus far, but no further, in this respect.

There is another important point to be noted here. There is a tendency among the Bengali Vaiṣṇavas to proclaim Caitanya as an incarnation of Kṛṣṇa. Rāma and his brothers are said to be Viṣṇu incarnated in four parts, and Lakṣmī born in the form of Sītā. In the Mahābhārata, Kṛṣṇa is Viṣṇu, Judhiṣṭhira is Dharma, Arjuna is Indra, Bhīma is Pavana and so on with other personages. It is also believed that when God incarnates Himself, His associates in heaven are also born as His associates on earth. Working on this principle the Bengali Vaiṣṇavas have identified Caitanya and his companions with Kṛṣṇa and his associates in the Dvāpara Age. Thus, Caitanya is Kṛṣṇa, and his wife is Lakṣmī, the consort of Viṣṇu in Heaven. Advaita is Mahādeva, who with Viṣṇu

and Brahmā form the Hindu Trinity. Nityānanda is Balarāma, the elder brother of Kṛṣṇa in the Dvāpara age. Other Vaiṣṇava worthies have also been identified in a similar manner. Thus—

Abhirāma Ṭhākur	is	Śrīdāma
Sundarānanda	,,	Sodāma
Dhananjaya Pandit	,,	Vasudāma
Gourīdās Pandit	,,	Subala
Kamalākara Pipalai	,,	Mahābala
Uddhāran Datta	,,	Subāhu
Mohesa Pandit	,,	Mahābāhu
Puruṣottama Dāsa	,,	Stoka Kṛṣṇa
Parameśvara Dāsa	,,	Arjuna
Kālā Kṛṣṇa Dāsa	,,	Labanga
Śrīdhara Pandit	,,	Madhumangala
Halāudha Thākur	,,	Bala Deva
etc. etc.		

(From Gauragaṇoddeṣadīpikā, Ślokas 126-135.)

And a host of other worthies have been similarly identified. The list is too numerous to be mentioned here. But it is to be noted that in this identification not a single Vaiṣṇava has been identified with a Sakhī or any female companion of Rādhā and Kṛṣṇa. There is also a tendency to identify some of the Vaiṣṇavas with the Sakhīs of Rādhā. Thus—

Gadādhara Pandit	is	Rādhā
Rūpa Goswāmī	,,	Lalitā
Rai Rāmānanda	,,	Biśākhā
Śivānanda	,,	Sucitrā
Rāmānanda	,,	Campakalatā
Govinda Ghose	,,	Ranga Devī
Vāsu Ghose	,,	Sudevī
Mādhava Ghose	,,	Tungā
Govindānanda	,,	Indurekhā

(From Caitanya Saṁgītā, p. 25.)

Kṛṣṇa Dāsa Kavirāj	is	Ratnarekhā
Ciranjīva Sen	,,	Rupakaṇṭhī
Sadāśiva Kavirāj	,,	Candrāvalī

(Father of
Puruṣottama
Thākur = Stoka Sakhā)
Kangsāri Sen is Ratnāvalī
(Father of Sadāsiva)
(Taken from Gaurānga Sevaka Patrikā.)

Even the Manjarīs have been similarly identified—

সৌভাগ্য মঞ্জরি নাম দাস গদাধর।
* * *
শ্রীরূপ মঞ্জরি হয় শ্রীরূপ গোসাঞি।
And লবঙ্গ মঞ্জরি হয় গোসাঞি সনাতন।
রতি মঞ্জরি হয় রঘুনাথ দাস।
অনঙ্গ মঞ্জরি হয় গোপাল ভট্ট।
রস মঞ্জরি হয় রঘুনাথ ভট্ট।
আনন্দ মঞ্জরি হয় লোকনাথ।
বিলাস মঞ্জরি হয় জীব গোস্বামী।
কস্তুরি মঞ্জরি হয় কৃষ্ণদাস কবিরাজ।
etc., etc.

(From Rāgamālā by Narottama Dāsa, Calcutta University manuscript No. 565, pp. 5-6.)

We here find three grades of identification. In the first grade the male mates of Kṛṣṇa are identified with the companions of Caitanya. In the second grade the Sakhīs or chief companions of Rādhā are identified with some of the Vaiṣṇavas. In the third grade, the Manjarīs or the companions of the chief Sakhīs are also identified with some of the notable Vaiṣṇavas. A further long list can also be supplemented.

Let us now see what lies at the root of bringing these Sakhis and Manjarīs into such prominence.

In the Caitanya Caritāmṛta (2-8-110) we have—

প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী।

And মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তাঁর কায় ব্যূহ রূপ ॥

This shows that Rādhā is the personification of the purest divine emotion and her Sakhīs are the metaphorical representations of the finer elements of that emotion. This is a characteristic feature of the Vaiṣṇava theology which is too well-known to require any further elucidation. Even Kr-ṇa is said to have incarnated himself as Caitanya Deva in order to taste this love of Rādhā. (Caitanya Caritāmṛta, 1-1-6). Now, this divine love is of two kinds—Mukhya and Gauṇa. The former is further subdivided into five finer emotions, called Śānta, Patrī, Preya, Vātsalya and Madhura; and the latter into seven finer emotions, such as, Hāsya, Adbhuta, Vīra, Karuṇa, Raudra, Bhayānaka and Vibhatsa. Even these finer emotions are said to be tinged each with a particular colour of its own, such as, Śveta (white), Chitra, Aruṇa (orange), Śoṇa (Blood-red), Śyāma (green), Pāndura (straw-colour), Pingala (yellow), Gaura (indigo), Dhumra (ash-like), Rakta (red), Kāla (black) and Nīla (blue). (Bhaktirasāmṛta, South, 5164-7)

These twelve finer emotions at once remind us of the twelve Sakhīs of Rādhā. Many writers have even ascribed a particular colour to a Manjarī, such as—

শ্রীললিতাজিউ গোরচনা বর্ণ... ।
শ্রীবিশাখাজিউ বিদ্যুত বর্ণ...
শ্রীচিত্রাজিউ কুঙ্কুম বর্ণ... ।
শ্রীচম্পকলতা জিউ চম্পকবর্ণ... ।
শ্রীশ্রীতুঙ্গবিদ্যা জিউ চন্দনমিশ্রিত কুঙ্কুম বর্ণ... ।
শ্রীইন্দুরেখা জিউ হরিতালবর্ণ... ।
ইত্যাদি

(From Guṇātmikā, C. U. Manuscript No. 560.)

Then about the Manjarīs. The conception is that each Sakhī has a number of female companions who are designated as Manjarīs. They have received due attention from the Vaiṣṇava poets. Not only the colour of the body and of the wearing cloth (Sārī) of each has been ascertained, but the age even in years, months and days has been fixed.

Let us now see how these Manjarīs came to be associated with the names of the poets in the colophons.

From the fact that in the post-Caitanya Vaiṣṇava literature special importance is attached to Kṛṣṇa's adopting the emotions of Rādhā in the form of Caitanya Deva for tasting divine love, the idea that each devotee should similarly adopt a particular emotion for spiritual culture, captivated the imagination of the Bengali Vaiṣṇavas. Even Kṛṣṇa Dāsa Kavirāj in his Caitanya Caritamṛta writes as follows :—

এবে এক সখীগণের ইহা অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥
সখী বিনু এই লীলা পুষ্টি নাহি হয়।
And সখী বিনু এই লীলায় নাহি অন্যের গতি॥

2-81138-139.

Also সেই গোপী-ভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদ ধর্ম্ম সর্ব্ব তেজি সেই কৃষ্ণেরে ভজয়॥

2-8-149.

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রিদিনে চিন্ত রাধাকৃষ্ণের বিহার॥

2-8-155.

This idea has been variously elaborated by the Vaiṣṇava writers of later age, and the Manjarīs or Sakhīs of Rādhā have risen to paramount importance in the Vaiṣṇava theology. When the matter came to such a pass, it is no wonder that each Vaiṣṇava should declare himself a follower of a Sakhī, and the poets should associate themselves with the Manjarīs in the colophon.

From the manuscripts that we have been able to consult, we find that the book in which there is a colophon wherein the poet associates himself with a Manjarī, is comparatively modern.

In a manuscript named Dehanirṇaya, being the Calcutta University manuscript No. 613, we have the following in the colophon—

কোস্তরি মুঞ্জরি পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিল এই দেহের আখ্যান॥

The manuscript is dated 1259 B. S.

In another manuscript we have—

শ্রীগুণ মঞ্জরি গুণের নিধারি স্মরণ ভূষণ যে ॥
অনুগত বিনে এ সকল কথা কারে না কহিবে ভাই ।
নরোত্তম কহে পরম জানিলে তাহারে কহিতে চাই ॥

This is from a manuscript named Deha Tattva dated 1217 B. S.

In another manuscript we find—

রসবতি রাতুল চরণ করি আশ ।
শ্রীরস উজ্জ্বল কহে জগন্নাথ দাস ।

This is from the Calcutta University manuscript No. 598 dated 1219 B. S.

Again—

রসশূন্য মূর্খ রসিক দাস মূঢ়মতি ।
শ্রীরূপানুগ্রহে কহে রতি-বিলাস-পদ্ধতি ॥

From the Calcutta University manuscript No. 586 dated 1188 B. S.

Naturally it creates doubt in our mind that the books wherein we have Manjarīs in the colophons were most probably written at a time not very far off. This can help us to ascertain the real author of a Pada in case of difficulty or doubt. When we have a colophon like this—

অনঙ্গ মঞ্জরি পাদপদ্ম করি আস ।
স্বরূপ-কল্পতরু কহে নরোত্তম দাস ॥

(From the Calcutta University manuscript No. 2520),

we doubt, though the manuscript is not dated, that it is the work of the celebrated Narottama Dāsa. It is not improbable that some other Narottama might have written the book.

In another manuscript No. 3098 we have—

শ্রীরূপ মঞ্জরি পাদপদ্ম করি আশ ।
চোমৎকার চন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস ॥

Now, in the three manuscripts (*i.e.*, Deha Tattva noted above, and Nos. 2520, 3098), we have three Manjarīs, *i.e.*, Guṇa Manjarī,

Ananga Manjarī and Rūpa Manjarī, mentioned as the spiritual guides of Narottama. It is generally seen that a poet strictly adheres to one Manjarī. When we find three of them revered by the same person we think that there is something unusual in it. It is therefore doubtful that these books were written by the same person.

Let us now turn to the Padas of Caṇḍīdāsa. In the second Pada (about তিমির আকার, etc.) that we have quoted towards the beginning of this discussion, we find that in two manuscripts the Pada is said to have been composed by one Kṛṣṇa Dāsa, but in the Sāhitya Pariṣad Edition of Caṇḍīdāsa, it is attributed to Caṇḍīdāsa. This naturally creates doubts in the mind as to the real authorship of the same. But the last line of the first version is this—

শ্রীরূপ কৃপাতে ইহা পাবে হাথে
সহজে মন রাখ বাঁধা ।

In the second version quoted from the manuscript, we have the last lines omitted. But by carefully observing the text, it is not difficult to conjecture that the last two lines, as quoted above, were also in that version, which were accidentally omitted, thus leaving the couplet incomplete. In the Sāhitya Pariṣad edition we have—

রূপ করুণাতে পারিবে মিলিতে
ঘুচিবে মনের ধাঁধা ।
কহে চণ্ডীদাস পুরিবেক আশ
তবে ত খাইবে সুধা ॥

Here also the reference to Rūpa is quite clear. Now, what is the significance of this Rūpa ? If it refers to Rūpa Goswāmī, we must say that it is a forgery, for Caṇḍīdāsa lived a long time before that Vaiṣṇava saint. But if it refers to শ্রীরূপ মঞ্জরী, it is also to be admitted that Caṇḍīdāsa is not the real author of the song, for nowhere is he accustomed to associate himself with Rūpa Manjarī in the colophon, as we have pointed out before. We have shown that such practice is comparatively modern, and can, therefore, say that the song was composed by some poet of later time, be he Kṛṣṇa Dāsa or whoever he may be, and that the song was wrongly

attributed to Caṇḍīdāsa. The rhyming of the last four lines is very peculiar. There we find ধান্ধা rhyming with সুধা, which is unsatisfactory. There is a clear sign of manipulation in the last four lines, as the following comparison will also show—

কৃষ্ণদাস বলে　　　সাধে এক মীলে
ঘুচায় মনেরি ধান্ধা ।
শ্রীরূপ কৃপাতে　　　ইহা পাবে হাথে
সহজে মন হাথ বান্ধা ॥

Manuscript Version.

Versus

রূপ করুণাতে　　　পারিবে মিলিতে
ঘুচিবে মনের ধান্ধা ।
কহে চণ্ডীদাস　　　পুরিবেক আশ
তবে ত খাইবে সুধা ॥

Sāhitya Pariṣad Edition.

The first part of the second line from the end (of the manuscript version) has been grafted to the last part (সাধে এক মিলে) of the fourth line from the end, while the third line from the end has been kept practically unchanged, and thus the 4th and 3rd line from the end of the Pariṣad version have been composed. The defective rhyming is due to the incapability of the manipulator. We can thus apply a critical test to the Padas of Caṇḍīdāsa. The songs, wherein we find a reference to Rūpa, or any Manjarī in the colophon, were most probably not written by Caṇḍīdāsa, but were attributed to him in later time. One may conjecture that some original lines well-known to the public were preserved intact, but the interpolater introduced some propaganda by a few lines of his own, and made the whole pass in the name of Caṇḍīdāsa thereby adding weight to the song. Or, it may be that when the Manjarī-cult was firmly established among the Bengali Vaiṣṇavas, some overzealous persons took up a song of Caṇḍīdāsa, and introduced invocations to Rūpa and Manjarīs in the colophons

in order to satisfy their own fancy, as also to prove that even a celebrated poet like Caṇḍīdāsa (Narottama and Kṛṣṇa Dāsa not excepted) had long before adopted this practice, thereby adding weight to their own procedure. But whatever that may be, there is no denying the fact that in these cases we mark signs of manipulation, and care should be taken to find out the real author.

We shall now quote a few of such doubtful Padas of Caṇḍīdāsa.

1. শুন শুন দিদি প্রেম সুধানিধি
কেমন তাহার জল।
কেমন তাহার গম্ভীর গম্ভীর
উপরে শেহালা দল॥
কেমন ডুবারু ডুবেছে তাহাতে
না জানি কি লাগি ডুবে।
ডুবিয়া রতন চিনিতে নারিলাম
পড়িয়া রহিলাম ভবে॥
আমি মনে করি আছে কত ভারি
না জানি কি ধন আছে।
নন্দের নন্দন কিশোরা কিশোরী
চমকি চমকি হাসে॥
সখীগণ মেলি দেয় করতালি
স্বরূপে মিশায়ে রয়।
স্বরূপ জানিয়ে রূপে মিশাইয়ে
ভাবিয়ে দেখিলে হয়॥
ভাবের ভাবনা আশ্রয় যে জনা
ডুবিয়ে রহিল সে।
আপনি তরিয়ে জগত তরায়
তাহারে তরাবে কে॥
চণ্ডীদাস বলে লাখে এক মিলে
জীবের লাগয়ে ধান্ধা।
শ্রীরূপ-করুণা যাহারে হইয়াছে
সেই সে সহজ বান্ধা॥

Song No. 782 of the Sāhitya Pariṣad Edition of Caṇḍīdāsa.

We shall not be surprised if any manuscript be found wherein this song is attributed to some other poet.

2. In Ratnasāra, Calcutta University manuscript No. 1111, we have the following—

ইহা জানি চণ্ডীদাস তরনি রমন।
গিত ছন্দে গাইলেন পিরিতি সে ধন ॥
তথাহি পদং।

পিরিতি বলিআ তিনটী আখর
বিদিত ভুবন মাঝে।
জাহারে পশিল সেই সে মজিল
কি তার কলঙ্ক লাজে ॥
দুহার অধর সুধারস পানে
তাহে উপজিল পি।
নআনে ২ বান বরিখানে
তাহে উপজিল রি।
হিআয় ২ পরস করিতে
তাহে উপজিল তি।
এ তিন আখর অতি মনহর
ইহার তুলনা কি ॥
তাহে দুখ সুখ হয় পরতেক
সদাই সুখের পারা।
তরনি রমন করে নিবেদন
মরিলে না জায় ছাড়া ॥

Ratnasāra by Kṛṣṇadāsa, p. 187.

In the Sāhitya Pariṣad Edition of Caṇḍīdāsa, (song No. 385), we have—

পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর
বিদিত ভুবন মাঝে।
তাহে যে পশিল সেই সে জানিল
কি তার কুল-ভয় লাজে ॥

বেদ-বিধি পর সব অগোচর
ইহা কি জানে আনে।
রসে গর গর রসের অন্তর
সেই সে মরম জানে ॥
দুহুক অধর সুধারস বাণী
তাতে উপজিল পী।
হিয়ায় হিয়ায় পরশ করিতে
তাহার তুলনা কি ॥
কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনি
পীরিতি রসের ভোর।
পীরিতি করিয়া ছাড়িতে নারিবে
আপনি হইবে চোর ॥

This short piece, when compared with the previous one quoted from the Calcutta University manuscript No. 1111, tells an interesting tale. The first four lines are almost similar. Then in the Pariṣad edition we have four lines, of which there is no counterpart in the other. Similarity then again begins from দুহার অধর, etc. We have here two lines almost similar, but then the text of the Pariṣad edition has been abruptly contracted. When the topic came up to the finding of the significance of the three letters composing the word পীরিতি, we cannot understand why the text should be unnecessarily contracted after dealing with the letters পী only, as has been done in the Pariṣad Edition. This is clear sign of manipulation and this also undoubtedly shows that the original text was somewhat like that quoted from the Ratnasūra where we have the significance of the three letters clearly set forth. But let us take up the song No. 379 of the Pariṣad edition of Caṇḍidāsa—

পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর
এ তিন ভুবন-সার।
এই মোর মনে হয় রাতি দিনে
ইহা বই নাহি আর।

বিহি এক চিতে   ভাবিতে ভাবিতে
নিরমাণ কৈল পী।
সুধার সায়রে   মথন করিয়া
তাহে উপজিল রি॥
পীরিতি-রসের   সায়র মথিয়া
তাহে উপজিল তি।
সকল সুখের   এ তিন আঁখর
উপমা বলিব কি॥

* * *

পীরিতি বন্ধন   না যায় খণ্ডন
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥

Here—

সকল সুখের   এ তিন আঁখর
উপমা বলিব কি।

is also almost similar to

এ তিন আখর   অতি মনহর
ইহার তুলনা কি।

of the song quoted from the Ratnasāra, and

পীরিতি বন্ধন   না যায় খণ্ডন

echoes the sense of

মরিলে না যায় ছাড়া

of the song of Ratnasāra.

It is not improbable that a song of তরণী রমণ has been thus utilised in fragments to compose more than one song attributed to Caṇḍīdāsa. We could even conjecture that তরণী রমণ utilised the materials of more than one song of Caṇḍīdāsa to compose one in his name, had we found the significance of the three letters

পীরিতি all traced in the song No. 379 quoted above. Here the contraction undoubtedly creates doubt about the authorship of Caṇḍīdāsa.

THE PADAS OF CAṆḌĪDĀSA

BY

MANINDRAMOHAN BOSE, M.A.

Reprinted from the Journal of the Department of Letters,
Vol. XVI

CALCUTTA UNIVERSITY PRESS
1927

THE PADAS OF CAṆḌĪDĀSA

BY

MANINDRAMOHAN BOSE, M.A.

The Padas of Caṇḍīdasa are the richest treasure of the Bengali literature. They are attractive for their excellence and simplicity, but the love-romance of the songs is more enjoyable. Many attempts have bee made to compile a complete collection of the Padas of Caṇḍīdāsa, and many renowned scholars set their hands to this matter, with the result that many editions of the Padāvalī of Caṇḍīdāsa have been published. Even now we hear of the discovery of new songs of Caṇḍīdāsa, so, the process of addition is still going on. But the time has come to apply critical tests to the songs of this poet in order to see that a particular Pada attributed to him is really the composition of Caṇḍīdāsa, and not of some other poet. In fact, we find that some of the songs which are passing in the name of Caṇḍīdāsa are attributed to other poets in some of the manuscript works. The following two songs are typical examples of this nature :—

1. In the manuscript (No. 3436, C. U. L.) we have :—

পীরিতি বলিয়ে একটী কমল
রসের সায়র মাঝে ।
প্রেম-পরিমল লোভিত ভ্রমর
ধায়ল আপন কাজে ॥
ভ্রমরা জানএ কমল মাধুরী
তেঁই সে তাহার বশ ।
রসিক জানএ রসের চাতুরি
আনে কহে অপজস ॥
সুজন কুজন যে জন না জানে
তাহারে কহিব কি ।
পরাণে পরাণে যে জন মীলয়ে
তাহারে পরান দি ॥

ধরম করম লোক চরাচর
একথা বুঝিতে নারে ॥
জাহার রিদএ এ তিন আখর
সেই সে বুঝিতে পারে ॥
কহে নরহরি সুনগো সুন্দরী
পীরিতি রসের সার।
পীরিতি রসের রসিক নহিলে
কি ছার জীবন তার ॥

In the Sāhitya Pariṣad Edition of Cagḍidāsa we have :—

পীরিতি বলিয়া একটী কমল
রসের সায়র মাঝে।
প্রেম-পরিমল লুবধ ভ্রমর
ধাওল আপন কাজে ॥
ভ্রমর জানয়ে কমল-মাধুরী
তেঁই সে তাহার বশ।
রসিক জানয়ে রসের চাতুরী
আনে করে অপযশ ॥

সই, একথা বুঝিবে কে।
যে জন জানয়ে সে যদি না কহে
কেমনে ধরিব দে ॥
ধরম করম লোক চরচাতে
এ কথা বুঝিতে নারে।
এ তিন আঁখর যাহার মরমে
সেই সে বুঝিতে পারে ॥
কহে চণ্ডীদাস শুন হে নাগরি
পীরিতি রসের সার।
পীরিতি রসের রসিক নহিলে
কি ছার জীবন তার ॥

p. 148.

These two Padas are almost similar, with the exception of a few lines in the middle part where we have in the manuscript :—

সুজন কুজন যে জন না জানে
তাহারে কহিব কি ।
পরাণে পরাণে যে জন মীলয়ে
তাহারে পরাণ দি ॥

But in the Pariṣad Edition, we have :—

সই, এ কথা বুঝিবে কে ।
যে জন জানয়ে সে যদি না কহে
কেমনে ধরিব সে ॥

2. In the manuscript (No. 3436, C. U. L.) we have :—

সহজ বুঝিবে কে ।
তিমির আধার হইয়াছে পার
সহজে পসেচে সে ॥
চান্দের কাছেতে অবলা যে আছে
সেই সে রসেরি সার ।
বিসেতে অমৃতে একত্রে মিলন
কে বুঝে মরম তার ॥
বাহিরে তাহার একটী দুয়ার
ভিতরে তিনটী আছে ।
চোতুর হইয়ে দুইটী ছাড়িয়ে
থাকিবে একেরি কাছে ॥
জেন আম্র ফল ভিতর বাহির
কুসি ছাল তার কসা ।
তার আস্বাদন জানএ যে জন
করএ তাহার আসা ॥
সহজ জানিতে সাদ করে চিতে
সহজে সহজ বড় ।
আপনা বুঝিএ সুজন দেখিয়ে
পীরিতি করিবে দড় ॥

কৃষ্ণদাস বলে লাখে এক মীলে
ঘুচায় মনেরি ধাঙ্কা।
শ্রীরূপ কৃপাতে ইহা পাবে হাথে
সহজে মন রাখ বান্ধা॥

We have also parts of the same Pada in the Svarūpa Kalpataru said to have been written by Narottama Dāsa (*vide* Calcutta University manuscript No. 2520).

তিমির আধারে আছে জেই জন
সহজে পেয়েচে সে॥
চাঁদের কাছে অবলা আছে
সেই সে পিরিতি সার।
বিসেতে অমৃতে একত্র মিলন
কে জানে মহিমা তার॥
ভিতরে তাহার তিনটী দুয়ার
বাহিরে যে কাম হয়।
চতুর হইয়া দুইকে ছাড়িয়া
একের কাছেতে রয়॥
জেন আম্র ফল ভিতর বাহির
কুসি ছাল তারকসা।
তার আস্বাদন জানে জেই জন
করহ তাহার আসা॥
কৃষ্ণদাস বলে লাখে এক মিলে
ঘুচাই মোনের ধান্ধা।

p. 17.

There is no difficulty to understand that these two padas are almost similar, but in the Sāhitya Pariṣad Edition of Caṇḍīdāsa we have :—

সহজ সহজ সহজ কহয়ে
সহজ জানিবে কে।
তিমির অন্ধকার যে হইয়াছে পার
সহজ জেনেছে সে॥

চাঁদের কাছে অবলা আছে
সেই সে পীরিতি সার।
বিষে অমৃততে মিলন একত্রে
কে বুঝিবে মরম তার॥
বাহিরে তাহার একটি দুয়ার
ভিতরে তিনটা আছে।
চতুর হইয়া দুইকে ছাড়িয়া
থাকিবে একের কাছে॥
যেন আম্রফল অতি সে রসাল
বাহিরে কুশী ছাল কষা।
ইহার আস্বাদন বুঝে যেই জন
করহ তাহার আশা॥
অভাগিয়া কাকে স্বাদু নাহি জানে
মজয়ে নিম্বের ফলে।
রসিক কোকিলা জ্ঞানের প্রভাবে
মজয়ে চূত-মুকুলে॥
নবীন মদন আছে একজন
গোকুলে তাহার থানা।
কামবীজ সহ ব্রজ-বধূগণ
করে তার উপাসনা॥
সহজ কথাটি মনে করি রাখ
শুনলো রজক-ঝি।
বাশুলী-আদেশে জানিবে বিশেষে
আমি আর বলিব কি॥
রূপ-করুণাতে পারিবে মিলিতে
ঘুচিবে মনের ধান্দা।
কহে চণ্ডীদাস পূরিবেক আশ
তবে ত খাইবে সুধা॥

p. 340.

It will thus be evident that there is some difficulty in the identification of the real author of some of the Padas. But there

is perhaps a critical test which can help us a great deal in this direction. It appears that the practice of putting oneself as the follower of some Manjarī (Sakhī of Rādhā) in the colophon is comparatively modern. Let us take up a few famous Vaiṣṇava writers :—

1. (*a*) Caṇḍīdāsa was the worshipper of Vāsulī, and hence he often puts himself in the colophon as the follower of that goddess, as :—

In the Padas :—

কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে
হেরিয়ে নয়ের কোণে।
জনম সফলে বিহি আনি দিল
এমন কোন না জনে॥

Pariṣad Edition, p. 15.

চণ্ডীদাসে কয় বাশুলী কৃপায়
আর নিবেদিব কায়।

Ibid, p. 151.

চণ্ডীদাসের মন বাশুলী চরণ
উপদেশ রজকী নারী।

Ibid, p. 152.

Or, (*b*) sometimes as Dvija Caṇḍīdāsa :—

দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে পীরিতি এমতি।
যার যত জ্বালা তার ততই পীরিতি॥

Ibid, p. 97.

Or, (*c*) sometimes as Baḍu Caṇḍīdāsa (বড়ু চণ্ডীদাস) :—

ধৈরয নাহিক তায়।
বড়ু চণ্ডীদাস গায়॥

Ibid, p. 38.

Or, (*d*) sometimes he puts his name in the colophon with some characteristic remark peculiar to him about the subject treated in the Padas :—

চণ্ডীদাস কহে রাখি কুলশীল
পূরাহ মনের সাধা ॥

Ibid, p. 38.

কহে চণ্ডীদাস শুন রসময়
এত কি দানের লেখা।
এ ঘাটে তরুণী গোপের রমণী
আর কি পাইবে দেখা ॥

Ibid, p. 66.

কহে চণ্ডীদাসে বড় অপরূপ বাণী।
চূড়া বাঁধি মুরলী শিখয়ে বিনোদিনী ॥

Ibid, p. 208.

In the Srikṛṣṇa Kirtana, the author puts himself as Baḍu Caṇḍīdāsa, a follower of Vāsalī :—

বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ।

Pariṣad Edition, p. 264.

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে।

Ibid, p. 265.

বাসলী-চরণ শিরে বন্দিঞা
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥

Ibid, p. 80.

2. Vidyāpati also has his own way of putting himself in the colophon. Sometimes he does this with some appropriate remarks about the subject treated in the Padas, or sometimes he praises Śiva Siṁha, Rūp Nārāyaṇa, and Lakhimā :—

ভনই বিদ্যাপতি গাবে।
বড় পুনে গুনমতি পুনমত পাবে।

Pariṣad Edition, p. 11.

ভনই বিদ্যাপতি ন বোল সন্দেহা।
সুপুরুখ বচন পসানক রেহা ॥

Ibid, p. 315.

ভনই বিদ্যাপতি শুন বর নাগর
সবহু হোয়ত পরকার।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
লখিমা-কন্ত উদার ॥

Ibid, p. 75.

ভনই বিদ্যাপতি অরে বর জৌবতি
এহু পরতখ পঁচবানে।
রাজা শিব সিংহ রূপনারায়ণ
লখিমা দেবি রমানে ॥

Ibid, p. 367.

3. Narottama generally puts himself as the disciple of Lokanātha Dāsa :—

লোকনাথ প্রভুর পদ হৃদয়ে বিলাস।
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস ॥

Premabhakti Candrikā.

শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু অধম জনার বন্ধু
লোকনাথ লোকের জীবন।
হা হা! প্রভু! কর দয়া দেহ মোরে পদছায়া
নরোত্তম লইল শরণ ॥

Prārthanā (4).

Or, sometimes he praises some other Vaiṣṇava worthies :—

রূপ রঘুনাথ পদে রহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস ॥

Ibid (1).

দয়া কর আচার্য্য প্রভু শ্রীশ্রীনিবাস।
রামচন্দ্র সঙ্গ মাঁগে নরোত্তম দাস ॥

Ibid (14).

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-প্রভু-দাস অনুদাস ।
নরোত্তমদাস করে এই অভিলাষ ॥

Ibid (27).

4. Vāsudeva Ghoṣa thus puts himself :—

বাসুদেব ঘোষ কহে মনে করি আশা ।
গৌরপদ-দ্বন্দ্ব মনে করিয়া ভরসা ॥

Padāvalī (1).

বাসুদেব ঘোষে বলে, ধর ধর কর কোলে,
গোরা মোর পরাণের পরাণী ॥

Ibid (6).

কুঙ্কুম জিনিয়া অঙ্গ গন্ধ মনোহরা ।
বাসু কহে কি দিয়া গড়িল বিধি গোরা ॥

Ibid (7).

ধৈরয না থাকে মোর মনে ।
বাসুদেব ঘোষ রস জানে ॥

Ibid (20).

বাসুদেব ঘোষে কয় মনের হরিষে ।
কত নিদ্রা যাও গোরা প্রেমের আলসে ॥

Ibid (44).

গোরা বিনু প্রাণ রহে এই বড় লাজ ।
বাসু কহে কেনে মুণ্ডে না পড়িল বাজ ॥

Ibid (10).

5. Govinda Dāsa generally puts himself with some remark about the subject-matter of the Pada, peculiar to him :—

গোবিন্দ দাস কহে উঠি চলু সুন্দরী,
বিঘটন কানুক পীরিতি ।

Ekānna Pada (3).

রজনী পোহায়ল   গুরুজন জাগল
গোবিন্দদাস বলি যাই।

Ibid (5).

কত কত উপজল রস পরসঙ্গ।
গোবিন্দদাস তহি দেখত কত রঙ্গ॥

Ibid (28).

গোবিন্দ দাসিয়া কয় চরণেতে ধরি।
এখনি আনিয়া দিব তোমার প্রাণহরি॥

Padāvalī (323).

গোবিন্দদাস কহ   এতহু না জানহ
কুবুজা অব নব রাণী।

Ibid (358).

6. Vṛndāvana Dāsa, the reputed author of the Caitanya Bhāgavat, scrupulously makes use of the following formula :—

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান॥

This is invariably found at the end of every chapter of his book.

7. Locana Dāsa, in his Caitanya Mangala, generally speaks of his Guru Narahari :—

ঠাকুর শ্রীনরহরি   দাস প্রাণ অধিকারী
যাঁর পদপ্রতি আশে আশ।
অধমেহ সাধ করে,   গোরাগুণ গাহিবারে
সে ভরসা এ লোচন দাস।

p. 2.

আমার ঠাকুর প্রভু নরহরি দাস।
প্রণতি বিনতি করোঁ পুর' মোর আশ॥

p. 3.

শ্রীনরহরি দাস পদ করি আশ
লোচনদাস গুণগায় ॥

p. 37.

8. Jayānanda thus puts himself :—

চিন্তিয়া চৈতন্ত গদাধর-পদদ্বন্দ্ব ।
আদিখণ্ড জয়ানন্দ করিল প্রবন্ধ ॥

Caitanya Mangala, p. 5.

চিন্তিয়া চৈতন্ত-গদাধর-পদদ্বন্দ্ব ।
বিশ্বরূপ-সন্ন্যাস গাইল জয়ানন্দ ॥

Ibid, p. 21.

চিন্তিয়া চৈতন্ত গদাধর পদদ্বন্দ্ব ।
আনন্দে উত্তরখণ্ড গাও জয়ানন্দ ॥

Ibid, p. 152.

9. Jadunandana Dāsa in his Karṇānanda speaks of Hemalatā, the daughter of Śrīnivāsa Ācāryya :—

শ্রীআচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীল হেমলতা ।
প্রেমকল্পবল্লী কিবা নিরমল ধাতা ॥
সে দুই চরণ-পদ্ম হৃদয়ে বিলাস ।
কর্ণানন্দ-রস কহে যদুনন্দন দাস ॥

We have thus dealt with some of the principal Vaiṣṇava poets. By way of further verification let us now take up some other Vaiṣṇava poets, as also the other works of some of the poets we have treated above.

1. Kṛṣṇa Dāsa translated in Bengali the Camatkāra Candrikā, a Sanskrit work written by Viśvanāth Chakravarty, who was living about 1662 Saka. He thus puts himself in this book :—

শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দ পদে করি আশ ।
প্রথম কুতূহল লীলা কহে কৃষ্ণদাস ॥

Note. This Kṛṣṇa Dāsa is not the celebrated author of the Caritāmṛta, who flourished about a century before.

2. In the Rasakalpa Latikā, Locana Dāsa thus puts himself in the colophon :—

শ্রীনরহরি পাদ-পদ্ম করি মনে আশ ।
রসকল্প-লতিকা কহে লোচন দাস ॥ p. 4.

3. In the Upāsanā Paṭala by Narottama Dāsa, the author thus puts himself :—

বৈষ্ণব গোসাঞি কর কৃপা নিরক্ষণ ।
বিকাইনু তব পায় দেহ প্রেম ধন ॥
রামচন্দ্র কবিরাজ মোর মোক্ষর্দাস ।
উপাসনা তত্ত্ব কহে নরোত্তম দাস ॥

This we quote from the Calcutta University manuscript No. 557. written about the year 1069 B.S.

4. In the Upāsanā Tattva which is spoken of as the tenth chapter of Guru-Śiṣya Saṁvāda written by Narottama Dāsa, the author thus puts himself in the colophon :—

শ্রীলোকনাথ ঠাকুর চরণ স্মরণ অভিলাস ।
গুরুশিষ্য সম্বাদ কহেন নরোত্তম দাস ॥

Note. This we quote from the Calcutta University manuscript No. 558 written on the 13th Vaiśākh of 1069 B.S.

5. In a work named Svarūpa Varṇana, we have the following :—

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে জার আশ ।
স্বরূপবর্ণন কিছু কহে কৃষ্ণ দাস ॥

The mention of Rūpa and Raghunāth in the colophon seems to indicate that the writer may be the author of the celebrated Caitanya Caritāmṛta. But this is far from being the case. We have the following lines in the same work—

গোপালভট্টের শিষ্য আচার্য্য শ্রীনিবাস ।
তাঁর সঙ্গে রহে সদা বৃন্দাবন দাস ॥

লোকনাথ গোস্বামির শিষ্য কহি তার নাম।
ঠাকুর শ্রীনরোত্তম অতি অনুপাম॥ etc.

This shows that the book was written after Śrinivāsa and Narottama acquired fame in Bengal. The respectful manner in which these two Vaiṣṇava worthies are mentioned in the poem shows that this could not have been done by the author of the Caritāmṛta. We quote the above from the Calcutta University manuscript No. 559, dated 1071 B.S.

6. In another work Narottama thus puts himself :—

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত চরণ।
দন্তে তৃণ করি মাগোঁ সেহ গুচরণ॥
তোমা সভার পদ রজ চিত্তে অভিলাস।
উপাসনা-পটল কহে শ্রীনরোত্তম দাস॥

Note :—This work is dated 1087 B.S. We quote this from the Calcutta University manuscript No. 563.

7. In the Dipakojjvala Grantha by Baṁśī Dāsa, the author thus puts himself :—

শ্রীগুরু পাদ পদ্মে সদা জার আস।
পঞ্চম অধ্যায় কথা কহে বংশিদাস॥

Note.—We quote this from the Calcutta University manuscript No. 564.

8. In the Rādhārasa Kārikā dated 1081 B.S., Narottama puts himself as :—

শ্রীলোকনাথ গোস্বামির পাদ পদ্ম করি আস।
রাধা-রস-কারিকা কহে শ্রীনরোত্তম দাস॥

9. And in the Pada Kalpataru we have a host of other poets expressing themselves in similar manner :—

নিরমল গৌর প্রেমরস সিঞ্চনে
পূরল সব মন আশ।
সো চরণাম্বুজে রতি নাহি হোয়ল
রোয়ত বৈষ্ণব দাস॥ p. 1. (Pariṣad Edition(

যো রসে ভাসি অবশ মহিমণ্ডল
গোবিন্দ দাস তহিঁ পরশ না ভেলি ॥ p. 3.
কহে বৃন্দাবন অদ্বৈত চরণ
হিয়ার মাঝারে ধরি ॥ p. 5.
জয় জয় গৌর অভিন্ন কলেবর।
ফুকরই কাতর দাস মনোহর ॥ p. 5.
আপন করম দোষে ভেল বঞ্চিত
ভ্রমমতি বৈষ্ণবদাস ॥ p. 6.
চণ্ডীদাস পদে যার রতি সেই
পিরিতি মরম জানে।
পিরিতি বিহীন জনে ধিক্ রহ
দাস নরহরি ভণে। p. 12.
জ্ঞান দাস কহে যুগল অসঙ্গে p. 61.
কহে রাধামোহন প্রেম-তরঙ্গ ॥ p. 63.

We have here given a sufficiently long list of the Vaiṣṇava authors, but with none of them we find it customary to express himself as the follower of a Manjarī or Sakhī of Rādhā in the colophon of a Pada. We have already observed that the earlier Vaiṣṇava poets usually made some characteristic remarks, peculiar to them, about the subjects treated in the Padas, or owned themselves as the disciples of their Gurus in the colophons. They had gone thus far, but no further, in this respect.

There is another important point to be noted here. There is a tendency among the Bengali Vaiṣṇavas to proclaim Caitanya as an incarnation of Kṛṣṇa. Rāma and his brothers are said to be Viṣṇu incarnated in four parts, and Lakṣmī born in the form of Sītā. In the Mahābhārata, Kṛṣṇa is Viṣṇu, Judhiṣṭhira is Dharma, Arjuna is Indra, Bhīma is Pavana and so on with other personages. It is also believed that when God incarnates Himself, His associates in heaven are also born as His associates on earth. Working on this principle the Bengali Vaiṣṇavas have identified Caitanya and his companions with Kṛṣṇa and his associates in the Dvāpara Age. Thus, Caitanya is Kṛṣṇa, and his wife is Lakṣmī, the consort of Viṣṇu in Heaven. Advaita is Mahādeva, who with Viṣṇu

and Brahmā form the Hindu Trinity. Nityānanda is Balarāma, the elder brother of Kṛṣṇa in the Dvāpara age. Other Vaiṣṇava worthies have also been identified in a similar manner. Thus—

Abhirāma Ṭhākur	is	Śrīdāma
Sundarānanda	,,	Sudāma
Dhananjaya Pandit	,,	Vasudāma
Gourīdās Pandit	,,	Subala
Kamalākara Pipalai	,,	Mahābala
Uddhāran Datta	,,	Subāhu
Mohesa Pandit	,,	Mahābāhu
Puruṣottama Dāsa	,,	Stoka Kṛṣṇa
Paramesvara Dāsa	,,	Arjuna
Kālā Kṛṣṇa Dāsa	,,	Labanga
Śrīdhara Pandit	,,	Madhumangala
Halāudha Thākur	,,	Bala Deva
etc. etc.		

(From Gauragaṇoddeṣadīpikā, Ślokas 126-135.)

And a host of other worthies have been similarly identified. The list is too numerous to be mentioned here. But it is to be noted that in this identification not a single Vaiṣṇava has been identified with a Sakhī or any female companion of Rādhā and Kṛṣṇa. There is also a tendency to identify some of the Vaiṣṇavas with the Sakhīs of Rādhā. Thus—

Gadādhara Pandit	is	Rādhā
Rūpa Goswāmī	,,	Lalitā
Rai Rāmānanda	,,	Biśākhā
Śivānanda	,,	Sucitrā
Rāmānanda	,,	Campakalatā
Govinda Ghose	,,	Ranga Devī
Vāsu Ghose	,,	Sudevī
Mādhava Ghose	,,	Tungā
Govindānanda	,,	Indurekhā

(From Caitanya Saṁgītā, p. 25.)

Kṛṣṇa Dāsa Kavirāj	is	Ratnarekhā
Ciranjīva Sen	,,	Rupakaṇṭhī
Sadāsiva Kavirāj	,,	Candrāvalī

(Father of
Puruṣottama
Thākur = Stoka Sakhā)
Kangsāri Sen is Ratṇāvali
(Father of Sadāsiva)
(Taken from Gaurānga Sevaka Patrikā.)

Even the Manjarīs have been similarly identified—

সৌভাগ্য মঞ্জরি নাম দাস গদাধর ।
* * *
শ্রীরূপ মঞ্জরি হয় শ্রীরূপ গোসাঞি ।
And লবঙ্গ মঞ্জরি হয় গোসাঞি সনাতন ।
রতি মঞ্জরি হয় রঘুনাথ দাস ।
অনঙ্গ মঞ্জরি হয় গোপাল ভট্ট ।
রস মঞ্জরি হয় রঘুনাথ ভট্ট ।
আনন্দ মঞ্জরি হয় লোকনাথ ।
বিলাস মঞ্জরি হয় জীব গোস্বামী ।
কস্তুরি মঞ্জরি হয় কৃষ্ণদাস কবিরাজ ।
etc., etc.

(From Rāgamālā by Narottama Dāsa, Calcutta University manuscript No. 565, pp. 5-6.)

We here find three grades of identification. In the first grade the male mates of Kṛṣṇa are identified with the companions of Caitanya. In the second grade the Sakhīs or chief companions of Rādhā are identified with some of the Vaiṣṇavas. In the third grade, the Manjarīs or the companions of the chief Sakhīs are also identified with some of the notable Vaiṣṇavas. A further long list can also be supplemented.

Let us now see what lies at the root of bringing these Sakhīs and Manjarīs into such prominence.

In the Caitanya Caritāmṛta (2-8-110) we have—

প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি ।
সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী ॥

And মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহ রূপ॥

This shows that Rādhā is the personification of the purest divine emotion and her Sakhīs are the metaphorical representations of the finer elements of that emotion. This is a characteristic feature of the Vaiṣṇava theology which is too well-known to require any further elucidation. Even Kṛṣṇa is said to have incarnated himself as Caitanya Deva in order to taste this love of Rādhā. (Caitanya Caritāmṛta, 1-1-6). Now, this divine love is of two kinds—Mukhya and Gauṇa. The former is further subdivided into five finer emotions, called Śānta, Patrī, Preya, Vātsalya and Madhura; and the latter into seven finer emotions, such as, Hāsya, Adbhuta, Vīra, Karuṇa, Raudra, Bhayānaka and Vibhatsa. Even these finer emotions are said to be tinged each with a particular colour of its own, such as, Śveta (white), Chitra, Aruṇa (orange), Śoṇa (Blood-red), Śyāma (green), Pāndura (straw-colour), Pingala (yellow), Gaura (indigo), Dhumra (ash-like), Rakta (red), Kāla (black) and Nīla (blue). (Bhaktirasāmṛta, South, 5164-7)

These twelve finer emotions at once remind us of the twelve Sakhīs of Rādhā. Many writers have even ascribed a particular colour to a Manjarī, such as—

শ্রীললিতাজিউ গোরচনা বর্ণ... ।
শ্রীবিশাখাজিউ বিদ্যুত বর্ণ...
শ্রীচিত্রাজিউ কুঙ্কুম বর্ণ... ।
শ্রীচম্পকলতা জিউ চম্পকবর্ণ... ।
শ্রীশ্রীতুঙ্গবিদ্যা জিউ চন্দনমিশ্রিত কুঙ্কুম বর্ণ... ।
শ্রীইন্দুরেখা জিউ হরিতালবর্ণ... ।
ইত্যাদি

(From Guṇātmikā, C. U. Manuscript No. 560.)

Then about the Manjarīs. The conception is that each Sakhī has a number of female companions who are designated as Manjarīs. They have received due attention from the Vaiṣṇava poets. Not only the colour of the body and of the wearing cloth (Sārī) of each has been ascertained, but the age even in years, months and days has been fixed.

Let us now see how these Manjaris came to be associated with the names of the poets in the colophons.

From the fact that in the post-Caitanya Vaiṣṇava literature special importance is attached to Kṛṣṇa's adopting the emotions of Rādhā in the form of Caitanya Deva for tasting divine love, the idea that each devotee should similarly adopt a particular emotion for spiritual culture, captivated the imagination of the Bengali Vaiṣṇavas. Even Kṛṣṇa Dāsa Kavirāj in his Caitanya Caritamṛta writes as follows :—

এবে এক সখীগণের ইহা অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥
সখী বিনু এই লীলা পুষ্টি নাহি হয়।
And সখী বিনু এই লীলায় নাহি অন্যের গতি॥

2-81138-139.

Also সেই গোপী-ভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদ ধর্ম্ম সর্ব্ব তেজি সেই কৃষ্ণেরে ভজয়॥

2-8-149.

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রিদিনে চিন্ত রাধাকৃষ্ণের বিহার॥

2-8-155.

This idea has been variously elaborated by the Vaiṣṇava writers of later age, and the Manjarīs or Sakhīs of Rādhā have risen to paramount importance in the Vaiṣṇava theology. When the matter came to such a pass, it is no wonder that each Vaiṣṇava should declare himself a follower of a Sakhī, and the poets should associate themselves with the Manjarīs in the colophon.

From the manuscripts that we have been able to consult, we find that the book in which there is a colophon wherein the poet associates himself with a Manjarī, is comparatively modern.

In a manuscript named Dehanirṇaya, being the Calcutta University manuscript No. 613, we have the following in the colophon—

কোস্তরি মুঞ্জরি পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিল এই দেহের আখ্যান॥

The manuscript is dated 1259 B. S.

In another manuscript we have—

শ্রীগুণ মঞ্জরি গুণের নিছারি স্মরণ ভূষণ যে ॥
অনুগত বিনে এ সকল কথা কারে না কহিবে ভাই ।
নরোত্তম কহে পরম জানিলে তাহারে কহিতে চাই ॥

This is from a manuscript named Deha Tattva dated 1217 B. S.
In another manuscript we find—

রসবতি রাতুল চরণ করি আশ ।
শ্রীরস উজ্জল কহে জগন্নাথ দাস ।

This is from the Calcutta University manuscript No. 598 dated 1219 B. S.

Again—

রসশূন্য মূর্খ রসিক দাস মূঢ়মতি ।
শ্রীরূপানুগ্রহে কহে রতি-বিলাস-পদ্ধতি ॥

From the Calcutta University manuscript No. 586 dated 1188 B. S.

Naturally it creates doubt in our mind that the books wherein we have Manjarīs in the colophons were most probably written at a time not very far off. This can help us to ascertain the real author of a Pada in case of difficulty or doubt. When we have a colophon like this—

অনঙ্গ মঞ্জরি পাদপদ্ম করি আশ ।
স্বরূপ-কল্পতরু কহে নরোত্তম দাস ॥

(From the Calcutta University manuscript No. 2520),

we doubt, though the manuscript is not dated, that it is the work of the celebrated Narottama Dāsa. It is not improbable that some other Narottama might have written the book.

In another manuscript No. 3098 we have—

শ্রীরূপ মঞ্জরি পাদপদ্ম করি আশ ।
চোমৎকার চন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস ॥

Now, in the three manuscripts (*i.e.*, Deha Tattva noted above, and Nos. 2520, 3098), we have three Manjarīs, *i.e.*, Guṇa Manjarī,

10

Ananga Manjarī and Rūpa Manjarī, mentioned as the spiritual guides of Narottama. It is generally seen that a poet strictly adheres to one Manjarī. When we find three of them revered by the same person we think that there is something unusual in it. It is therefore doubtful that these books were written by the same person.

Let us now turn to the Padas of Caṇḍīdāsa. In the second Pada (about তিমির আকার, etc.) that we have quoted towards the beginning of this discussion, we find that in two manuscripts the Pada is said to have been composed by one Kṛṣṇa Dāsa, but in the Sāhitya Pariṣad Edition of Caṇḍīdāsa, it is attributed to Caṇḍīdāsa. This naturally creates doubts in the mind as to the real authorship of the same. But the last line of the first version is this—

শ্রীরূপ কৃপাতে ইহা পাবে হাথে
সহজে মন বাধ বান্ধা ।

In the second version quoted from the manuscript, we have the last lines omitted. But by carefully observing the text, it is not difficult to conjecture that the last two lines, as quoted above, were also in that version, which were accidentally omitted, thus leaving the couplet incomplete. In the Sāhitya Pariṣad edition we have—

রূপ করুণাতে পারিবে মিলিতে
ঘুচিবে মনের ধান্ধা ।
কহে চণ্ডীদাস পূরিবেক আশ
তবে ত পাইবে সুধা ॥

Here also the reference to Rūpa is quite clear. Now, what is the significance of this Rūpa? If it refers to Rūpa Goswāmī, we must say that it is a forgery, for Caṇḍīdāsa lived a long time before that Vaiṣṇava saint. But if it refers to শ্রীরূপ মঞ্জরী, it is also to be admitted that Caṇḍīdāsa is not the real author of the song, for nowhere is he accustomed to associate himself with Rūpa Manjarī in the colophon, as we have pointed out before. We have shown that such practice is comparatively modern, and can, therefore, say that the song was composed by some poet of later time, be he Kṛṣṇa Dāsa or whoever he may be, and that the song was wrongly

attributed to Caṇḍīdāsa. The rhyming of the last four lines is very peculiar. There we find বান্ধা rhyming with সুধা, which is unsatisfactory. There is a clear sign of manipulation in the last four lines, as the following comparison will also show—

কৃষ্ণদাস বলে লাগে এক মীলে
ঘুচায় মনেরি ধান্ধা ।
শ্রীরূপ কৃপাতে ইহা পাবে হাথে
সহজে মন রাখ বান্ধা ॥

Manuscript Version.

Versus

রূপ করুণাতে পারিবে মিলিতে
ঘুচিবে মনের ধান্ধা ।
কহে চণ্ডীদাস পুরিবেক আশ
তবে ত খাইবে সুধা ॥

Sāhitya Pariṣad Edition.

The first part of the second line from the end (of the manuscript version) has been grafted to the last part (লাগে এক মিলে) of the fourth line from the end, while the third line from the end has been kept practically unchanged, and thus the 4th and 3rd line from the end of the Pariṣad version have been composed. The defective rhyming is due to the incapability of the manipulator. We can thus apply a critical test to the Padas of Caṇḍīdāsa. The songs, wherein we find a reference to Rūpa, or any Manjarī in the colophon, were most probably not written by Caṇḍīdāsa, but were attributed to him in later time. One may conjecture that some original lines well-known to the public were preserved intact, but the interpolater introduced some propaganda by a few lines of his own, and made the whole pass in the name of Caṇḍīdāsa thereby adding weight to the song. Or, it may be that when the Manjarī-cult was firmly established among the Bengali Vaiṣṇavas, some overzealous persons took up a song of Caṇḍīdāsa, and introduced invocations to Rūpa and Manjarīs in the colophons

in order to satisfy their own fancy, as also to prove that even a celebrated poet like Caṇḍīdāsa (Narottama and Kṛṣṇa Dāsa not excepted) had long before adopted this practice, thereby adding weight to their own procedure. But whatever that may be, there is no denying the fact that in these cases we mark signs of manipulation, and care should be taken to find out the real author.

We shall now quote a few of such doubtful Padas of Caṇḍīdāsa.

1. শুন শুন দিদি প্রেম সুধানিধি
কেমন তাহার জল।
কেমন তাহার গম্ভীর গম্ভীর
উপরে শেহালা দল॥
কেমন ডুবারু ডুবেছে তাহাতে
না জানি কি লাগি ডুবে।
ডুবিয়া রতন চিনিতে নারিলাম
পড়িয়া রহিলাম ভবে॥
আমি মনে করি আছে কত তারি
না জানি কি ধন আছে।
নন্দের নন্দন কিশোরা কিশোরী
চমকি চমকি হাসে॥
সখীগণ মেলি দেয় করতালি
স্বরূপে মিশায়ে রয়।
স্বরূপ জানিয়ে রূপে মিশাইয়ে
ভাবিয়ে দেখিলে হয়॥
ভাবের ভাবনা আশ্রয় যে জনা
ডুবিয়ে রহিল সে।
আপনি তরিয়ে জগত তরায়
তাহারে তরাবে কে॥
চণ্ডীদাস বলে লাখে এক মিলে
জীবের লাগয়ে ধান্ধা।
শ্রীরূপ-করুণা যাহারে হইয়াছে
সেই সে সহজ বান্ধা॥

Song No. 782 of the Sāhitya Pariṣad Edition of Caṇḍīdāsa.

We shall not be surprised if any manuscript be found wherein this song is attributed to some other poet.

2. In Ratnasāra, Calcutta University manuscript No. 1111, we have the following—

ইহা জানি চণ্ডীদাস তরনি রমন।
গিত ছন্দে গাইলেন পিরিতি সে ধন॥
তথাহি পদং।

পিরিতি বলিআ তিনটী আখর
বিদিত ভুবন মাঝে।
জাহারে পসিল সেই সে মজিল
কি তার কলঙ্ক লাজে॥
দুহার অধর সুধারস পানে
তাহে উপজিল পি।
নয়ানে ২ বান বরিখানে
তাহে উপজিল রি।
হিআয় ২ পরুস করিতে
তাহে উপজিল তি।
এ তিন আখর অতি মনহর
ইহার তুলনা কি॥
তাহে দুখ সুখ হয় পরতেক
সদাই সুখের গারা।
তরনি রমন করে নিবেদন
মরিলে না জায় ছাড়া॥

Ratnasāra by Kṛṣṇadāsa, p. 187.

In the Sāhitya Pariṣad Edition of Caṇḍidāsa, (song No. 385), we have—

পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর
বিদিত ভুবন মাঝে।
তাহে যে পশিল সেই সে জানিল
কি তার কুল-ভয় লাজে॥

বেদ-বিধি পর সব অগোচর
ইহা কি জানে আনে।
রসে গর গর রসের অন্তর
সেই সে মরম জানে॥
দুহুক অধর সুধারস বাণী
তাতে উপজিল পী।
হিয়ায় হিয়ায় পরশ করিতে
তাহার তুলনা কি॥
কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনি
পীরিতি রসের ভোর।
পীরিতি করিয়া ছাড়িতে নারিবে
আপনি হইবে চোর॥

This short piece, when compared with the previous one quoted from the Calcutta University manuscript No. 1111, tells an interesting tale. The first four lines are almost similar. Then in the Pariṣad edition we have four lines, of which there is no counterpart in the other. Similarity then again begins from দুহার অধর, etc. We have here two lines almost similar, but then the text of the Pariṣad edition has been abruptly contracted. When the topic came up to the finding of the significance of the three letters composing the word পীরিতি, we cannot understand why the text should be unnecessarily contracted after dealing with the letters পী only, as has been done in the Pariṣad Edition. This is clear sign of manipulation and this also undoubtedly shows that the original text was somewhat like that quoted from the Ratnasāra where we have the significance of the three letters clearly set forth. But let us take up the song No. 379 of the Pariṣad edition of Caṇḍidāsa—

পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর
এ তিন ভুবন-সার।
এই মোর মনে হয় রাতি দিনে
ইহা বই নাহি আর।

বিহি এক চিতে ভাবিতে ভাবিতে
নিরমাণ কৈল পী ।
সুধার সায়রে মথন করিয়া
তাহে উপজিল রি ॥
পীরিতি-রসের সায়র মথিয়া
তাহে উপজিল তি ।
সকল সুখের এ তিন আঁখর
উপমা বলিব কি ॥

* * *

পীরিতি বন্ধন না যায় খণ্ডন
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় ॥

Here—

সকল সুখের এ তিন আঁখর
উপমা বলিব কি ।

is also almost similar to

এ তিন আখর অতি মনহর
ইহার তুলনা কি ।

of the song quoted from the Ratnasāra, and

পীরিতি বন্ধন না যায় খণ্ডন

echoes the sense of

মরিলে না যায় ছাড়া

of the song of Ratnasāra.

It is not improbable that a song of তরণী রমণ has been thus utilised in fragments to compose more than one song attributed to Caṇḍīdāsa. We could even conjecture that তরণী রমণ utilised the materials of more than one song of Caṇḍīdāsa to compose one in his name, had we found the significance of the three letters

পৈরিতি all traced in the song No. 379 quoted above. Here the contraction undoubtedly creates doubt about the authorship of Caṇḍidāsa.